চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
গৌরবের ৬৬ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 27 August, 2020 ■ আগরতলা, ২৭ আগষ্ট, ২০২০ ইং ■ ১০ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বুধবার আগরতলায় সিপিএমের উদ্যোগে ১৬ দফা দাবীতে প্রতিবাদ মিছিলে বক্তব্য রাখেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি নিজস্ব।

করোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্যবিধির আদ্য শ্রাদ্ধ করে হাজারো মানুষকে ঝুকিতে ফেলল সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট ।। করোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্যবিধির আদ্যশ্রাদ্ধ করল সিপিএম। ১৬ দফা দাবি আদায়ের নামে হাজার হাজার মানুষকে অনিশ্চিত ঝুকির মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার আজ রাজনীতির প্রশ্নে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছেন বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ, গান্ধিঘাট-এ কয়েকশ মানুষ জড়ো করে দীর্ঘ সময় ভাষণ দিয়ে মানিক সরকার এবং সিপিএম দাবি কতটা আদায় করতে পেরেছেন তাতে সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু, করোনা-র বিষ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা ভুল হবে না। অবশ্য, করোনা স্বাস্থ্যবিধি ফুতারে উড়িয়ে দিয়ে মানুষের প্রাণ সংশয়ে ফেলার জন্য সিপিএম নেতাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা কেন নেওয়া হবে না, তা আন্দাজ করা যাচ্ছে না। কারণ, পুলিশ আজ রীতিমত সিপিএমের অন্যায় আবদারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে বলেই মনে হয়েছে। বিরোধী দলনেতা সহ কয়েকজনকে গ্রেফতার করার কয়েক মুহুর্তের মধ্যেই জনরোষের মুখে পরে সকলকেই ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ। ফলে, মানিক সরকার ও সিপিএম নেতারা মুক্তি পেয়ে পুলিশের গাড়ি থেকে নেমে বীরদর্পে আস্তানায় ফিরে গেছেন। শুধু তখন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর চোখে-মুখে বিদ্রুপের হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেছে।

করোনা পরিস্থিতিতে বর্তমান সরকার যুদ্ধকালীন তৎপড়তায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারপরেও দেশের মত রাজ্যেও এই ভাইরাস দ্রুত গতিতে ছড়াচ্ছে। করোনা সংক্রমণ যাতে না ছড়ায় তাতে রাজ্য ও কেন্দ্র কিছু নির্দেশিকা দিয়েছে। কেন্দ্রের নির্দেশিকা রাজ্য প্রয়োগ করছে। এই অবস্থায় কিছু কিছু সংগঠন এই নির্দেশিকা না মেনে বেপরোয়া হয়ে আইন ভাঙ্গার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের প্রবণতা কার স্বার্থে। সংসদীয় রাজনীতিতে তাদের কোন ভূমিকা নেই। কিন্তু ভাইরাস ছড়ানোর ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা নিচ্ছে। বুধবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই মন্তব্য করেন মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য।

তিনি আরো বলেন যে দেশ থেকে এই ভাইরাস ছড়িয়েছে সেই দেশের প্রতি সিপিএম এর দায়বদ্ধতা আছে। কিন্তু রাজ্যের মানুষের প্রতি কোন দায়বদ্ধতা নেই তাদের। বারং বার তা প্রমানিত হচ্ছে। ১৪৪ ধারা অমান্য করে তারা সংগঠিত হচ্ছেন। ভীড় করছেন। রাজ্যের বেশ কিছু স্থানে এই কান্ড ঘটাচ্ছেন। আইন ভাঙ্গার জন্য দলীয় কর্মীদের উৎসাহীত করছেন বিরোধী দলনেতা। এই রাজনীতি মানুষের স্বার্থে হতে পারে না। মানুষকে বাঁচতে দিতে হবে। এটা না করে রাজনৈতিক সন্ত্রাস চালাচ্ছে। আক্রান্ত হচ্ছে বিজেপি-র কার্যকর্তারা। প্রাক্তন এম ডি সি-র নেতৃত্বে হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেন বিজেপি-র মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। এই বিষয়ে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ৫ জন কর্মী আহত হয়েছেন। গোমতী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানান তিনি। দলের পক্ষ থেকে কার্যকরতাদের বার্তা দেওয়া হয়েছে যাতে করে কোন ধরনের রাজনৈতিক প্ররোচনার ফাঁদে পা না দেন।

বিরোধী দলের দায়িত্ব থেকে সরে এসে সিপিএম বার বার অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। অস্থীরতা আরো বাড়ানোর চেষ্টা এই পরিস্থিতিতে চালাচ্ছে সিপিএম। সংখ্যা কমলেও তাদের উদ্দেশ্য থেকে তারা সরে আসেনি বলে জানান মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। ভাইরাস ছাড়ানোর ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা না নিয়ে মানুষকে বাঁচানোর বার্তা দেন তিনি। দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল হিসাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি। হিংসাকে জিগির দেওয়ার জন্য এই কাজ করে যাচ্ছে সিপিএম বলে জানান তিনি। মানুষ সব দেখছে। তারা সময়ে এই দায়িত্ব ছিনিয়ে নেবে তাদের কাছ থেকে বলে জানান মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। সিপিএম দল সর্ব ভারতীয় কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে রাজ্যে বিক্ষোভ সমাবেশ করে। কিন্তু তাঁর পূর্ব থেকে প্রচার চালানো হচ্ছে এই কর্মসূচী বাঞ্চাল করতে বিজেপি ভূমিকা নিচ্ছে। এটা কতটা মিথ্যা এদিনের ঘটনা থেকে তা স্পষ্ট। বাঞ্চাল করার চেষ্টা থাকলে তারা কর্মসূচী করতে পারত না। ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক দল পুরনো কায়দায় বিভ্রান্তী সৃষ্টি করে অশান্তি জিইয়ে রাখতে চাইছে বলে এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে কটাক্ষ করেন বিজেপি-র মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী।

প্রসঙ্গত, ১৬ দফা দাবিতে সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির আহবানে দেশব্যাপী চলছে আন্দোলন, বিক্ষোভ কর্মসূচী। একই সঙ্গে চলছে মিছিল, মিটিং। বুধবার এই ১৬ দফা দারির সমর্থনে চলা আন্দোলনের ছিল শেষ দিন। এদিন রাজ্যের অন্যান্য মহকুমার ন্যায় রাজধানীর প্যারাডাইস চৌমুহনী এলাকায় গলায় প্ল্যাকার্ড ও পতাকা হাতে রাস্তার পাশে দাড়িয়ে বিক্ষোভ দেখায় সিপিএম নেতা কর্মীরা। এছাড়া কিছু মিছিল করে সিপিএম কর্মী ও নেতারা। বর্তমানে রাজ্যে করোনা সংক্রমণ দিন দিন বেড়ে চলেছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনায় মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের ১০ লক্ষ টাকা তিন কিস্তিতে দেবে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ১০ লক্ষ টাকা তিনটি কিস্তিতে মিটিয়ে দেবে ত্রিপুরা সরকার। তিন লক্ষ টাকা করে প্রথম দুই কিস্তি এবং এক কিস্তিতে বাকি চার লক্ষ টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৮৩ জনের মৃত্যু হয়েছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে।

গত ৭ মে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃতের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করেছিলেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ত্রিপুরা প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিক বলেন, মুখ্যমন্ত্রী করোনায় মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য ইতিমধ্যে মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেওয়ায় ৪ লক্ষ টাকা ত্রিপুরা সরকার রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা তহবিল থেকে মিটিয়ে দেবে। এ-ক্ষেত্রে মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই ৩ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ পাবে মৃতের পরিবার। বাকি টাকা দুই কিস্তিতে ৩ লক্ষ টাকা এবং ৪ লক্ষ টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে। ত্রিপুরা সরকার ইতিমধ্যে পদক্ষেপ নিয়েছে। স্বাস্থ্য দফতর থেকে মৃতের তালিকা সংগ্রহ করেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, করোনা মোকাবিলায় সামনের যোদ্ধা চিকিৎসক, সেবিকা, স্বাস্থ্যকর্মী, প্যারামেডিক্যাল, পুলিশ, সাংবাদিক, সুইপিং স্টাফ, আইসিপি স্টাফ, আশাকর্মী, সাধারণ প্রশাসনের আধিকারিক এবং অন্যান্য দফতরের কর্মীরাও সাধারণ নাগরিকদের পাশাপাশি ক্ষতিপূরণ পাবেন।

সাব্রুমে বিজেপি-সিপিএম সংঘর্ষ, দুই দলের আহত আট পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাঁদানে গ্যাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম/কুমারঘাট, ২৬ আগস্ট।। শাসক-বিরোধী সংঘর্ষে ত্রিপুরায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে সাব্রুমের রুপাইছড়ি ব্লক এলাকা। সংঘর্ষ থামাতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়েছে। দুই দলের আট জন কর্মী গুরুতর আহত হওয়ায় চিকিৎসকরা তাদের গোমতি জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে।

সারা রাজ্য ব্যাপী কর্মসূচির অন্তর্গত সিপিএম আজ বিক্ষোভ সভা সংগঠিত করেছিল। রুপাইছড়ি ব্লকের সামনে ওই কর্মসূচি চলাকালীন বিজেপি ও সিপিএমের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। তাতে পরিস্থিতি রণক্ষেত্রের রূপ নেয়ঊ সিপিএমের অভিযোগ, বিক্ষোভ কর্মসূচি চলাকালীন পুলিশের সামনেই বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা করেছে। ওই হামলায় বেশ কয়েকজন সিপিএম কর্মী আহত হয়েছেন। সিপিএমের দাবি, তিন কর্মীর আঘাত গুরুতর। তাই তাদের গোমতি জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন ডাক্তাররা।

বিজেপি-র পাল্টা অভিযোগ, আজ সকালে বুথ সভাপতি হিরক ত্রিপুরা বাজারে যাওয়ার সময় সিপিএমের গুণ্ডা বাহিনী হামলা করেছে। তাতে হিরকবাবু গুরুতর আহত হয়েছেনঊ তাকে বাঁচাতে গিয়ে আরও চারজন বিজেপি কর্মী গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। তাদেরকে গোমতি জেলা হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। বিজেপি-র অভিযোগ, পুলিশ আজ সিপিএম কর্মীদের সহায়তা করেছে। কারণ, ঝামেলা সিপিএমের কর্মীরা শুরু করলেও পুলিশ বিজেপি কর্মীদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমবাসায় নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ অভিযুক্ত প্রতিবেশী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। ধলাই জেলার আমবাসা থানা এলাকার কাঠালবাড়ির দিনরাই পাড়ায় ১৪ বছরের নাবালিকাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করেছে প্রতিবেশী এক যুবক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এ ব্যাপারে আমবাসা থানায় অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করে নাবালিকার পরিবারের তরফ থেকে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় কাঠালবাড়ি দিনরাই পাড়ার জুমচাষী মা-বাবা জুম চাষ করতে গিয়েছিলেন। পরিবারের লোকজনদের অনুপস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে প্রতিবেশী এক যুবক জুমিয়া পরিবারের ঘরে ঢুকে ১৪ বছরের নাবালিকা কন্যাকে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে তুলে নিয়ে পাশের জঙ্গলে ধর্ষণ করে। নাবালিকার মা বাবা বাড়িতে ফিরে আসলে নাবালিকা টি ঘটনা তার মা-বাবাকে জানায়। ধর্ষিতা নাবালিকার পরিবারের তরফ থেকে বিষয়টি স্থানীয় অন্যান্যদেরকে জানানো হয়।

স্থানীয় জনগণের পরামর্শক্রমে এ ব্যাপারে আমবাসা থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেছে তার পরিবার।আমবাসা থানার পুলিশ সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত পলাতক। অভিযুক্তের নাম খুঁতুই মগ বলে পরিবারের তরফ থেকে পুলিশকে জানানো হয়েছে।এদিকে নাবালিকা কন্যাকে ধর্ষণের ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়।অভিযুক্তকে গ্রেফতার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

যথাযোগ্য মর্যাদায় রাজ্যেও পালিত মাদার টেরেজার জন্মদিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। বুধবার মাদার টেরেজার জন্মদিন। রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় মাদার টেরেজার জন্মদিন পালিত হয়। এ উপলক্ষে অনুষ্ঠান হয় আগরতলার নির্মলা শিশু ভবনে। এখানে বুধবার সকালে প্রার্থনা সভার মধ্য দিয়ে মাদার টেরেজার জন্মদিন এর সূচনা করা হয়। এছাড়া দিনভর নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মাদার টেরেজার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। কুঞ্জবন নির্মলা শিশু ভবনে মাদার টেরেজার জন্মদিন উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলেও বাহিরের কোন লোকজনদেরকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

নির্মলা শিশুভবনের আবাসিক সহ অন্যান্যরা অনুষ্ঠান গুলোতে অংশ নেন। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মাদার টেরেজার জন্মদিন যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অগ্নিনির্বাপক দপ্তরকে প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দিতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ত্রিপুরা ফায়ার সার্ভিসে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গুরুত্বারোপ করেছেন। এক্ষেত্রে মেঘালয়, সিকিম-এর মতো ছোট ছোট রাজ্যগুলিতে ফায়ার স্টেশন নির্মাণে যেসব আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে তা রাজ্যে ফায়ার স্টেশন নির্মাণের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায় কিনা তা দপ্তরকে পর্যালোচনা করতে তিনি নির্দেশ দেন। পাশাপাশি ফায়ার সার্ভিস-এ কর্মরত ফায়ারম্যান, ড্রাইভার সহ অন্যান্য কর্মীদের শারীরিক সক্ষমতা আরও বাড়ানোর জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের উপরও গুরুত্ব দিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

আজ মহাকরণের ২নং কনফারেন্স হলে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অগিনির্বাপক ও আপতকালীন পরিষেবা বিভাগের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই অভিমত ব্যক্ত করেন। সভায় অগিনির্বাপক ও আপতকালীন পরিষেবা বিভাগের বিভিন্ন কর্মসূচির পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আগামী দশ বছরে রাজ্যের পরিস্থিতি কেমন হতে পারে সে বিষয়টিকে মাথায় রেখে দপ্তরকে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, রাজ্যে বর্তমানে অনেক মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং তৈরি হয়েছে।আগামী ২০২৩ সালের মধ্যে রাজ্যেও আরও অনেক উঁচু বিল্ডিং, ফ্ল্যাট ইত্যাদি তৈরি হবে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই দপ্তরকে প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

পর্যালোচনা সভায় প্রধান সচিব বরুণ কুমার সাহু বলেন, ত্রিপুরা ফায়ার সার্ভিস অগিসংযোগ, সড়ক দুর্ঘটনা, জলে ডুবে যাওয়া, বাড়ি ভেঙ্গে পড়া, প্রাক'তিক দুর্যোগ ইত্যাদি জরুরী অবস্থায় ফার্স্ট রেসপণ্ডার হিসেবে কাজ করে থাকে। গত ১১ আগষ্ট,২০২০ তারিখ এক বি'প্তিমূলে ত্রিপুরা ফায়ার সার্ভিসের নাম পরিবর্তন করে ত্রিপুরা ফায়ার এণ্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিস করা হয়েছে।তিনি জানান, রাজ্যে ১৯৫৭ সালে আগরতলায় প্রথম ফায়ার স্টেশন স্থাপন করা হয়েছিল। বর্তমানে রাজ্যে ৪টি ফায়ার ডিভিশন-এর অর্ন্তগত ৪৮টি ফায়ার স্টেশন রয়েছে। বাধারঘাটে রয়েছে ১টি কেন্দ্রীয় এম টি ওয়ার্কশপ, সেন্ট্রাল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরার দুজন করোনা আক্রান্ত অরুণাচলে

ইটানগর, ২৬ আগস্ট (হি.স.)।। অরুণাচল প্রদেশে একদিনে ১০০ নতুন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। তাদের মধ্যে দুজন করে ত্রিপুরা ও নাগাল্যান্ড এবং সাত জন অসম থেকে অরুণাচলে ফিরেছেন। শুধু তা-ই নয়, নতুন আক্রান্তদের মধ্যে ২২ জন নিরাপত্তা কর্মী ও একজন স্বাস্থ্য কর্মী রয়েছেন। এ নিয়ে অরুণাচল প্রদেশে করোনায় আক্রান্তের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩,৪১২ জনে।

স্বাস্থ্য দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, নতুন আক্রান্তদের মধ্যে চাংলাঙে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পারিবারিক বিবাদের জেরে বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৬ আগস্ট।। পারিবারিক কলহের জেরে অচেতন অবস্থায় বিষ পান করে রাস্তায় পড়ে থাকা এক মধ্যবয়স্ক যুবককে উদ্ধার করল তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তর। ব্যক্তির নাম রাজেন্দ্র রিয়াং বয়স আনুমানিক চল্লিশ বছর। সে দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় ঘর জামাই হিসেবে বসবাস করত।ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন মানিক বাজার এলাকার চিন্তামণি পাড়ায়। ঘটনায় জানা যায় বুধবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের খবর আছে ওই এলাকায় একজন ব্যক্তি রাস্তার পাশে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে। ঘটনার খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং ওই ব্যক্তিকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বীরজিৎ সিনহার উপর হামলার প্রতিবাদে কংগ্রেসের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। মঙ্গলবার রাতে জিরানিয়ার মাধববাড়ি এলাকায় প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহার গাড়ির উপর হামলা চালায় এক দল দুষ্কৃতি। এই ঘটনার সাথে যুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে এবং বীরজিৎ সিনহার নিরাপত্তা আরও বৃদ্ধির দাবিতে বুধবার রাজধানীতে বিক্ষোভে সামিল হয় প্রদেশ কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা।

এইদিন রাজধানীর পোস্ট অফিস চৌমুহনীতে বিক্ষোভ কর্মসূচী সংগঠিত করা হয়। একই সাথে সড়ক অবরোধে সামিল হয় কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযুষ বিশ্বাস, যুব কংগ্রেস সভাপতি সহ অন্যান্যরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন সদর

মহকুমার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক।

তিনি কথা বলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির সাথে। আশ্বাস দেন বীরজিৎ সিনহার গাড়িতে হামলার ঘটনায় অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে। ইতিমধ্যে দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাশাপাশি বীরজিৎ সিনহার নিরাপত্তা বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে উদ্ধতন কতৃপক্ষের সাথে কথা বলবেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উড়ান প্রকল্পে ত্রিপুরায় আসবে দুটি বিমান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগষ্ট।। উড়ান প্রকল্পে সরকার চতুর্থ দফায় অতিরিক্ত ৭৮টি বিমান রুটকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এইপ্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা। নতুন এই অর্ন্তভুক্ত বিমান রুটের দুটি বিমান আগরতলা, শিলং এবং ডিবুগড়ের সাথে সংযুক্ত হবে।

উড়ান প্রকল্পটি উত্তব পূর্বাঞ্চলের মতো রাজ্যগুলিকে যোগাযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আগরতলাকে বিমান যোগাযোগে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

দুদিনের সফরে রাজ্যে আসছেন রামমাধব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগষ্ট।। এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে দুই দিনের সফরে রাজ্যে আসছেন বিজেপি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব। তার এই সফরকালে ৩০ আগস্ট রাম মাধব বিজেপির নেতৃত্বদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করবেন।

ওই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা সহ রাজ্য কমিটির শীর্ষ নেতৃত্বরা উপস্থিত থাকবেন। তাছাড়া, রাম মাধবের ওই বৈঠকে দলের পূর্বোত্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আঞ্চল সম্পাদক অজয় জামওয়াল এবং সাংগঠনিক সম্পাদক ফনিন্দ্র নাথও উপস্থিত থাকবেন।

বুধবার বিজেপি'র মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, আসন্ন এডিসি নির্বাচন নিয়ে আইপিএফটি'র সাথে সমঝোতার জন্য আইপিএফটি আসন ভাগাভাগির বিষয়টি বিজেপি'র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদের সাথে আলোচনা করতে পারে। সম্প্রতি আইপিএফটি'র সাধারণ সম্পাদক তথা বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া ঘোষণা দিয়েছিলেন, আসন্ন এডিসি নির্বাচনে তারা সিংহভাগ আসন দাবি করবে। মেবার কুমার জমাতিয়া জানিয়েছিলেন, তারা সিংহভাগ আসন এই কারণে দাবি করবে যেহেতু আইপিএফটি দলটি উপজাতি জনসাধারণকে নিয়ে গঠিত। শুধু তাই নয়, বর্তমান সরকার আইপিএফটির হাত ধরেই সরকার গঠন করেছে। তাই, এডিসি আইপিএফটির হাতে গেলে উপজাতি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ৩১৩ ◘ ২৭ আগস্ট ২০২০ইং ◘ ১০ ভাদ্র ◘ বুধ বার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বিচারে আস্থা অনাস্থা

করোনা বিধ্বস্ত দেশে যে বিষয়টি এখন যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া আনিয়াছে তাহা হইল বিচার ব্যবস্থার স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতার প্রশ্নটি। প্রধান বিচারপতি বুবদে একটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বাইকে উঠেছিলেন। মাথায় হেলমেট ছিল না, মুখে মাস্কও ছিল না। অথচ তিনি সুপ্রিম কোর্ট বন্ধ করিয়া মানুষের বিচার পাওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। প্রশান্ত ভূষণের এই টুইট সুপ্রিম কোর্ট-র বিচারপতি তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। ফলে, আদালত অবমাননার দায়ে সুপ্রিম কোর্ট দোষী সাব্যস্ত করিলেও শাস্তি কি হইবে সেই ঘোষণা স্থগিত রাখে। প্রশান্ত ভূষণকে তাঁহার আদালত অবমাননার দায়ে ক্ষমা চাইতে সুপ্রিম কোর্ট বার বার তাহাকে সময় দিয়াছে। কিন্তু প্রশান্ত ভূষণ ক্ষমা না চাইবার সিদ্ধান্তে অটল। এদিকে, এই ঘটনা নিয়া গোটা দেশ আন্দোলিত। প্রশ্ন উঠিয়াছে এবং আদালতের শুনানিতেও একই প্রশ্ন ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে আদালতের সমালোচনা মানেই কি আদালতের অবমাননা করা। শেষ পর্যন্ত রায়দান মুলতবি রাখিয়াছে বিচারপতি অরুণ মিশ্রের বেঞ্চ। ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মুলতুবি রাখা হইলেও কার্যত তাহা অনির্দিষ্টকাল পিছাইয়া গেল। আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণের প্রথম শুনানি হয় ২০ আগস্ট। সেদিনই আদালতে বিবৃতি দিয়া প্রশান্ত ভূষণ জানাইয়া দেন তিনি ক্ষমা চাইবেন না। প্রশান্ত ভূষণ স্পষ্ট জানাইয়া দেন যে কথায় তিনি বিশ্বাস করেন তাহার জন্য ক্ষমা চাওয়ার আন্তরিক হইবেন না। ভুল করিলে ক্ষমা চাইতে তাহার দ্বিধা নাই। কিন্তু এক্ষেত্রে ক্ষমা চাওয়া বিবেক এবং আদালত উভয়কে অবমাননা করা।

সাধারণ্যে প্রচলিত ধারনা ছিল যে আদালত মানেই সমালোচনার উর্ধে। আদালত বা বিচারপতি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করিবার অর্থই হইল আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হওয়া বা শাস্তির মুখে পড়া। প্রশান্ত ভূষণের দৃঢ়চেতা মনোভাব সেই ভাবনা খানখান করিয়া দিল। বিচার ব্যবস্থা তখনই শক্তিশালী হয় যখন এই ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা এবং বিচারপতিদের দৃঢ়চেতা মনোভাব দেখা যায়। গত বেশ কিছুদিন যাবতই লক্ষ্য করা যাইতেছে যে বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের অবিশ্বাস এবং অনাস্থার প্রবনতা বাড়িতেছে। ইহা শক্তিশালী বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বড় বেশি অন্তরায়। বিচারব্যবস্থা যদি কোন শক্তিমত্তার প্রভাবিত হয় তাহা হইলে মানুষ ভরসা ও আস্থা হারায়। নিরুপায় অবস্থায় দুঃখ বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়। যে দেশে বিচার ব্যবস্থা দুর্বল এবং ক্ষমতা দম্ভিদের প্রভাবিত সেই দেশের গনতন্ত্র স্বাধীনতা বিপন্ন হয়। প্রশান্ত ভূষণের দঢ়চেতা মনোভাব দেশের বিচার ব্যবস্থার স্বচ্চাতার প্রশ্নে কতখানি অগ্রণী হইবে তাহাই এখন দেখিবার বিষয়।

মৃত্যু হল করোনা রোগীর আঁধারে পরিবার, ফের কাঠগড়ায় কলকাতা মেডিকেল

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি স): ফের কাঠগড়ায় কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। মৃত্যু হল রোগীর কিন্তু জানতেই পারলো না পরিবার। এবার এমনটাই অভিযোগ উঠল কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে ওই রোগীর পরিবার। হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখায় পরিবার।

সোদপুরের বাসিন্দা ওই রোগীর পরিবারের তরফে অভিযোগ, বেশ কয়েকদিন আগে করোনা আক্রান্ত হয়ে ওই রোগীকে ভর্তি করা হয়েছিল কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এরপরে এদিন ওই রোগীর খোঁজ নিতে হাসপাতালে আসলেও তাদেরকে জানানো হয় না রোগী কেমন আছে। এমনকি অভিযোগ হেল্পলাইনে ফোন করেও পাওয়া যায়না সদুত্তর। বহুক্ষণ হাসপাতাল চত্বরে বসে থাকার পর তাদের নজরে আসে একটি দেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মর্গের দিকে। এরপর সন্দেহের বশেই সেই মর্গের প্লাস্টিকের নম্বর থেকে তারা বুঝতে পারে ওই রোগী তাদের। ঘটনা জানার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়ে পরিবারের লোকেরা। হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখায় তারা। এই ঘটনায় কলকাতা মেডিকেল কলেজের পরিষেবা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।

জিএসটি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৬ আগস্ট(হি. স.) : নিট, জেইই মেন স্থগিত করার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক ছিল বুধবার অবিজেপি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের। কিন্তু সেখানেও উঠে এল কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জিএসটি নিয়ে অভিযোগ। মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, ঝারখান্ড, রাজস্থান, উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীরাও এদিন বৈঠকে এই আর্থিক বঞ্চনার অভিযোগ করেছেন বলে জানান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জিএসটি নিয়ে কেন্দ্রকে বঞ্চনার অভিযোগে বিদ্ধ করে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, 'আমাদের এখানে যা দ্রব্য বিক্রি হয় সবকিছুর জিএসটি কেন্দ্র নিয়ে চলে যায়। রাজ্যকে কিছু দেয় না। জিএসটির ক্ষতিপূরণের টাকা দেয়নি কেন্দ্র। কোনও রাজ্যই ক্ষতিপূরণের টাকা পায়নি বলে জানিয়েছে। জিএসটির বকেয়া টাকা দেয়নি কেন্দ্র।তিন চার মাস ধরে রাজ্যকে কোন টাকা দেওয়া হচ্ছে না।'। এর পরেই ক্ষোভ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, 'ভিক্ষে চাইনা কিন্তু বকেয়া টাকা কেন দিচ্ছে না? আগামী দিনে রাজ্য চলবে কোত্থেকে, মাইনে দেবে কোত্থেকে?'

২০১২ সালের মামলায় এসএসসি পরীক্ষার্থীদের আবেদন খারিজ হাইকোর্টে

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি. স.) : বুধবার ২০১২ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের মামলা খারিজ করে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। মামলায় জয় হল রাজ্যের।

নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে ক্যাগ রিপোর্ট যে অস্বচ্ছতার কথা বলা হয়েছিল তা কার্যত মেনে নিয়েছে আদালত। তবে তার সঙ্গে চাকরি প্রার্থীদের মামলার কোনও যোগ নেই বলেও জানিয়ে দেয় আদালত। তবে আদালতের এই রায়ের বিরুদ্ধে আবেদনকারীরা ডিভিশনে বেঞ্চে যাচ্ছে বলে খবর। রায়দানের সময় হাই কোর্টের বিচারপতি রাজশেখর মান্থা বলেন, "কম্বাইন্ড মেরিট লিস্ট চূড়ান্ত নিয়োগ তালিকা নয়। ৩৬ হাজার ১৪০ জনের তালিকা নিয়োগ তালিকা নয়।"

তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম এসএসসি পরীক্ষা হয় ২০১২ সালে। এর চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রকাশ হয় ২০১৩ সালে সেপ্টেম্বরে। অভিযোগ ওঠে, এসএসসি কমিশন যে চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রকাশ করে, তাতে শূন্যপদের থেকে অনেক কম চাকরি প্রার্থীর নাম আছে। মেধাতালিকাভুক্ত সমস্ত প্রার্থীদের চাকরি দেওয়ার দাবি ওঠে। এছাড়া এসএসসি'র মাধ্যমে স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। মেধাতালিকায় থেকেও চাকরি না পেয়ে কয়েক হাজার চাকরি প্রার্থী আন্দোলন, অনশন, আমরণ অনশন ইত্যাদি'র পথ বেছে নিয়েছিলেন। পাশাপাশি কলকাতা হাই কোর্টে আইনের দ্বারস্থ হন বহু চাকরি প্রার্থী।

মামলার জল গড়িয়েছিল সুপ্রিম কোর্টেও। সেসময় কমিশন সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে জানিয়েছিল, প্যানেল থাকা ৩৬,১৪০ জনকে চাকরিতে নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু চাকরি প্রার্থীরা তা মানতে চায়নি। এদিন সেই হলফনামার পরিপ্রেক্ষিতেই বিচারপতি জানিয়ে দেন, কম্বাইন্ড মেরিট লিস্ট চূড়ান্ত নিয়োগ তালিকা নয়।

ধূলিসাৎ সানাই শাহেনশাহের স্মৃতি ও আবেগ

দীপক সাহা

একবার সানাইয়ের শাহেনশা বিসমিল্লাহ খানের আমেরিকা নিবাসী ভক্ত ও ছাত্রছাত্রীরা একটি সঙ্গীত স্কুল তৈরি করে তাঁকে আমেরিকায় বসবাসের জন্য আহ্বান করেছিলেন। একই সঙ্গে তাঁকে ওই স্কুল পরিচালনা করার অনুরোধ করেছিলেন। খান সাহেব তাতে রাজি না হওয়াতে উনাকে বলা হয় আপনি ওই সানাই-এর স্কুলের জন্য তৈরি হওয়া গ্রামে সব ধরনের সুবিধেই পাবেন। আপনার বাড়ি এবং অন্যান্য পরিবেশ একজন নিখুঁতভাবে ওখানে তৈরি করা হবে। ওস্তাদজী প্রিয় ছাছাত্রীদের কৌতুকের স্বরে বলেন, তোমরা কি বেনারসের গঙ্গাও বিশ্বানাথ মন্দিরকেও ওখানে প্রতিস্থাপন করতে পারবে?

বেনারস এবং বিসমিল্লাহ কাছে সাংস্কৃতিক পীঠস্থান বেনারস ছিল প্রাণের চেয়েও অধিক। আর সেই প্রিয় জায়গায় ওস্তাদজীর বাড়ির জানালা দিয়ে দেখা দু'টি দৃশ্য এক স্থির হয়ে ধ্বজা উঁচিয়ে দাঁড়ানো বিশ্বনাথ মন্দির। দুই দিনে ও রাতে শতরূপা গঙ্গা। যার অনেকটা মেজাজ ধরা আছে ওস্তাদকে নিয়ে গৌতম ঘোষের অপূর্ব তথ্যচিত্র 'মোনেন্টস উইথ দ্য মায়েস্ত্রোয়। তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন বেনারসের সঙ্গে। এই প্রসঙ্গে আরেক কাশীপুত্র ভারতরত্ব পণ্ডিত রবিশঙ্করের স্মৃতি। ১৯৬৬-এর শীতকালে কাশীর গঙ্গায় নৌকাবিহারে বেড়িয়েছেন রবিশঙ্কর, তাঁর সঙ্গী নগরীর পণ্ডিতকুল। একের পর এক ঘাট পেরিয়ে যাওয়া হচ্ছে, রবিশঙ্কর কাশীতে ওঁর ব্যাল্যস্মৃতির কথা বলছেন। একটু পর দশাশ্বমেধ ঘাটের সিঁড়িগুলোর দিকে চেয়ে রবিশঙ্কর বললেন, এইসব মন্দিরের গায়ে থাকেন বিসমিল্লাহ খান।

ভারত যেদিন স্বাধীনতার স্বাদ পেল, সেই দিন স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী জওরহলাল নেহরু'র আমন্ত্রণে ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে রাগ মঙ্গলধ্বনি রচনা করেছিলেন ওস্তাদ বিসমিল্লহ খান। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট লালকেল্লা থেকে সানাই-এর সেই রাগ মঙ্গধ্বনি বাজিয়েছিলেন তিনি। শিহরিত হয়েছিলেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। এমন ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন খান সাহেব। শুধু সঙ্গীত জগতেই নয়, সারা দেশের গর্ব তিনি। ভারতরত্ন সম্মানে উজ্জ্বল তাঁর প্রতিভা।

বিসমিল্লাহ খান বেনারশের গঙ্গা ও বিশ্বনাথ মন্দির পাবেন না বলে প্রচুর অর্থ প্রতিপত্তিকে হেলায় তুচ্ছ করে বেনারসের পুরনো বাড়িতেই উনার বৃহৎ পরিবার নিয়ে সারা জীবন থেকেছেন এবং একটি ছোট্ট ঘরে নিজের জীবন কাটিয়ে গেছেন। যে মানুষটির বাড়ি সংরক্ষণ করে ঐতিহ্যের

নিদর্শন গড়ে তোলার কথা ছিল, সে মানুষটির বাড়ি ভেঙে বহুতল ঝা চকচকে কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ২১ শে তাঁর ১৪ তম মৃত্যুবার্ষিকী দিবসের আগেই ১২ আগস্ট তাঁর বাড়ির একাংশ বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেললেন আত্মীয়রা। এমনকি যে ঘরে ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খান রেওয়াজ করতেন সেটিও এখন ধ্বংসস্তূপ পরিণত হয়েছে। সরকার নির্বিকার। বাড়ির একাংশ ভেঙে ফেলার পর ছবি, পুরিস্কারসহ তাঁর মহামূল্যবান জিনিসপত্রগুলোও ফেলে দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতা দিবসের দিন যে সানাই বাজিয়েছিলেন, যে সানাইকে তিনি আদর করে বেগম বলে ডাকতেন, যে সানাইয়ের সুরমুর্চ্ছনায় আপ্লুত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অগণিত গুণমুগ্ধ শ্রোতা, সেই সানাইও নাকি বাড়ি ভেঙে ফেলার সময় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এক নিমেয়ে ধূলিসাৎ হয়ে গেল ভারতরত্নের স্মৃতি আবেগ ও ঐতিহ্য।

এই কালজয়ী শিল্পীর জন্ম ১৯১৬ সালে। পূর্বপুরুষের বাস বিহার হলেও ১৯৩৬ সালে উত্তরপ্রদেশের বারানসীতে একটি বাড়ি কিনে সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন পিতা আলী বকস বিলায়ত। ১৯৬৩ সালে হাদহা সরাইয়ের ভিক্ষমশাহ লেনের ধারে এই বাড়িটি কিনেছিলেন বিসমিল্লাহ খান। বাড়িটি ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয় জায়গা। রোজ স্নান করে ওই বাড়ির দোতলায় তিনি প্রতিদিন রেওয়াজ করতেন। এই বাড়িতেই তিনি শান্তির খোঁজ পেতেন। বাড়িটার উপর আলাদা একটা আবেগ, মায়া জড়ানো ছিল বিসমিল্লাহ খানের। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজের রেওয়াজের ঘরটি ছেড়ে কোথাও যাননি তিনি। বারাণসীর হাদহা সরাইয়ের বাড়িটির দোতলার একটি ঘরই সঙ্গীত উপসানার জায়গা চিল ওস্তাদের। ওই ঘরটি শুধুমাত্র একটি ঘর ছিল না। সঙ্গীত অনুরাগীদের জন্য উপাসনার একটি পবিত্র স্থান ছিল। দেশের কাছে তাঁর অবদানের বিরাট এক ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। কিন্তু তাঁর অবদানের আজ এই করুণ পরিণতি। সানাইয়ের রাগে-অনুরাগে কত স্মৃত ও ইতিহাস যে বাড়িটিতে জমে রয়েছে তার খোঁজ কে নেবে।

২০০৬ সালে বিসমিল্লাহ মারা যাওয়ার পর তাঁর বাড়িটিতে সংগ্রহশালী গড়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাঁর গুণগ্রাহী ও ভক্তরা। ওস্তাদের স্মরণ একটি সংগ্রহশালা তৈরি করা হোক, তাতে প্রদর্শিত হোক বিসমিল্লাহর বিভিন্ন স্মারক এই ছিল দাবি। তাঁর স্মৃতিতেই বাড়িটি হেরিটেজের তকমা দেওয়া দাবিও করা হয়েছিল। অভিযোগ এতদিনে কেউই এ বিষয়ে এগিয়ে আসেননি। না রাজ্য সরকার, না কেন্দ্রীয় সরকার। তাঁর পালিত কন্যাও শিষ্যা সঙ্গীতশিল্পী সোমা ঘোষ আক্ষেপ করে জানান, 'বাবার স্মৃতি বিজড়িত ঘরটি কেবমাত্র একটা ঘর ছিল না, ওটা সঙ্গীতপ্রেমীদের উপসানার জায়গা ছিল। ওটা হেরিটেজ ছিল।

১৯৩৭ সালে কলকাতায় অল ইন্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সে সানাই বাজিয়ে বিসমিল্লাহ খান সানাইয়ের মতো একটি সাধারণ লোকবাদ্যযন্ত্রকে ভারতীয় সঙ্গীতের মূল মঞ্চে নিয়ে আসেন এবং বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেন। আজীবন শুধু সানাইয়ের সুরেই তিনি ইংল্যান্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, জাপন, ইরান সহ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেরই রাজধানি শহরে হৃদস্পন্দন জাগিয়েছিলেন। পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি দর্শক তাঁর ফুঁতেই হয়েছে ভক্ত কখনও মায়েস্ত্রো চয়েস দিয়ে শ্রোতার প্রাণে বিস্ময়ের ঢেউ তুলেছেন আবার কখনও লন্ডনের 'কুইন এলজিবেথ হল'-এ বুকভরা ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা কুড়িয়েছেন। সঙ্গীতের সূত্র ধরে তিনি শিল্পের মঞ্চ ভাগ করেছেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর থেকে ওস্তাদ জাকির হোসেন এমনকি অস্কার বিজয়ী পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গেও। সানাইয়ের মতো একটি সাধারণ যন্ত্রকে মার্গসঙ্গীতের স্তরে উন্নীতি করে পূর্ণ অবয়ব দেওয়ায় ওস্তাদ বিসমিল্লাহর অবদান সর্বজন স্বীকৃত।

সঙ্গীত জগতে তাঁর অবদানকে সেলাম জানিয়ে একে একে দেশের সর্বোচ্চ চার বেসামরিক পুরস্কারই (পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ ও ভারতরত্ব) প্রদান করেছে ভারত সরকার। ২০০৬-এ মৃত্যুর কিছু কাল আগে ভারতরত্ন। তাঁর মৃত্যুর দিনটিকে ভারত সরকার জাতীয় শোকদিবস ঘোষণা করেছিলেন। একুশটি গান স্যালিউঠের সঙ্গে ওঁর মরদেহকে কবর দেওয়া হয় পুরনো বারাণসীর ফতেমাইন গোরস্থানে একটি নিম গাছের নীচে। কবরে ওঁর সঙ্গী হয় ওঁর প্রিয় একটি সানাই। আলোর রোশনাইয়ে ভরা পৃথিবীতে তাঁর দান উজ্জ্বল হলেও আজ সকলের চোখের সামনে জলজ্যান্ত কবর দেওয়া হচ্ছে তাঁর অতি প্রিয় সাধের বাড়িটি।

রামমন্দির বা বাবরি মসজিদ নয় দেশ ও বিশ্বের দরবারে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ বিসমিল্লা খান, সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর, ওস্তাদ জাজিকর হোসেন, ওস্তাদ আলি আকবর, পণ্ডিত ভীমসেন যোসী, পণ্ডিত রবিশঙ্করদের জন্মভিটেগুলোই তো মন্দির, মসজিদ প্রধান দর্শনীয় জায়গা। ইনিই সেই বিসমিল্লা খান, যাঁর সানাই হিন্দু বাড়ির মাঙ্গলিক বিবাহ অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক পীঠস্থান বেনারস আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাংসদ এলাকাও বটে। মাননীয়র কাছে বিশ্বব্যাপী আপামর সংস্কৃতি প্রেমিক মানুষের আবেদন, অবিলম্বে সরকার বহু স্মৃতিধন্য ঐতিহ্যময় বাড়িটি যেখানে ভারতরত্ন বিসমিল্লাহ খান রেওয়াজ করতেন, যা ছিল তাঁর কাছে উপাসনা গৃহ, সেই বাড়িটিকে স্মারক হিসাবে সংরক্ষণে উদ্যোগী হোক। যারা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করে না, তাদের শুধু ইতিহাসই নয়, বর্তমানও ভুল।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

নিঃশব্দ বিপ্লবের নাম 'মেশিন লার্নিং'

স্বাগতম দাস শঙ্খশুভ্র মল্লিক

দুনিয়া বদলে দেওয়া বেশ কিছু বিপ্লব যেমন শুরু হয় খুব নাটকীয় কোনও ঘটনার মধ্য দিয়ে, তেমনই কিছু বিপ্লবের শুরুটা হয় খুব নিঃশব্দে, জনান্তিকে---কয়েকটা পাগলাটে মানুষের চিন্তার ফলশ্রুতিতে, যাঁদের আমরা চিনি বিজ্ঞানীর ৷অভিধায়। কম্পিউটার বিজানের জগতে এমনই এক নিঃ শব্দ বিপ্লবের সুত্রপাত হয়েছিল পাঁচের দশক থেকে। খুবই সরল একটা প্রশ্নকে সামনে রেখে কম্পিউটারকে কি শেখানো যায়? ঠিক যেমন মানবসন্তান শেখে শিক্ষকদের কাছে?

সহজ করে বললে, 'লার্নিং' বা 'শিক্ষণ' এমন একটা প্রক্রিয়া যেখানে পূর্ব অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোনও বিশেষ পরিস্থিতিতে নেওয়া যেতে পারে সঠিক সিদ্ধান্ত। মনে করা যাক, খুব ছোট বয়সে আমরা যখন মায়ের কোলে বসে রংচঙে ছবির বই দেখছি, আর মা একেকটা ছবিতে আঙুল দিয়ে বলে দিচ্ছেন, দেখা , এইটা হল কুকুর ওইটা বিড়াল ইত্যাদি। কয়েক দিন পর মায়ের হাতে ধরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে একটা ছোটখাটো প্রাণীকে পাশ দিয়ে লেজ নেড়ে চলে যেতে দেখে যখন উত্তেজিত গলায় বলছি 'মা, দেখো একটা কুকুর', তখন আদতে কী করলাম? মায়ের দেওয়া অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটা সিদ্ধান্ত নিলাম, রাস্তা দিয়ে চলে যাওয়া ওই প্রাণীটার প্রজাতি সম্বন্ধে। অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও বাড়ে। অভিজ্ঞতা আসে কখনও শিক্ষকদের থেকে, কখনও বই থেকে, কখনও বা আশেপাশের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও জীবন থেকে। তাহলে কি কম্পিউটারকেও একইভাবে চিনতে শেখানো যায় বিভিন্ন জিনিস, ছবি গলার আওয়জ এমনকী, ভাষাও C++ জাভা ইত্যাদি কিম্ভত ভাষার বদলে কি কম্পিউটারের সঙ্গে সত্যি কথা কিন্তু সাধারণভাবে যোগ বিয়োগ, গুণ বা ভাগের মতো সহজ গণিতিক নিয়মের বিত্তিতে তৈরি কম্পিউটার কি সত্যি 'বুদ্ধিমান' হতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরও একদিন হঠাৎ করে খু নাটকীয়ভাবে পাওয়া যায়নি। বিজ্ঞানের অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে যেমন হয়, এখানেও তেমনই বেশ কিছু গবেষকের দীর্ঘদিনের প্রয়াস ও পরিক্রমণের ফল হিসাবে উঠে এসেছে মেশিন লার্নিংয়ে ব্যবহৃত গাণিতিক মডেলগুলি। এই গবেষকদের মধ্যে যেমন ছিলেন আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী ফ্রাস্ক রোসেনব্লট, স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক বার্নার্ড ইউড্রো, বা মার্কিন গাণিতিক মনস্তত্ত্ববিদ ডেভিড রুমেলহার্ট, তেমনই ছিলেন, এবং এখনও সক্রিয়ভাবে আছেন বর্তমানে সম্ভবতঃ এক চিরতরুণ, জন্মসূত্রে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী--- জিওফ্রে এভারেস্ট হিন্টন। কম্পিউটার ও প্রযুক্তি সবচেয়ে সফল আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণা পরিকাঠামোর মোটামুটি বাইরে অবস্থান করেও কানাডা নিবাসী হিন্টন এবং তাঁর ছাত্র প্রতিম সহ-বিজ্ঞানীরা সৃষ্টি করেছেন মেশিন লার্নিংয়ের আধুনিক তম এবং প্রয়োগের দিক থেকে সবচেয়ে সফল অধ্যায়টি— ব্যাসের আদৌ কোনও গুরুত্ব নেই, একমাত্র বলের রংকে সংখ্যায় প্রকাশ করা গেলে তা দিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যসাধন হতে পারে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে সংখ্যায় প্রকাশযোগ্য প্রভেদকারী বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া সোজা না, হয়তো সম্ভবও না। এইখানেই মুশকিল আসান হয়ে দেখা দেখ 'ডিপ লার্নিং মডেল'। 'ডিপ' শব্দটির অর্থ গভীর। মানুষের গুরুমস্তিস্কের মধ্যে যেমন বহুস্তরীয় কঠোমোয় যুক্ত থাকে অজস্র স্নায়ুকোষ বা নিউরোন, ডিপ লার্নিংয়ের মূল গাণিতিক পরিকাঠামোটিও তেমনই বেশি কিছু (সংখ্যাটা যদিও মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের সংখ্যার তুলনায় নেহাতই শিশু, কয়েক লক্ষ মাত্র) কৃত্রিম নিউরোনকে বহুস্তরীয় বিন্যাসে সাজিয়ে নির্মিত হয়। এই কৃত্রিম নিউরোনগুলো আসলে সীমিত পরিসরের একেকটি গাণিতিক অপেক্ষক এবং এরাই পুরো মডেলটির গঠনগত একক হয়ে ওঠে। যত বেশি স্তর থাকে, তত বেশি গভীর হয় কৃত্রিম নিউরোনের এই আন্তর্জাল, আর ততই বাড়ে এর সেই ক্ষমতা, যা বিভিন্ন শ্রেণির বস্তুর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রভেদ করতে পারে এমন বৈশিষ্ট্যগুলোকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিনে নিতে পারে। সেইজন্যেই অনুপম রায়ের বহুশ্রুত গানের মতো এই 'গভীর কোণের ধারণা'। তারপর সেইসব রেখা আর কোণজুড়ে তৈরি হয় সকল আকার---যেমন বর্গক্ষেত্র, বৃত্ত ইত্যাদি। আরও পরে সরল আকারদের জুড়ে মানুষ চেনে বস্তু—বল, বাক্স ইত্যাদি। লেখুন ঠিক এই মডেলটিকেই বেছে নিলেন তাঁর কনতোলিউশনাল নিউরোন এর অনুপ্রেরণা হিসাবে। কনভোলিউশনাল নিউরোন কোনও ছবির ভিতর খুব ছোট্ট জায়গার স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের সারসংক্ষেপ করতে পারে। পরের স্তরের নিউরোনরা ভিসুয়াল কর্টেক্সের মতোই আগ্যের স্তরে নিষ্কাশিত সরল বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে গড়ে তোলে আরও সুক্ষ্ম এবং জটিলতার বৈশিষ্ট্য। শেষে থাকে হিন্টনের বহুস্তরীয় নিউরোনের আন্তর্জাল, যা শ্রেণিবিভাগের দায়িত্ব সামলায়। হিন্টনের সূত্র মেনেই শেখানো যায় লেকুনের গভীরতর কনভেলিউশনাল নেট মডেলকেও। উপরন্তু বস্তু থেকে প্রভেদকারী বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করার দায় আর থাকে না ব্যবহারকারীর। কনভেলিউশনাল নেট নিজেই সেসব সামলে দিতে পারে।

আটের দশকের শেষে প্রস্তাবিত লেকুনের কাজ যে সফটওয়্যারের দুনিয়াটাকে কতটা বদলে দেবে, তা জানতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরও দুই দশক। এর কারণ, এই ধরনের মডেলকে চালনা করতে যে বিপুল পরিমাণ অঙ্ক কষতে হয়, তা ছিল তখনকার কম্পিউটারের সাধ্যের অতীত। মোটামুটি ২০১২ সাল থেকে ডিপ লার্নিংয়ের গবেষণা বিপুল গতিলাভ করে এবং অভুতপূর্ব সাফল্যের মুখ দেখে। গুগইল আমাজন, মাইক্রোসফটের মতো পৃথিবীর তাবড় তাবড় সফটওয়ার কেন্দ্রিক কোম্পনি বিপুল বিনিয়োগ করতে থাকে এই বিষয়ে। ২০১৪ সালে আসে আরেক অভাবনীয় সাফল্য, যখন হিন্টন ও লেকুনের সহ বিজ্ঞানী যোশুয়া বেজিও, তাঁর ছাত্র গুজফেলো এবং অন্যান্য সহকর্মীর হাত ধরে তৈরি হল---'ডিপ জেনেরেটিভ অ্যাডভারসারিয়াল নেটওয়ার্ক বা সংক্ষেপে জি এ এন। এই ধরনের জেনারেটিভ নেটওয়ার্ক শুধু নমুনা দেখে ছবি বলা যায় নিজের মাতৃভাষাতেই?

এই প্রশ্নগুলোই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা কিছু গবেষকের রাতের খুম কেড়ে নিয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে। একটা জিনিস খুব পরিষ্কার ছিল, শুধু বিশুদ্ধ সংখ্যার কারবারি এই কম্পিউটারকে কিছু শেখাতে গেলে খুবই অক্ষমের মতো হলেও, অনুকরণ করতেই হবে প্রকৃতির তৈরি সেই সবচেয়ে আশ্চর্য প্যান্ডোরার বাক্সটিকে —মানবমস্তিষ্ক। কাজটা মোটেই সহজ ছিল না, বিশেষত আজ থেকে প্রায় ৭০ বছর আগে, কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের সেই প্রাগৈতিহাসিক পর্বে। কিন্তু সাবেক গবেষণার স্রোতের বিপরীতে একলা চলার ব্রতধারী কিছু বিজ্ঞানভিক্ষু মানুষ চালিয়ে গিয়েছিলেন চেষ্টা। আস্তে আস্তে ইলেকট্রনিক্সের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কম্পিউটারের গণনার ক্ষমতা অনেকটাই বেড়ে গেল। এতদিন যা শুনতে লাগত প্রায়-কল্পবিজ্ঞান, ফলিত গণিত ও স্ট্যাটিসটিক্সের কাঁধে ভর দিয়ে সেই বুদ্ধিমান কম্পিউটার হয়ে উঠল বাস্তব। এই কম্পিউটার হয়ে উঠল বাস্তব। এই কম্পিউটার শুধু বিরাট বিরাট গুণ ভাগই করতে পাবে না, একে একটা ছবি দেখালে, এ সেই ছবির নিচে বিষয়ানুগভাবে, লিখে দিতে পারে একটা উপযুক্ত ক্যাগশন, এক ভাষায় লেখা বাক্যকে অনুবাদ করে দিতে জানে অন্য ভাষায় ফুসফুসের 'এক্স রে' দেখে বাতলেদিতে পারে ক্যানসার হওয়া সম্ভাবনা কতটা এমনকী মানবশিশুর মতোই এঁকে ফেলতে পারে অর্থপূর্ণ ছবি বা সৃষ্টি করতে পারে সুর।

এভাবেই নিঃশব্দে যে প্রযুক্তি-বিপ্লবের শুরু হয়েছিল বহু আগে, তার হাত ধরে মোটামুটি ২০১০-এর শুরু থেকে আটিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং ডাটা সায়েন্স, এই কথাগুলো আর শুধু কম্পিউটার বিজ্ঞানের জগতে আটকে রইল না, অবাধে ঢুকে পড়ল আমাদের ড্রয়িং রুমে, পাড়ার চায়ের আড্ডায়, এমনকী ভোটের প্রচারেও। আজ সুইগিতে খাবার অর্ডার দিতে গিয়ে বা ফেসবুকে বন্ধুর ছবি ট্যাগ করতে গিয়ে বা উবার এ ট্যাক্সিচালকের গতিবিধি দেখতে গিয়ে, আমরাও জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে যে প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফেলি—তা আদতে 'মেশিন লার্নিং'। আজকের এই করোনা অতিমারীর আবহে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সংক্রমণের হার কত হতে পারে, তার আগাম বার্তা দিতে ও নিতে হয় সেই মেশিন লার্নিংয়েরই সাহায্য।

(সৌজন্যে - সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার উমাকান্ত ইংরেজী মাধ্যমে বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে ক্রীড়ামন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। ছবি- নিজস্ব।

ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি ছিল বঙ্গবন্ধুর নিজস্ব চিন্তার ফসল: শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ২৬।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার বলেছেন, ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবিসমূহ ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিজস্ব চিন্তার ফসল এবং ঐতিহাসিক এ বিষয় গঠনে অন্য কেউ জড়িত ছিল না, যা দেশকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল স্বাধীনতার দিকে।

তিনি বলেন, 'অনেকে ছয় দফা দাবি সম্পর্কে অনেক কিছু বলতে চান। কেউ কেউ বলেন যে, এটি অন্য কারও পরামর্শে হয়েছিল। কিন্তু আমি জানি যে এটি অবশ্যই তার (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান) নিজস্ব চিন্তাভাবনার ফসল ছিল।' ৭ জুনের ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পালনের জন্য আয়োজিত এক কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণকালে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি এই কর্মসূচিতে যোগ দেন।

দেশের এই ঐতিহাসিক দাবির পটভূমি স্মরণ করে তিনি বলেন, ১৯৫৮ সালে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং ১৯৬৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর তিনি মুক্তি পান। তখন রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। বঙ্গবন্ধু ঢাকার বাইরে যেতে পারেননি। এ সময় তিনি আলফা বীমা সংস্থায় যোগদান করেন। তাজউদ্দীন আহমদও ওই সময় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং মুক্তি পাওয়ার পরে তিনি তার কাজের জন্য নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় চলে যান। পরে বঙ্গবন্ধু নিজেই নারায়ণগঞ্জে গিয়ে তাজউদ্দীন আহমদকে ঢাকায় নিয়ে এসে আলফা বীমা সংস্থায় চাকরি দিয়েছিলেন, জানান শেখ হাসিনা। এছাড়া মোহাম্মদ হানিফকে বঙ্গবন্ধু আলফা বীমা সংস্থায় নিজের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন বলেও জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বঙ্গবন্ধু সব সময় চিন্তা করতেন, সেই চিন্তাভাবনাগুলো লিখে রাখতেন এবং ওই লেখাগুলো হানিফকে দিতেন টাইপ করার জন্য। এজন্য কেবল হানিফই এ (ছয় দফা দাবি) সম্পর্কে টাইপ জানতেন কারণ তিনি সেটি টাইপ করেছিলেন, অন্যথায় এটি সম্পর্কে কেউ জানতো না।'

তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর চিন্তাভাবনা থেকে এই ছয় দফা দাবি বের হয় ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার তিন সপ্তাহ ধরে চলা যুদ্ধের পর এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) তখন সম্পূর্ণরূপে প্রতিরাহীন হয়ে পড়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ছয় দফা দাবি ঘোষণার প্রেত বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতাদের গ্রেপ্তারের পরে বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মা) এই দাবিগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলন এবং এর প্রচারণা এগিয়ে নিতে মহান ভূমিকা পালন করেছিলেন।'বাংলাদেশের জন্য আমার মায়ের অবদানের কথা কল্পনাও করা যায় না। তিনি সবসময় জানতেন যে আমার বাবা কী চান এবং সে সম্পর্কে তিনি খুব সচেতন ছিলেন,' যোগ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা বন্ধ করে দেয়।১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যার বিষয়ে শেখ হাসিনা বলেন, এ হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে পরাজিত শক্তি দেশে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং তারা দেশের বিজয়কে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল।

'আমি মনে করি এমন কোনো সুযোগ এখন আর নেই। ইতিহাস তার নিজের পথে ভ্রমণ করে, কেউ তা মুছে ফেলতে পারে না এবং এটি আজ প্রতিষ্ঠিত,' যোগ করেন তিনি। জাতির পিতার দেখানো পথে অনুসরণ করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু এবং ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবির ওপর একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শিত হয়।

শিলচরের ঘুংঘুর জিপিতে পাঁচ বছরে কোটি টাকার কেলেঙ্কারির অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকপত্র

শিলচর (অসম), ২৬ আগস্ট (হি.স.) : কাছাড় জেলার শিলচর উন্নয়ন খণ্ডের অধীন ঘুংঘুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মনরেগার বিভিন্ন প্রকল্পে চলছে হরির লুট। উন্নয়নের নামে সরকারের বরাদ্দকৃত প্রকল্পগুলোর বিশাল রাশির অর্থ লুটে নেওয়া হচ্ছে। ফলে যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজকর্ম স্তব্ধ হয়ে পড়েছে শহর সংলগ্ন ঘুংঘুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার গ্রামগুলোতে। গত পাঁচ বছরে কমকরেও কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে।

বিস্ফোরক এই অভিযোগের স্বপক্ষে ছয়টি নির্দিষ্ট প্রকল্পের উল্লেখ করে উচ্চস্তরীয় তদন্তের জোরালো দাবিতে সরাসরি অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের উদ্দেশ্যে কাছাড়ের অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজীব রায়ের কাছে স্মারকপত্র প্রদান করেছে শিলচরের অগ্রণী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইয়ুথ অ্যাগেইনস্ট সোশাল এভিলস(ইয়াসি)। ইয়াসি তাদের স্মারকপত্রে উল্লেখ করেছে, ঘুংঘুর জিপি-র সভাপতি, সচিব, এক্রিডেটেড ইঞ্জিনিয়াররা মনরেগা স্কিমের সরকারি গাইডলাইন লঙ্ঘন করে দেদার লুণ্ঠন করেছেন বরাদ্দকৃত বিশাল রাশির অর্থ।

বিস্তৃত তথ্য তুলে ধরে ইয়াসি বলেছে, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ এবং ২১০৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত মনরেগার বিভিন্ন স্কিমে লাগামছাড়া দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছে। দু-একটি প্রকল্পের মাত্র ১০ শতাংশ কাজ করিয়ে বাকি টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। জনগণকে বলা হচ্ছে সরকার টাকা রিলিজ করছে না ইত্যাদি। এভাবে সরকারের ওপর দোষ চাপিয়ে দেদার গতিতে বরাদ্দকৃত টাকার ভাগ বাটোয়ারা করে নিচ্ছেন জিপি সভাপতি, সচিব ও সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়াররা, স্মারকপত্রে অভিযোগ করেছে ইয়াসি।

ইয়াসির সভাপতি সঞ্জীব রায় স্মারকপত্রে উল্লেখ করেছেন ছয়টি বিশেষ স্কিমের বিষয়ে। যেগুলোর কাজ না করিয়ে সম্পূর্ণ অর্থ লুট করা হয়েছে। স্কিগুলো যথাক্রমে ২০১৪-১৫ সালের মনরেগার অধীন বৈকুণ্ঠ লেনের সাব-লেন উন্নয়নে সিসি ব্লকের কাজ (স্কিমের কোড নম্বর ০৪২৩০১৭০০৫ /আরসি/১৪৪০৪৫), একইস্থানে একই নামের আতালবস্তিতে মনরেগার অপর একটি স্কিমের কোড ০৪২৩০১৭০০৫/ আরসি/ ১৫০৭৫৯, পাঁচঘরির মতসিন আলি লেনের সিসি ব্লকের ২০১৫-১৬ সালের মনরেগার কাজের কোড ০৪২৩০১৭০০৫/ আরসি/ ১৬৫২৯০, আতালবস্তি দাসপাড়ার রমেশচন্দ্র দাস লেনের সিসি ব্লকের কাজের কোড নম্বর ০৪২৩০১৭০০৫/ আরসি/ ১৬৬১৪৯, আতালবস্তির রামরতন গোয়ালা লেনের ২০১৫-১৬ সালের মনরেগার কাজের কোড নম্বর ০৪২৩০১৭০০৫/ আরসি/ ১৬৬১৬৯ এবং একই এলাকার জগদীশ গোয়ালা লেনের ইঅ্যান্ডডি থেকে মন্টু গোয়ালার বাড়ি পর্যন্ত মনরেগার সিসি ব্লকের কাজের কোড ০৪২৩০১৭০০৫/ আরসি/ ১৭২৫১০। ওই সব স্কিমের ন্যূনতম দশ শতাংশ কাজ করে গোটা প্রকল্পের টাকা হাপিস করে দেওয়া হয়েছে।

ঘুংঘুর জিপিতে সীমাহীন দুর্নীতির চিত্র তুলে সিএম স্পেশাল ভিজিল্যান্স সেলের মাধ্যমে তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে। অসমের মুখ্যমন্ত্রীর নেবো না দেবো না স্লোগান ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির প্রেক্ষিতে ঘুংঘুর জিপির বিপরীত চিত্রপট পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই সরকারের স্বচ্ছ নীতি বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য ঘুংঘুর জিপিতে গ্রামোন্নয়নের প্রকল্পগুলো নিয়ে সংঘটিত লাগামহীন দুর্নীতির উচ্চ পর্যায়ের নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি সংবলিত স্মারকপত্র প্রদানকালে জেলাশাসক কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন ইয়াসি-র সভাপতি সঞ্জীব রায়, কৃষ্ণ কংস বণিক, সাহাব উদ্দিন আহমদ, দিলীপ কুমার সিং, দীনেশ কাহার, সঞ্জয় দেব প্রমুখ। স্মারকপত্রের প্রতিলিপি শিলচরের সাংসদ রাজদীপ রায়, বিধায়ক দিলীপকুমার পাল, প্রাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেব, কাছাড় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, সিইও এবং শিলচর ডেভেলপমেন্ট অফিসারের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে।

বেনাপোল স্থলবন্দরে পরিচালক নেই ১০ মাস

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ২৬।। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ স্থলবন্দর বেনাপোলে গত ১০ মাস ধরে পরিচালক ছাড়াই চলছে কার্যক্রম। ফলে বন্দর পরিচালনায় দেখা দিয়েছে চরম অব্যবস্থাপনা।

বন্দরে কর্মরত একজন উপপরিচালককে দিয়ে চালানো হচ্ছে প্রশাসনিক কার্যক্রম। যেকোনো ব্যাপারে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে ঢাকার প্রধান কার্যালয়ের অনুমতি নিয়ে। ওখান থেকে দিকনির্দেশনা পাওয়ার পর বন্দরে শুরু হয় কার্যক্রম।

বেনাপোল বন্দরকে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপরে আওতায় আনার পর ১৯ বছরে ১৩ পরিচালক দায়িত্ব পালন করেছেন। আর ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব পালন করেছেন দুজন উপপরিচালক চার বার। উপসচিব মর্যাদার পরিচালকরা এখানে নিয়োগ পাওয়ার কয়েক মাস পরই বদলির তোড়জোড় করতে থাকেন। দায়িত্ব নেয়ার ৪ বা ৬ মাস কিংবা বছরখানেক পরই তদবির করে চলে যান ঢাকায়।

প্রতিবছর বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারত থেকে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার পণ্য আমদানি হয়, যা থেকে সরকারের প্রায় সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আসে। আর এ বন্দর দিয়ে প্রতি বছর প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা মূল্যের বাংলাদেশি পণ্য ভারতে রপ্তানি হয়। বেনাপোল দিয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রপ্তানি হয়েছিল চার লাখ এক হাজার ১৭৭ মেট্রিক টন পণ্য। করোনার মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে রপ্তানি হয়েছে তিন লাখ ৩৮ হাজার ৮২৯ মেট্রিক টন।

বেনাপোল সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মফিজুর রহমান সজন বলেন, 'প্রতিবছর এ বন্দর থেকে প্রায় সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আয় করে সরকার। কিন্তু এখানে দীর্ঘদিন ধরে অবকাঠামোর চিত্র বেহাল। পণ্য খালাসে বিলম্ব ও অর্থনৈতিক তির কারণে ব্যবসায়ীরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। এখানে যারা দায়িত্ব পালন করেন তাদের হাতে দাপ্তরিক মতাও কম। বন্দর কর্তৃপরে চেয়ারম্যানের নির্দেশ ছাড়া বেনাপোল বন্দরে কোনো কিছু কার্যকর করা সম্ভব হয় না।'

শীঘ্র শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত হবে, প্রতিশ্রুতি মন্ত্রী পীযূষের

শিলচর (অসম), ২৬ আগস্ট (হি.স.) : গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মতো শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যবস্থায় আরও গতি আনতে চিকিৎসকের দল নিয়ে তিনদিনের সফরে এখানে এসেছেন রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। সম্প্রতি শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দুর্বল তথা নিম্ন মানের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে ব্যাপক ঝড় উঠেছে। ধারণা করা হচ্ছে, এরই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার নির্দেশে পীযূষ হাজরিকা শিলচর সফরে এসেছেন।

এখানে এসে প্রতিমন্ত্রী পীযূষ জানান, শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও উন্নত করতে নতুন কী কী সংযোজন করা যেতে পারে, এ নিয়ে ময়দানে নেমে পড়েছে চিকিৎসকের দলটি। ইতিমধ্যে তাঁরা কলেজের অধ্যক্ষ সহ চিকিৎসকদের সাথে বৈঠক করে কোভিড ওয়ার্ডগুলিও পরিদর্শন করেছেন। আজ বুধবার শিলচরে কাছাড় জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও এক বৈঠকে মিলিত হন পীযূষ হাজরিকা। জেলাশাসক কীর্তি জল্লিকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর সরকারি কার্যালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত বৈঠকে পীযূষ হাজরিকা আরও বলেন, আইসিএমআর তথা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা অনুসারে রোগীদের শনাক্ত করতে হবে। গত দুই মাসে শতাধিক রোগীর মৃত্যু হয়েছে এবং এর মধ্যে ২২ জন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে হাসপাতালে এসেছেন। তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, কোভিডের লক্ষণ দেখামাত্র হাসপাতালে চিকিৎসা করানো উচিত। পাশাপাশি সাবধানতার অঙ্গ হিসেবে মাস্ক, সামাজিক দূরত্ব ইত্যাদি প্রটোকল মেনে চলতে হবে সবাইকে।

আক্ষেপ করে মন্ত্রী বলেন, করোনায় আক্রান্ত রোগীরা রোগ বেড়ে যাওয়ার পর হাসপাতালমুখি হন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, এই সংক্রমণটি ভয়ানক, একে সহজ বলে নেওয়া উচিত নয়। এজন্যই হয়তো কম বয়সিরাও মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছেন।

মন্ত্রী পীযূষ জানান, সময় মতো হাসপাতালে নিয়ে আসলে প্লাজমা সহ বিভিন্ন উপায়ে রোগীদের সুচিকিৎসা করা সম্ভব হয়। কোভিড রোগীদের শয্যার সংখ্যা শতাধিক রয়েছে। তবে আইসিইউ-এর সমস্যা রয়েছে, আরও অন্তত ১৪টি শয্যা সংখ্যা আগামী ১০/১২ দিনের মধ্যে যেভাবেই হোক বাড়ানো হবে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মন্ত্রী। পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির উপর অধিক গুরুত্ব দিতে সকলের প্রতি আবেদন রাখেন তিনি।

স্থানীয় সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের মতামত তথা পরামর্শ নিয়ে জেলায় কোভিড-১৯ অতিমারিতে আক্রান্তদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা এবং আইসিইউ ও কোভিডের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানান মন্ত্রী। জেলার কোভিড সংক্রান্ত পর্যালোচনা করেন জেলাশাসক কীর্তি জল্লি। সভায় বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে জেলা বিজেপি সভাপতি কৌশিক রাই বলেন, পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন বিভ্রান্তমূলক খবরে মানুষ আতঙ্কিত হচ্ছে। জেলাশাসকের কাজের প্রশংসা করে বলেন, তিনি শুধুমাত্র নির্দেশিকা জারি করেছেন, লকডাউন নয়। কাজেই বিভ্রান্তিমূলক খবর মানুষকে আতঙ্কিত করছে। তবে তিনি শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে একজন মহিলা রোগীর শারীরিক নিগ্রহ সংক্রান্ত খবরের উদ্ধৃতি দিয়ে ঘটনার পূর্ণ তদন্তের জন্য আবেদন জানান।

আজকের সভায় জেলা বিজেপি নেতা কণাদ পুরকায়স্থ, বিধায়কবর্গ দিলীপকুমার পাল, কিশোর নাথ, অমরচাঁদ জৈন, জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সচিব সীমান্ত ভট্টাচার্য সহ বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ তাঁদের বক্তব্য এবং মতামত তুলে ধরেছেন। সভায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত জেলাশাসকগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে বৈঠকের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি।

পঞ্জাবে ২৩ জন বিধায়ক ও মন্ত্রী করোনায় আক্রান্ত, শঙ্কিত মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিং

চণ্ডিগড়, ২৬ আগস্ট (হি. স.) : পঞ্জাবে এখনও পর্যন্ত ২৩ জন বিধায়ক ও মন্ত্রী করোনায় আক্রান্ত। যা নিয়ে অত্যন্ত শঙ্কিত ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিং। বুধবার স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী একথা জানান।

এদিন সোনিয়া গান্ধির আহ্বানে যে বৈঠক হয়েছে বিরোধী মুখ্যমন্ত্রীদের। সেই বৈঠকেই একথা জানান ক্যাপ্টেন সিং। তিনি জানান, করোনা যেভাবে সারা দেশকে গ্রাস করছে, তা অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। এই রাজ্যেই এই অবস্থা। সেই কারণেই এখন দেশজুড়ে নিট পরীক্ষা বাতিল করাই উচিত। তা না হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে বাধ্য।

এদিনের এই বৈঠকের পরে মুখ্যমন্ত্রী জি এবং নেটকে স্থগিত করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন দাখিলের জন্য অন্য বিরোধী দল শাসিত রাজ্যগুলিকে আবেদন করেছেন। তিনিও এরপরেই রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল অতুল নন্দকে এই নিয়ে সবদিক খতিয়ে দেখে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন দাখিল করতে বলেছেন। অমরিন্দর সিং এই বৈঠকে অন্য সব মুখ্যমন্ত্রীদের সুরে সুর মিলিয়ে বলেন, 'আসুন আমরা সবাই একত্রে সুপ্রিম কোর্টের পরীক্ষা স্থগিতের জন্য এগিয়ে যাই, তা না হলে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর জীবন প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে যাবে।' প্রসঙ্গত, বর্তমানে পঞ্জাবে করোনা সক্রিয় ১৪ হাজারের বেশি ব্যক্তি। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২৯,১০০ জন ব্যক্তি। করোনায় মারা গিয়েছেন ১,১৭৮ জন। অর্থাৎ সব মিলিয়ে পঞ্জাবে প্রায় ৪৬ হাজার মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এত কম সংখ্যায় এতজন মন্ত্রী ও বিধায়ক আক্রান্ত হয়েছেন। সেখানে মহারাষ্ট্র, দিল্লি, তামিলনাড়ু, কর্ণাটকের মতো রাজ্যের কী হাল তা মোটের উপর স্পষ্ট।

উমরাংসোতে ডালমিয়া সিমেন্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ৯ কোটি টাকা দাবি জঙ্গি গোষ্ঠী ডিএনএলএর

হাফলং (অসম), ২৬ আগস্ট (হি.স.) : করোনা ভাইরাস অতিমারির মধ্যেই ডিমা হাসাও জেলায় জঙ্গি কার্যকলাপ ফের বেড়ে চলছে। দীর্ঘদিন শান্তির পরিবেশ বিরাজ করলেও আবারও জঙ্গি উপদ্রুব মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। এমনই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ডিমা হাসাও জেলায়। বেশ কিছু দিন থেকে পাহাড়ি জেলায় আবার নতুন করে সক্রিয় হয়ে উঠেছে ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (ডিএনএলএ) নামের জঙ্গি সংগঠন। জেলার বিভিন্ন স্থানে ব্যবসায়ীদের কাছে অর্থ দাবি করছে এই জঙ্গি সংগঠন।

এবার শিল্পনগরী উমারংসোতে অবস্থিত ডালমিয়া সিমেন্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ৯ কোটি টাকা দাবি করেছে ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠন। হোয়াটসঅ্যাপ ও ফোনের মাধ্যমে এই মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেছে ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি। ইতিমধ্যে এ সংক্রান্ত উমরাংসো পুলিশ থানায় এক এজাহার দাখিল করেছেন ডালমিয়া সিমেন্ট কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে গত ২১ আগস্ট কালাচান্দ চান্দপুরনগরের বাসিন্দা বছর ২১-এর প্রভাত ডিব্রাগেডেকে তিনজনের দুষ্কৃতকারীর দল অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার ছয়দিন অতিক্রম হয়ে গেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত অপহৃত প্রভাতের কোনও সন্ধান বের করতে পারেনি পুলিশ। তবে মাইবাঙে এই অপহরণের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বলে সন্দেহ করে দুই যুবতী ও এক যুবককে আটক করে টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। তবুও প্রভাত ডিব্রাগেডের বিষয়ে মাইবাং পুলিশ এখনও কোনও তথ্য তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি।

ভারতে পাচারের সময়ে যশোরে ১১ মণ ইলিশ জব্দ

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ২৬।। ভারতে পাচারের সময়ে বাংলাদেশের যশোরের শার্শা উপজেলার গোগা সীমান্ত থেকে সাড়ে ১১ মণ ইলিশ মাছ জব্দ করেছে বিজিবি সদস্যরা। মঙ্গলবার রাতে মাছগুলো জব্দ করলেও বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে পাচারকারিরা পালিয়ে যায়। আটক ইলিশের আনুমানিক মূল্য ৪ লাখ ৬০ হাজার টাকা বলে বিজিবি জানিয়েছে।

২১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মঞ্জুর এলাহী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভারতে পাচারের সময় গোগা সীমান্ত এলাকা থেকে সাড়ে ১১ মণ ইলিশ মাছ জব্দ করা হয়। জব্দ মাছগুলো কর্তৃপরে অনুমতি নিয়ে গোগা গ্রামের একটি এতিম খানায় শিশুদের দেয়া হয়েছে।

করিমগঞ্জের রাধাপ্যারীতে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা, হত অসম পুলিশের জওয়ান, গুরুতর আহত মহিলা সহ তিন

পাথারকান্দি (অসম), ২৬ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দির রাধাপ্যা রীতে অসম-ত্রিপুরা ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে সংঘটিত ভয়ংকর এক সড়ক দুর্ঘটনায় অসম পুলিশের জনৈক জওয়ানের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। একই ঘটনায় এক মহিলা সহ তিনজন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। আহতদের শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। পাথারকান্দি থানার অন্তর্গত এরালিগুল ক্যাম্প থেকে টিআর ০৫ ডি ০৫৫৭ নম্বরের ইকো কার নিয়ে বাজারিছড়া থানাধীন মানিকবন্দ গ্রামে আত্মীয়ের বাড়ি যচ্ছিলেন অসম পুলিশের ১৫ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ান রঙেলাল চরাই (৪৫)। কিন্তু রাধাপ্যা রী বাজার সংলগ্ন বৈঠাখালবস্তিতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা টিআর ০১ ১৭৭০ নম্বরের একটি পণ্য বোঝাই লরির পাশ কাটতে গিয়ে সজোরে ধাক্কা লাগে যাত্রী বোঝাই ইকো কারের। ধাক্কায় কারটির অগ্রভাগ দুমড়ে-মুচড়ে রাস্তা থেকে পাশে গিয়ে পড়ে। দুই গাড়ির সংঘর্ষে সৃষ্ট বিকট শব্দ শুনে পার্শবর্তী স্থানীয় মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত কারের ভিতর থেকে হতাহতদের উদ্ধার করেন। ইত্যবসরে খবর পেয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক পর বাজারিছড়া থানার পুলিশ অকুস্থলে ছুটে গিয়ে হতাহতদের মাকুন্দা হাসপাতালে পাঠায়। মাকুন্দা হাসপাতালে জওয়ান রঙেলাল চরাই-কে মৃত বলে ঘোষণা করেন ডাক্তাররা। পাশাপাশি আহত বেনেডিক চরাই (৩৭), রিলহইনেমই চরাই (২৩) এবং কুমারঙ্গির চরাই (৩৩)-কে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে রেফার করা হয়। আহত দুজনের অবস্থা সংকটজনক বলে তাঁদের শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি নিহত রঙেলালের দেহ করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে রেখে দেওয়া হয়েছে ময়না তদন্তের জন্য। জানা গেছে, দুর্ঘটনায় হতাহত প্রত্যেকের বাড়ি করিমগঞ্জ জেলারই রাতাবাড়ির ছোট ভুবিরবন্দ গ্রামে।

সংক্রমণ রুখতে এবারের দুর্গাপুজোয় একাধিক বিধিনিষেধ আরোপ বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের

ঢাকা, ২৬ আগস্ট (হি. স.) : করোনাভাইরাসের প্রকোপের কারণে আসন্ন দুর্গাপুজোয় বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি। বুধবার পুজো কমিটিগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে প্রতিমা বিসর্জনে কোনও শোভাযাত্রা বের করা যাবে না। এছাড়াও পুজোমণ্ডপে দর্শনার্থী, ভক্ত ও পুরোহিত থেকে শুরু করে সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক পরতে হবে এবং সকল দর্শনার্থীকে কমপক্ষে ৩ ফুট শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।করোনা ভাইরাসের বেলাগাম সংক্রমণের ফলে হিন্দুদের অন্যতম প্রধান উৎ সব ঘিরে কিছুটা সংশয় দেখা দিয়েছিল। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর মহালয়া ও ২২ অক্টোবর থেকে দুর্গাপুজো শুরুর কথা। কিন্তু দেশে সর্বজনীন পুজোর ক্ষেত্রে প্রশাসন কতটা ছাড় দেবে তা এখনও নিশ্চিত নয়। তাই বেশ কিছু পুজো কমিটি ইতিমধ্যেই চলতি বছরে মণ্ডপেই অনাড়ম্বরভাবে পুজো আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।আসন্ন শারদ উৎসসব উপলক্ষে দেশের পুজো কমিটিগুলিকে ২৬ দফার এক নির্দেশিকা পাঠিয়েছে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি। সংগঠনের সভাপতি মিলন কান্তি দত্ত ও সাধারণ সম্পাদক নির্মল কুমার চট্টোপাধ্যায় স্বাক্ষরিত নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, মহালয়া অনুষ্ঠান স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত আকারে করতে হবে। প্রতিমা তৈরির শুরু থেকে পুজোর শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। মন্দির বা পুজোমণ্ডপে আগত দর্শনার্থীদের জীবাণুমুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে হবে। পাশাপাশি আতশবাজি ব্যবহার থেকে বিরত থাকারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য বছরের মতো এই বছরে আলোকসজ্জা, মেলার আয়োজন, আরতি প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাদ রাখতে বলা হয়েছে। পুজোর সময়ে বহু ভক্তই মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেন। বিশেষ করে অষ্টমী এবং সন্ধিপুজোর অঞ্জলির সময়ে মণ্ডপে ভিড় উপচে পড়ে। চলতি বছরে করোনার কথা মাথায় রেখে যাতে অঞ্জলি দেওয়ার ক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতি অনুসরণ করার উপরেও জোর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আসাম রাইফেলসের অভিযানে ৭০ লক্ষ টাকার নেশাদ্রব্য উদ্ধার মণিপুরে

ইমফল, ২৬ আগস্ট (হি.স.) : মণিপুরে আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা কেবল জঙ্গি বিরোধী অভিযানে নিয়োজিত নয়, পাশাপাশি তাঁরা সর্বনাশা ড্রাগসের বিরুদ্ধেও অভিযান অব্যাহত রেখেছেন। এ রকম এক অভিযান চালিয়ে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকার নেশার ট্যাবলেট ইয়াবা বাজেয়াপ্ত করেছেন আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা।

রাজ্য পুলিশের জনৈক পদস্থ আধিকারিক বুধবার এই খবর দিয়ে জানান, গতকাল মাও এলাকার কাছে আসাম রাইফেলসের মরম ব্যাটালিয়নের টহলকারী এক দল চলমান গাড়িতে তালাশি চালিয়ে দুই নেশা পাচারকারীকে আটক করে। তাদের হেফাজত থেকে কার্টুন ভরতি বহু সাবানের কেসে নেশার ট্যাবেলট ইয়াবা বাজেয়াপ্ত করা হয়। তবে ধৃত দুজনের নাম প্রকাশে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন পুলিশ আধিকারিকটি। জানান, ধৃত দুই নেশা দুই নেশা দ্রব্য পাচারকারীকে বমাল মাও থানায় সমঝে দিয়েছেন আসাম রাইফেলস কর্তৃপক্ষ।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

শুষ্ক ও ভঙ্গুর চুলের প্রাকৃতিক যত্ন

জেনে নিন প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে মলিন ও নির্জীব চুলের যত্ন নেওয়ার উপায়।

এই সময়ে চুলের স্পা, ট্রিম বা প্রোটিন প্যাক ইত্যাদির করানোর সুযোগ না থাকায় চুল অনেকক্ষেত্রেই হয়ে পড়ছে রুক্ষ ও ভঙ্গুর। ঘরে বসে প্রাকৃতিক উপাদানের সাহায্যে চুলের যত্ন নেওয়া সম্ভব।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে ঘরে বসে চুলের প্রাকৃতিক যত্ন নেওয়ার উপায় সম্পর্কে জানানো হল।

জলপাইয়ের তেল: চুলের আর্দতা ফিরিয়ে আনতে জলপাইয়ের তেল চমৎকার কাজ করে। ১/৪ কাপ জলপাইয়ের তেল নিয়ে চুল কয়েকভাগে ভাগ করে ব্যবহার করুন। তেল গরম না করেই চুলে ভাগ ভাগ করে তা লাগান। তেল দেওয়া শেষ হলে চুল 'শাওয়ার ক্যাপ' দিয়ে এক ঘন্টা পর্যন্ত ঢেকে রাখুন। এরপর কুসুম গরম পানি ব্যবহার করে চুল শ্যাম্পু করে নিন। নিয়মিত সপ্তাহে একবার ব্যবহারে চুলের নির্জীবভাব ও আগা ফাটার সমস্যা দূর হবে।

অ্যাপল সাইডার ভিনিগার: মলিন ও নির্জীব চুলের তাৎক্ষনিক যত্ন নিতে অ্যাপল সাইডার ভিনিগারের মাস্ক খুব ভালো কাজ করে। দুই চা-চামচ ভিনিগার, দুই চা-চামচ জলপাইয়ের তেল ও একটা ডিম একসঙ্গে মিশিয়ে মাস্ক তৈরি করে চুলে মাখুন। মাস্ক ব্যবহারের পর চুল শাওয়ার ক্যাপ বা প্লাস্টিকের কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখুন দুই ঘন্টা। এরপর শ্যাম্পু করে ফেলুন।

চা: চুল ঝলমলে করতে চা পাতা খুব ভালো কাজ করে। দুধ, চিনি ছাড়া চা পাতা ফুটান। ফুটানো চায়ের নির্যাস ঠাণ্ডা করে শ্যাম্পু করার পরে চুল ধোয়ার জন্য তা ব্যবহার করুন। এতে চুলের বর্ণ উজ্জ্বল হবে এবং প্রাণবন্ত লাগবে দেখেতে।

ডিম: ডিম প্রোটিন সমৃদ্ধ যা চুলে চমৎকার কাজ করে। এক টেবিল-চামচ শ্যাম্পুর সঙ্গে একটা ডিম মিশিয়ে চুলে ব্যবহার করুন। সর্বোচ্চ এক ঘন্টা রেখে কুসুম গরম পানি দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন। এতে চুল হবে উজ্জ্বল ও মাথার ত্বকের প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হবে।

ঘরে থাকলেও চুল ও ত্বকের ওপর প্রভাব পড়তে পারে

লকডাউনে ঘরে থাকা মানেই যে ত্বক ও চুলে বাড়তি কোনো পরিচর্যার প্রয়োজন নেই তা কিন্তু নয়।

ঘরে থাকলেও ত্বক ও চুল সুস্থ রাখতে সঠিক যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতের আহমেদাবাদের ত্বক বিশেষক ডা. মিতা দেশাই বলেন, "ত্বকে সূর্যালোক কম লাগা মানে হল ভিটামিন ডি'র ঘাটতি। ভিটামিন ডি'র অভাবে ত্বকে ব্রণ, একনি, নখ ফাটা, চুল পড়া, অপরিষ্কার ত্বক, জ্বলুনি, ঘুম ও মানসিক শান্তির অভাব ইত্যাদি দেখা দেয়। ভিটামিন ডি'র অভাবে ত্বকের সমস্যা যেমন সিরোসিস আরও মারাত্মক রূপ নিতে পারে।"

শরীর সুস্থ রাখতে সূর্যের আলো থেকে সরাসরি পাওয়া ভিটামিন ডি কার্যকর।

ডা. দেশাই বলেন, "ঘরে থেকে পাওয়া সূর্যের আলো পর্যাপ্ত নয় কারণ গরম থেকে বাচঁতে ঘরে শীতাতপের ব্যবস্থা করা হয়, তাই ভিটামিন ডি পেতে ১০ থেকে ১৫ মিনিটের জন্য জানালা বা বারান্দার পাশে দাঁড়ানোর অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন।"

ভিটামিন ডি'য়ের চাহিদা মিটাতে খাবারে মাশরুম, চর্বি যুক্ত মাছ- যেমন টুনা, ডিমের কুসুম, পনির, ফলের রস, দুধের তৈরি খাবার, সয়া দুধ ইত্যাদি যোগ করা যেতে পারে।

লকডাউনে থাকা অবস্থাতেও ঘরে বসে ত্বকের যত্ন নেওয়া উচিত। কারণ অনেক সময় বাইরের চেয়েও ঘরের বাতাস বেশি দূষিত থাকে বলে মনে করেন ডা. দেশাই। তাই এই সময়ে রূপচর্চা করার পরামর্শ দেন তিনি।

তার মতে, "যারা এইসময় কোনো রকম মেইকআপ ব্যবহার করছেন না তারাই সবচেয়ে ভালো কাজ করছেন। তাই বলে ত্বকের যত্ন নেওয়া ছেড়ে দেওয়া যাবেনা।"

"নিয়মিত ত্বক পরিষ্কার করা ও আর্দ রাখার কথা মনে রাখতে হবে। ত্বকের সমস্যা দূর করতে রেটিনল, হাইড্রোক্সি অ্যাসিড এবং নাইট ক্রিম ব্যবহার করুন। প্রয়োজনে খাওয়ার ভিটামিন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গ্রহণ করুন এতে ত্বক ও চুল ভালো থাকবে।"

ফ্যাশন ও বিউটি ব্লগার ধ্বনি বাজাজ গরমে লকডাউন থাকা অবস্থায় ত্বকের যত্ন নেওয়ার কিছু উপায় সম্পর্কে জানান।

- মধু ত্বক টানটান করে ও আর্দ রাখে।
- চিনি ত্বক এক্সফলিয়েট করে।
- লেবু ত্বকের বিষাক্ত উপাদান দূর করে

লক ডাউনে চুলের যত্ন

ঘরে থাকলেও ঘাম ও মৃত কোষ সৃষ্টি হয়। তাই চুল পরিষ্কার রাখতে সপ্তাহে দুএকবার শ্যাম্পু করা উচিত। প্রতিদিন বা ঘন ঘন শ্যাম্পু করতে চাইলে মৃদু শ্যাম্পু ব্যবহার করুন, এতে মাথার ত্বক শুষ্ক হবে না।

চুল ও মাথার ত্বক আর্দ রাখার চেষ্টা করতে হবে। চুল কন্ডিশন করা বাদ দেওয়া যাবেনা। চুলের যত্নে প্যাক ও তেল মালিশ উপকারী। প্রাকৃতিক উপাদান যেমন- জলপাইয়ের তেল, অ্যালো ভেরা ইত্যাদি ব্যবহার করে চুলের যত্ন নিন।

কোন রকম প্রসাধনী ও যন্ত্রপাতি ছাড়া প্রাকৃতিকভাবেই চুল শুকানোর চেষ্টা করতে হবে। এতে আগা ফাটা ও ক্ষতি হওয়ার সমস্যা কমে যায়। চুল খোলা না রেখে বরং হালকা করে বেঁধে ঘুমান।

লকডাউনের সময় সুস্থ থাকতে ডাক্তার দেশাইয়ের দেওয়া আরও কয়েকটি পরামর্শ হল:

- যোগ ব্যায়াম, ধ্যান না গান শুনে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।
- ভাজা পোড়া খাদ্যাভ্যাস বাদ দিয়ে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।
- অ্যাল্কোহল থেকে বিরত থাকতে হবে।
- সারাদিন পর্যাপ্ত পানি পান করুন এবং আর্দ থাকুন।
- কর্মব্যস্ত থাকুন। প্রয়োজনে নানা ধরনের ভিডিও থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া যেতে পারে।
- পর্যাপ্ত ও নিরবিচ্ছিন্ন ঘুম নিশ্চিত করুন।
- যতটা সম্ভব মুখ কম স্পর্শ করুন। এতে কেবল করোনাভাইরাস থেকে নয় বরং ব্রণ থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে।

'অ্যান্টি এইজিং' প্রসাধনী ব্যবহারের উপযুক্ত সময়

সময় গেলে সাধন হবে না। তাই সময় থাকতেই সাধনা করলে বয়স্কভাব দেরিতে আসতে পারে।

আর এজন্য স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও সুস্থ জীবনযাপনের পাশাপাশি 'অ্যান্টি এইজিং' বা বয়স্ক প্রতিরোধক প্রসাধনীর ব্যবহার উপযুক্ত সময় থেকেই শুরু করা ভালো।

সাজসজ্জা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে এই বিষয়ের ওপর প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়, বয়স পঁচিশ ছুঁই ছুঁই হলেই ত্বক পরিচর্যার রুটিনে খানিকটা পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

কৈশোরের ছোটখাটো ব্রণের সমস্যা ছাড়া ত্বকে আর কোনো রকমের সমস্যা দেখা দেয় না। এই বয়সে ত্বক সবচেয়ে বেশি সুস্থ থাকে। অনেকে বিশের পর থেকে অ্যান্টি এইজিং ক্রিম ব্যবহার করা শুরু করলেও পঁচিশ বছর এই ক্রিম ব্যবহারের উপযুক্ত সময়।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বকে পরিবর্তন আসতে থাকে। সময় থাকতে 'অ্যান্টি এইজিং' ক্রিম ব্যবহারে তা দীর্ঘ মেয়াদে ত্বক ভালো রাখে।

'অ্যান্টি এইজিং' প্রসাধনী কেবল বলিরেখা দূর করে না বরং ত্বকে বয়সের ছাপ দূর করে। রোদ, আবহাওয়া ও দূষণের ত্বকের ক্ষতি করে এবং এই ক্ষয় দূর করতে 'অ্যান্টি এইজিং' প্রসাধনী সহায়তা করে।

ত্বকের ধরন অনুযায়ী পণ্য ব্যবহার করা উচিত। চাইলে ত্বক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন।

বার বার ধোয়ার কারণে হাত শুষ্ক হলে

অতিরিক্ত ধোয়ার কারণে শুষ্ক হওয়া হাত আর্দ রাখার জন্য রয়েছে প্রাকৃতিক উপাদান।

করোনাভাইরাসের তাণ্ডব মোকাবেলায় ঘরে থাকা আর হাত ধোয়া ছাড়া আর কোনো হাতিয়ার আমাদের এখন পর্যন্ত নেই। বার বার হাত ধোয়ার কারণে হাত শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে অ্যালকোহলযুক্ত স্যানিটাইজার ব্যবহার করলে এই শুষ্কতা আরও বাড়ছে।

অনেকের আবার অতিরিক্ত স্যানিটাইজার ব্যবহারের কারণে হাতের চামড়াও উঠছে। তাই বলে হাত পরিষ্কার রাখা তো আর বন্ধ রাখা যাবে না।

তাই স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল এমন পরিস্থিতিতে হাতের ত্বকের যত্ন নেওয়ার উপায়।

অ্যালো ভেরা: ত্বককে প্রশান্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকে অ্যালোভেরাতে। এছাড়াও এতে থাকে ব্যাক্টেরিয়ানাশক ও প্রদাহনাশক গুণাবলীও। বাজারে আজকাল বেশ সহজলভ্য অ্যালো ভেরা, আবার বাসাতেও সহজেই অ্যালে ভেরার গাছ লাগিয়ে ফেলতে পারেন। প্রাকৃতিক এবং নিরাপদ ময়েশ্চারাইজার হিসেবে অ্যালোভেরার জুড়ি মেলা ভার।

পেট্রোলিয়াম জেলি: এই খনিজ উপাদানটি ময়েশ্চাইজার হিসেবে আমরা ব্যবহার করে আসছি বহু বছর ধরে। এটি ত্বকের ওপর তৈরি করে সুরক্ষা কবচ, ধরে রাখে তার জৈবিক তেল।

সূর্যমুখীর তেল: বিশেষজ্ঞদের মতে

এই তেল ময়েশ্চারাইজার হিসেবে ব্যবহার করলে ত্বকের স্বাভাবিক আর্দতা ধরে রাখার পদ্ধতি জোরদার হয়।ওটস: গোসলের পানিতে যেকোনো ধরনের ওটস মিশিয়ে নিয়ে তা ত্বকের ক্ষয়পূরণ করতে সাহায্য করে। এছাড়াও জলপাইয়ের তেলের সঙ্গে ওটস মিশিয়ে ত্বকের প্রয়োগ করলেও উপকার পাওয়া যায়।

গ্লাভস: ঘরের কাজ নিজে করাই ভালো। গৃহস্থালী বিভিন্ন কাজে যথেষ্ট মাত্রায় শরীরচর্চা হয়। তবে পানি নিয়ে যেকোনো কাজ করার সময় রাবারের গ্লাভস ব্যবহার করলে হাতের শুষ্কতা কমবে। কারণ লম্বাসময় পানিতে হাত ভেজা থাকলে ত্বকের জৈবিক তেল ধুয়ে যায়।

লেবুর রস: শুষ্ক ত্বকের সমাধানে লেবুও বেশ কার্যকর। এর রসে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম থাকে যা ত্বকের ক্ষয়পূরণ করে। ত্বকের শুষ্কতার কারণে যে বলিরেখা দেখা দেয় সেটা দূর করতে লেবুর রস অত্যন্ত উপকারী।

নারিকেল তেল: ময়েশ্চারাইজার হিসেবে নারিকেল তেল যেমন নিরাপদ, তেমনি পেট্রোলিয়াম জেলির মতোই কার্যকর। এর নিয়মিত ব্যবহারে ত্বকের আর্দতা বাড়ে, সেই সঙ্গে বাড়ে ত্বকের উপরিভাগের 'লিপিড ফ্যাট'য়ের মাত্রাও। নারিকেল তেলে থাকে 'স্যাচুরেইটেড ফ্যাটি অ্যাসিড' যা শুষ্ক ত্বকের ক্ষয়পূরণ করে ত্বককে মসৃণ করে তোলে।

মধু: ত্বক আর্দ রাখার পাশাপাশি প্রদাহ দূর করতে সাহায্য করে মধু। ত্বকের যত্নে একটি আদর্শ উপাদান এটি। মধু সরাসরি ত্বকের প্রয়োগ করতে পারেন নিশ্চিন্তে।

বয়সের ছাপ দূর করার উপাদান

বলিরেখা ও বয়স্কভাব কমানোর উপাদান রয়েছে রান্নাঘরেই।

বার্ধক্যের ছাপ প্রথমেই পড়ে মুখে। দেখা দেয় বলিরেখা। প্রাকৃতিক উপাদানের সাহায্যে বয়সের এই ধরণের ছাপ ধীর করা যায়।

ত্বক-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে বয়সের ছাপ ধীর করার কয়েকটি পন্থা এখানে দেওয়া হল।

ডিম ও লেবুর রস: বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ত্বক ঝুলে যাওয়া ও দাগ পড়ার সমস্যা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে ডিম ও লেবুর প্যাক খুব ভালো কাজ করে।

একটা ডিম ভেঙে তার সাদা অংশ ও লেবুর রস মিশিয়ে প্যাক তৈরি করুন। তুলার বলের সাহায্যে প্যাকটা ত্বকে মেখে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। শুকিয়ে এলে পরিষ্কার পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। ডিমে থাকা প্রোটিন ত্বকে টানটান ভাব আনে এবং লেবুর রস ত্বকের দাগ, ছোপ কমাতে সহায়তা করে।

চিনি ও মধু: চিনি প্রাকৃতিক এক্সফলিয়েটর হিসেবে কাজ করে। মৃত ও শুষ্ক কোষ দূর করে।

এক টেবিল-চামচ চিনির সঙ্গে এক টেবিল-চামচ মধু মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে আলতোভাবে মুখে ব্যবহার করুন। ১০ মিনিট অপেক্ষা করে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। চিনি মৃত কোষ দূর করে এবং মধু লোমকূপের ময়লা দূর করতে সাহায্য করে।

চা ও আদা: চা বয়সের ছাপ ধীর করে। চা পানিতে ফুটিয়ে নিন। এতে কোনো রকম দুধ বা চিনি যোগ করবেন না। তারপর আদার রস বা নির্যাস যোগ করুন। চা ঠাণ্ডা হয়ে এলে তুলার বলের সাহায্যে তা মুখে ব্যবহার করুন। ১৫-২০ সেকেন্ড অপেক্ষা করে মুখ ধুয়ে নিন। এই প্যাক ত্বক উজ্জ্বল করে এবং বয়সের ছাপ দূর করে।

কলা ও জলপাইয়ের তেল: যারা বলিরেখা থেকে বাঁচতে চান তাদের জন্য এই প্যাক ভালো। একটা কলা চটকে এতে এক চা-চামচ জলপাইয়ের তেল মেশান।

প্যাকটটি মুখে মেখে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন।

কলা পটাশিয়াম, জিঙ্ক, ভিটামিন এ, বি, সি এবং ই সমৃদ্ধ যা ত্বকের বলিরেখা দূর করতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, জলপাইয়ের তেল প্রাকৃতিকভাবে আর্দ রাখে ত্বক।

আঙ্গুর ও গোলাপজল: এই প্যাক তৈরি করতে কয়েকটি আঙ্গুর রস করে নিন এবং এতে কয়েক ফেঁটা গোলাপ জল মিশিয়ে প্যাক তৈরি করুন।

আঙ্গুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ এবং ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা ফেরাতে সাহায্য করে। গোলাপ জল ত্বক ঠাণ্ডা রাখে এবং মুখের বাড়তি তেল দূর করতে সহায়তা করে।

রঙিন চুলের যত্ন নিতে

পার্লার যেহেতু বন্ধ তাই নিজের চুলের যত্ন নিতে হবে নিজেকেই।

রূপচর্চাবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে জানানো হল উপায়গুলো সম্পর্কে।

চুল রং করলে এর স্বাভাবিক গঠনে পরিবর্তন আসে। ফলে অধিকাংশেরই চুল হয়ে যায় রুক্ষ, ভঙ্গুর, শুষ্ক। চুলে রাসায়নিক রং প্রয়োগের সময় অনেকেই কিছু ভুল করেন। যেমন- চুলের সঙ্গে মানানসই প্রসাধনী বেছে ব্যবহার না করা, রং করার পর চুলের প্রয়োজনীয় যত্ন না নেওয়া।

রঙিন চুলের সঠিক যত্ন নিতে নিচের উপায়গুলো অনুসরণ করতে পারেন।

- রঙিন চুলে ব্যবহার করতে হবে 'সালফেট'মু শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার, এতে চুলের ক্ষতি কমবে।
- চুলে শ্যাম্পু করার সময় কুসুম গরম পানি ব্যবহার করতে হবে। আর কন্ডিশনার ব্যবহারের পর চুল ধুতে হবে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে।
- সেরাম থাকলে তা প্রতিবার চুল পরিষ্কার করার সময় ব্যবহার করতে হবে। শ্যাম্পু করার পর এটি চুলে পুষ্টি যোগায়, সঙ্গে চুলের রং ধরে রাখতেও সহায়তা করে।
- তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে চুল সুন্দর করে এমন পণ্য নিয়মিত ব্যবহার করলে চুলের ক্ষতি হয়। তাই এগুলো যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে। তাপের কারণে চুলের রং নষ্ট হয়, চুল তার আর্দতা হারায়, শুষ্ক ও ভঙ্গুর হয়।
- চুলের জন্য মানানসই শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার খুঁজে বের করতে হবে। এমন পণ্য বাছাই করুন যা চুলের রং স্থায়ী করতে সাহায্য করে।
- চুলে চিরুণি কিংবা ব্রাশ চালানোর সময় সাবধান থাকতে হবে যাতে তা ভেঙে না যায়। চুল বাঁধতে স্পাইরাল হেয়ার টাই কিংবা কাপড়ের ব্যান্ড ব্যবহার করা উচিত যাতে চুল ছিঁড়ে যাওয়া থেকে কিছুটা সুরক্ষা পায়।

বুধবার রাধাষ্টমী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জায়া। ছবি- নিজস্ব।

অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ কোভিড-১৯ পজিটিভ, শীঘ্র আরোগ্য কামনা সর্বানন্দ ও হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ২৬ আগস্ট (হি. স.) : কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা প্রায় বছর ৯০-এর তরুণ গগৈয়ের শরীরে। তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এবং রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

নিজের টুইটার হ্যান্ডেল তিনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বলে খবর দিয়েছেন খোদ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গগৈ। টুইটে তিনি লিখেছেন, 'গতকাল আমার শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। গত কয়েকদিনে আমার সংস্পর্শে যে বা যাঁরা এসেছে তাঁদের শীঘ্র করোনার পরীক্ষা করা উচিত।' তবে এই মুহূর্তে তাঁর শরীরে জ্বরের উপসর্গ নেই। তাই ডাক্তারদের পরামর্শে তিনি হোম আইসোলেশনে রয়েছেন বলে জানা গেছে।

এদিকে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় শর্মা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গগৈয়ের শীঘ্র আরোগ্য কামনা করেছেন। তাঁর টুইটে তিনি এই কামনা করে শীর্ষ নেতার সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসার জন্য অভিজ্ঞ ডাক্তার নিয়োগের কথাও জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত গত চারদিন ধরে জ্বরের উপসর্গে ভুগছিলেন তরুণ। এই কযদিন অবশ্য কোনও দলীয় কার্যসূচি বা সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এর আগে কয়েকদিন আসন্ন ২০২১ সালে অনুষ্ঠেয় রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন এলাক সফর করেছেন। সেই সময়কালে কোনও করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

অতি সম্প্রতি দলীয় নেত্রী তথা বিধায়ক অজন্তা নেওগের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন। গতকাল অজন্তা নেওগের দেহে কোভিড-১৯-এর ফলাফল পজিটিভ আসায় তরুণ গগৈ সন্দেহবশত টেস্ট করিয়েছিলেন। ওই টেস্টের রেজাল্ট রাতে আসে পজিটিভ। তবে তরুণ গগৈয়ের কোভিড পজিটিভ আসলেও তাঁর পত্নী ডলি গগৈয়ের ফলাফল নেগেটিভ এসেছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গতকাল মঙ্গলবার গোলাঘাটের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী কংগ্রেসের অজন্তা নেওগ এবং পশ্চিম গুয়াহাটির বিধায়ক তথা রাজ্যের শরিকদল অগপর রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতার শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছিল। তাঁদের গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

করোনা থেকে পড়ুয়াদের সুরক্ষাই কেন্দ্রের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বের বিষয়, দাবি শিক্ষামন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (হি. স.) : করোনা কালে স্কুল-কলেজ সহ দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কবে খুলবে তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। অবশেষে এই বিষয়ে মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পখরিয়াল নিশাঙ্ক। পড়ুয়াদের সুরক্ষার নিশ্চয়তার বিষয়ে আশ্বস্ত হওয়ার পরই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্রীয় সরকার বলে জানিয়েছেন তিনি। চলতি বছরের মার্চ মাস থেকে করোনা আতঙ্কের জেরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে।

এ বিষয়ে অভিভাবক, পড়ুয়া এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মনে আশঙ্কার মেঘ জমতে শুরু করেছে।আর কতদিন এইভাবে চলবে তা নিয়ে চিন্তিত সমাজের সিংহভাগ অংশ। এই প্রসঙ্গে সকলকে আশ্বস্ত করে এবং সমস্ত জল্পনার ওপর জল ঢেলে দিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পখরিয়াল নিশাঙ্ক জানিয়েছেন কেন্দ্রের কাছে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা হচ্ছে সর্বাগ্রে গুরুত্ব। তারপর শিক্ষা। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে ক্রমাগত আলোচনা চলছে। তাদের পরামর্শ মেনেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। পাশাপাশি করোনা পরিস্থিতির ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। উল্লেখ করা যেতে পারে সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে আনলক পর্ব চার।ফলে স্কুলে-কলেজে এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এমন কি জুন মাসে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার ব্যাপারে একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

২৯ আগস্ট বিহারে দলীয় সাংসদদের নিয়ে বৈঠকে বসবেন জগত প্রকাশ

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (হি. স.) : চলতি বছরের শেষের দিকে বিহারে বিধানসভা নির্বাচন। ফলে প্রস্তুতিতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। দলীয় বিধায়ক এবং তৃণমূল স্তরে থাকা কর্মকর্তাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করে চলেছে বিজেপি নেতারা। এমন পরিস্থিতিতে আগামী ২৯ আগস্ট বিহারে দলীয় সাংসদদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বৈঠকে বসবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এই বৈঠক খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। রাজ্যে দলের সাংগঠনিক ভিত্তি এবং কর্মকাণ্ড নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। উপস্থিত থাকবেন বিহারের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা ভূপেন্দ্র যাদব। ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে এই বৈঠকে যোগ দেবেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিশ।প্রসঙ্গত আগামী ২৯ নভেম্বর মেয়াদ শেষ হচ্ছে নীতিশ সরকারের। ফলে আশা প্রকাশ করা হচ্ছে চলতি বছরের শেষের দিকে নির্বাচন হবে বিহারে।এর আগে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে জগৎ প্রকাশ নাড্ডা জানিয়েছিলেন বিহারে বিজেপি জেডিইউ, লোক জনশক্তি পার্টির সঙ্গে জোট করে নির্বাচনে লড়বে।

কোমাচ্ছন্ন প্রণব ভেন্টিলেটরেই, ফুসফুস সংক্রমণের চিকিৎসা হয়েছে

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (হি.স.): প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থায় কোনও পরিবর্তনই নেই। কোমাচ্ছন্ন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এখনও ভেন্টিলেটর সাপোর্টেই রয়েছেন, এরইমধ্যে ফুসফুস সংক্রমণের চিকিৎসা হয়েছে। বুধবার সকালে দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের আর্মি রিসার্চ এন্ড রেফারেল হাসপাতালে পক্ষ থেকে মেডিক্যাল বুলেটিনে জানানো হয়েছে, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ফুসফুসের সংক্রমণের চিকিৎসা হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে তাঁর রেনাল প্যারামিটার কিছুটা ডিরেঞ্জড রয়েছে। শারীরিক অবস্থা একইরকম। তিনি গভীর কোমায় রয়েছেন। আর্মি হাসপাতালের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, প্রণবের গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি স্থিতিশীল রয়েছে এবং তিনি ভেন্টিলেটরেই রয়েছেন। গত ৯ আগস্ট রাতে দিল্লির বাসভবনে পড়ে যাওয়ার পরে প্রণবকে সেনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তাঁর প্রাণ বাঁচাতে অস্ত্রোপচার করে মস্তিষ্কে জমাট বাঁধা রক্ত বার করতে হয়। সে সময়েই শারীরিক পরীক্ষা করতে গিয়ে তাঁর শরীরে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি মেলে। তারপর থেকেই প্রণবের শারীরিক অবস্থায় কোনও উন্নতি হয়নি।

৮ বেড়ে পুদুচেরিতে মৃত্যু ১৮০ জনের, রাজ্যজুড়ে করোনা-সংক্রমিত ১১,৯৩০

পুদুচেরি, ২৬ আগস্ট (হি.স.): পুদুচেরিতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল আরও ৮ জনের। এছাড়াও এক ধাক্কায় রাজ্যে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৫১১ জন। ফলে পুদুচেরিতে করোনায় মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৮০ এবং ১১,৯৩০। ১১ হাজার ৯৩০ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৭,৪৮৬ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

পুদুচেরির স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল দশটা

ছয়ের পাতায়

২০২৫ সালের মধ্যে ভারত থেকে যক্ষ্মা নির্মূল করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে : হর্ষবর্ধন

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (হি. স.): কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণমন্ত্রী ড় হর্ষবর্ধন বুধবার জানিয়েছেন ২০২৫ সালের মধ্যে ভারত থেকে যক্ষ্মা নির্মূল করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে রাজ্য সরকারগুলির তরফ থেকেও সহযোগিতা প্রয়োজন। দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য আয়ুষ্মান ভারত, ইট রাইট, ফিট ইন্ডিয়া, হেলথ ফর অল, টেলিমেডিসিনের মতন প্রকল্প শুরু করা হয়েছে। রাজস্থান ভেলবাদ এবং ভরতপুরে মেডিকেল কলেজ ভবন। এছাড়াও বিকানির, উদয়পুর এবং কোটা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সুপার স্পেশালিটি ভবনের ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে উদ্বোধন করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের পিছিয়ে পড়া জেলাগুলিতে ৭৫টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল খোলার পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে রাজ্যগুলির মধ্যে সবার আগে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল রাজস্থান। তাই এই রাজ্যে ১৫ টি মেডিকেল কলেজ খোলা হবে। রাজস্থানে যে করোনা চিকিৎসা ভালোভাবে হচ্ছে তারা উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী অশ্বিনী কুমার চৌবে জানিয়েছেন, গোটা দেশজুড়ে ১৫৭টি নতুন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল খোলার অনুমোদন ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। এদিন ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। তিনি জানিয়েছেন করোনা মোকাবিলায় অন্যান্য রাজ্যের তুলনায়ও অনেক ভালো করেছে রাজস্থান। এমনকি গ্রামেও স্বাস্থ্যব্যবস্থা পৌঁছে যাওয়ার কারণে করোনা গ্রামাঞ্চলে খুব একটা বেড়ে যায়নি।

হাইলাকান্দি জেলায় নতুন ২৯ জনকে নিয়ে করোনার সংক্রমিতে সংখ্যা বেড়ে ২০২০

হাইলাকান্দি (অসম), ২৬ আগস্ট (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায় আজ বুধবার নতুন করে ২৯ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২০২। হাইলাকান্দি জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে এই তথ্য দিয়ে জানানো হয়েছে, আজ আক্রান্তদের মধ্যে ১৮ জন রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে এবং ১১ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে আরটিপিসিআর-এর মাধ্যমে। এখন পর্যন্ত রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে মোট ১,০৬৩ জনকে পজিটিভ পাওয়া গেছে। রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে যাদের পজিটিভ রেজাল্ট আসছে তাদের মধ্য ৫০ শতাংশেরই কোনও ধরনের ট্রাভেল হিস্ট্রি নেই।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ আরও জানিয়েছে, জেলার বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন ১,৫৮৩ জন। বর্তমানে জেলায় ৪২২ জন কোভিড সক্রিয় রোগী রয়েছেন। স্টেট ডেথ অডিট বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাইলাকান্দি জেলায় এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি ১০২ জন হোম আইসোলেশনে রয়েছেন বলে জানানো হয়েছে। তাছাড়া জেলায় ১৮,৬৩২ জনের সোয়াব নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে ১৫,১৩৬ জনের নেগেটিভ রেজাল্ট এসেছে। ১,৬৫৯ জনের রেজাল্ট এখনও আসেনি।

অসম : বিহালিতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই চোরাশিকারি গ্রেফতার

বিশ্বনাথ (অসম), ২৬ আগস্ট (হি.স.) : মধ্য অসমের বিশ্বনাথ জেলার বিহালি থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে কুখ্যাত দুই চোরাশিকারি গ্রেফতার করেছে পুলিশ ও বন দফতরের ভিজিল্যান্স শাখা। তাদের হেফাজত থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ একটি নৌকা উদ্ধার করেছে যৌথ অভিযানকারীর দল।

বিশ্বনাথের ডিএসপি বুধবার এই খবর দিয়ে জানান, মঙ্গলবার তাঁর নেতৃত্বে গহপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, বিহালি থানার ওসি এবং বন দফতরের আধিকারিক ও সশস্ত্র বাহিনীর এক যৌথদল মঙ্গলবার ন অভিযান চালিয়ে দুই চোরাশিকারিকে আটক করেছে। ধৃতদের বিহালি রাংচালি সোনারির জনৈক তিলেশ্বর দাসের ছেলে রাতুল দাস ওরফে গুণ্ডা (৩৫) এবং রাংচালি দলনির সুধিরাম দাসে ছেলে বাবুল দাস (৩৫) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। ডিএসপি জানান, তাদের হেফাজত থেকে একটি পয়েন্ট থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল, একটি পয়েন্ট থ্রি-নট-থ্রি রাইফেলের ম্যাগাজিন, একটি সাইলেন্সার এবং গণ্ডার শিকারে ব্যবহৃত একটি নৌকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। নৌকাটি এলাকার জনৈক কৃষ্ণদেব শইকিয়ার বলে জানান তিনি। বাজেয়াপ্তকৃত রাইফলটি ২০১৯ সালে কাজিরঙার কঁহরায় গণ্ডার হত্যায় ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

ডিএসপি জানান, ধৃত রাতুল ও বাবুল দাস তাদের নিজেদের চোরাশিকারি বলে স্বীকার করেছে। তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে মামলা রুজু করা হয়েছে। জানান, বাবুল দাসের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির অধীনে জিআর ৪২৬/১৪ আর্মস অ্যাক্ট, ডব্লিউএল(পি) আইনে সেশন ১৩৬/১৬ এবং কেআর ০৭ / ২০১৮-১৯ নম্বরে মামলা চলছে।

অযোধ্যায় মসজিদ নির্মাণের জন্য ট্রাস্টে রাখতে হবে সরকারি প্রতিনিধি, পিটিশন দায়ের সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (হি. স.): অযোধ্যায় নির্মিত মসজিদের জন্য যে ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে তাতে সরকারি প্রতিনিধি রাখতে হবে। এই দাবিতে সুপ্রিমকোর্টে দায়ের করা হয়েছে পিটিশন।পার্সোনোল ল বোর্ডের যেভাবে আলটপকা মন্তব্য করে চলেছে তাতে করে ট্রাস্টে একজন সরকারি প্রতিনিধি রাখা একান্ত প্রয়োজন। সেই প্রতিনিধি যদি মুসলিম হয় তাতেও কোনো অসুবিধা নেই বলে পিটিশনে জানানো হয়েছে।আইনজীবী কুরুনেশ শুক্লা এই পিটিশন দায়ের করেন।তার হয়ে আইনজীবী বিষ্ণু জৈন আদালতকে জানিয়েছেন, ২০১৯ সালের ৯ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছিল এবং ওয়াকফ অ্যাক্ট অনুসারে ধর্মনিরপেক্ষ বা সর্বধর্ম ভিত্তিক কোন কাজ কর্মের জন্য সরকর তিনিধির মন্দিরের মতন মসজিদ নির্মাণে ট্রাস্ট এ সরকারি প্রতিনিধি থাকা উচিত। এমনকি সুন্নি মুসলমান হলেও কোনো আপত্তি নেই।

উল্লেখ করা যেতে পারে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী উত্তরপ্রদেশ সরকার অযোধ্যায় মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি চিহ্নিত করেছে। এখানে মসজিদ নির্মাণ সহ অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে।ট্রাস্টির নাম রাখা হয়েছে ইন্দো ইসলামিক কালচারাল ফাউন্ডেশন।এই ট্রাস্টে ১৫ জন সদস্য রয়েছে।

মিজোরামে নতুন ১৪, মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৯৬৭

আইজল, ২৬ আগস্ট (হি.স.) : মিজোরামে গতকাল একদিনে ৩৫ জনকে করোনা সংক্রমিত বলে শনাক্ত করা হয়েছিল। আজ বুধবার এই খবর লেখা পর্যন্ত আরও ১৪ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে রাজ্যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯৬৭। তবে এঁদের মধ্যে ৬৪৪ জনকে সুস্থ বলে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের তথ্য ও জনসংযোগ দফতর সূত্রে এই তথ্য পাওয়া গেছে। সূত্রটি জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত রাজ্যে ৩,৫০০টি কোভিড নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। করোনায় আক্রান্ত কারোর এখনও মৃত্যু হয়নি। তবে সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৫০৩ জন।

আজকের নতুনদের মধ্যে আইজলের ৬, কলাশিবের ৩, মামিতের ৩ এবং সারচিপ জেলার ২ জন আক্রান্ত হয়েছে। এছাড়া গতকালের ৩৫ জনের মধ্যে ৩১ জন আইজল জেলা এবং দুজন করে কলাশিব ও মামিত জেলার বাসিন্দা। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে ২৪ জন স্থানীয়ভাবে সংক্রমিত এবং ১১ জন অন্য রাজ্য থেকে আগত। তাঁদের মধ্য একজন বিএসএফ জওয়ান ছাড়া দুজন বহিঃরাজ্যের ট্রাক ড্রাইভার রয়েছেন। জেলা তথ্য ও জনসংযোগের সূত্র জানিয়েছে, রাজ্যে গতকাল মঙ্গলবার দুই বিএসএফ জওয়ানের পাশাপাশি মোট তিনজন করোনা সংক্রমণ থেকে আরোগ্য লাভ করেছেন।

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুরহস্য উদঘাটনে ক্রমাগত জিজ্ঞাসাবাদ করে চলেছে সিবিআই

মুম্বই, ২৬ আগস্ট (হি. স.): বুধবার ষষ্ঠ দিনে পড়ল সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু রহস্য উন্মোচনে সিবিআই তদন্ত। বুধবার সকাল দশটায় প্রয়াত অভিনেতার রুমমেট সিদ্ধার্থ পিটানির রাধুনী নীরজ সিংকে ক্রমাগত জিজ্ঞাসাবাদ করে যাচ্ছে।অন্যদিকে ইডি রিয়া চক্রবর্তীর ট্যালেন্ট ম্যানেজার জয়া শাহকে সমন জারি করেছে।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত সিদ্ধার্থ পিটানি এবং নীরজ সিংকে ম্যারাথন ১১ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করে গিয়েছে। বুধবার সকালে ডিআরডিও- র গেস্ট হাউসে সেই ধারা অব্যাহত থেকেছে।এছাড়াও এখনো পর্যন্ত সিবিআই প্রয়াত অভিনেতার রাধুনী দীপেশ সামন্ত, কেশব রজত মেবাতিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।এদের প্রত্যেকের বয়ানের স্ববিরোধ থাকার জন্য একাধিকবার জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হচ্ছে সিবিআই। কখনো একটা একা ঘরে তো কখনো সবাইকে নিয়ে এদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। রিয়া চক্রবর্তীর পরিবারের সঙ্গে সুশান্ত সিং রাজপুতের কেমন সম্পর্ক ছিল তার ওপরও গুরুত্ব দিচ্ছে সিবিআই। মুম্বইয়ের কুপর হাসপাতালে গিয়ে সুশান্ত সিং রাজপুতের লাশ দেখেন রিয়া চক্রবর্তী।এর জেরে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান এমএ সঈদ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশকে নোটিশ পাঠিয়েছে। মানবাধিকার কমিশন জানতে চেয়েছে কোন যুক্তিতে রিয়া চক্রবর্তীকে হাসপাতালের মর্গে ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনায় চলচ্চিত্রনির্মাতা সন্দীপ সিং এর নাম জড়িয়েছে। সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর দিন অ্যাম্বুলেন্স চালককে চার বার ফোন করেছিলেন সন্দীপ সিং।মনে করা হচ্ছে আগামী দিনে সন্দীপ সিংকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

অসমে আরও ১৭২৪ কোভিড রোগী সুস্থস, সক্রিয় ১৯৫১৫ জন, সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে ৯৪৫৯২

গুয়াহাটি, ২৬ আগস্ট (হি.স.) : গত ২৪ ঘণ্টায় অসমে ১,৭২৪ জন কোভিড রোগী আরোগ্য লাভ করে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে গেছে। তবে এই সময়কালে নতুন আক্রান্ত হয়েছেন ১,৯৭৩ জন। এ নিয়ে রাজ্যে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৪, ৫৯২। সক্রিয় ১৯,৫১৫ জন রোগীর চিকিৎসা চলছে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে। তবে আরোগ্য রোগীর মোট সংখ্যা ৭৪,৮১৪-য় বৃদ্ধি পেয়েছে।

গতকাল রাতে পর পর দুটি টুইটবার্তায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এই তথ্য দিয়েছেন। পাশাপাশি গতকাল একদিনে আটজন কোভিড রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে নিহতের সংখ্যা ২৬০-য় পৌঁছে বলেও মন্ত্রী তাঁর এক টুইট আপডেটে জানিয়েছেন। মন্ত্রী জানান, টেস্টের তুলনায় পজিটিভের হার ৫.৭৫ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৪,৩০৭টি কোভিড টেস্টে ১,৯৭৩ জনকে পজিটিভ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। পজিটিভদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কামরূপ মহানগরে ৫১০, কাছাড়ে ১৪৯, যোরহাটে ১৩২, কামরূপ গ্রামীণ ১২১ এবং ডিব্রুগড় জেলার ১১৬ জন রয়েছেন। এছাড়া গতকাল যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁরা যথাক্রমে কামরূপ মেট্রো জেলার উষা দাস (৭০), অপর্ণা রায় (৪৮), নয়না দাস (২১), নলবাড়ির লাবণ্য ভুইয়াঁ (৬৫), বাকসার মসফিল হুসেন (৫৫), কারবি আংলঙের অজয় কুমার গুপ্ত (৪০), গোলাঘাটের জন্টু দেব (৪৬), মাজুলির বিষ্ণু বিশ্বাস (৫৫)।

দেশের অর্থব্যবস্থা নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব রাহুল

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (হি. স.): দেশের অর্থব্যবস্থা নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ফের সরব হলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। আর্থিক ক্ষেত্রে দেশের বিপদ নিয়ে গত একমাস ধরে তিনি যে সতর্কবাণী দিয়ে আসছিলেন তা বর্তমানে মেনে নিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বলে দাবি করেছেন রাহুল। আক্ষেপের সুরে রাহুল এও জানিয়েছেন যে সতর্ক করা সত্ত্বেও দেশের অর্থনীতি নিয়ে কেন্দ্র উদাসীন। তার দাবি সংবাদমাধ্যমকে দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করলে গরিবের কোন উপকার হবে না এবং দেশের অর্থনীতিও ভালো জায়গায় ফিরবে না। দেশকে বেহাল আর্থিক দশা থেকে পুনরুদ্ধার করতে হলে শক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে প্রশাসনকে।

বুধবার নিজের টুইট বার্তায় রাহুল গান্ধী লিখেছেন, ' দেশের অর্থব্যবস্থা নিয়ে একাধিকবার কেন্দ্রকে সতর্ক করেছি।আমার সতর্কবাণী যে ঠিক ছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া মেনে নিয়েছে। নিজের টুইট বার্তা সঙ্গে একটি রিপোর্ট পেশ করেন রাহুল গান্ধী। তার মতে এটি আরবিআই-এর রিপোর্ট। এই রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে করপোরেট ট্রাক্সে সরকারি হস্তক্ষেপে কাটছাঁটের ফলে বিনিয়োগ নতুন করে উৎসাহিত হচ্ছে না। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে গিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে দেশের অর্থব্যবস্থাকে পুনরুদ্ধার করা একান্ত প্রয়োজন। রাহুল গান্ধী নিচের টুইট বার্তায় আরো দাবি করেছেন এমন পরিস্থিতিতে গরিবদের হাতে সরাসরি টাকা তুলে দেওয়া দরকার।তাদের ঘাড়ে অযথা ঋণের বোঝা চাপানো উচিত নয়।উদ্যোগপতিদের ঋণ মুকুব করাটা উচিত নয়। ক্রয় ক্ষমতা একান্ত ভাবে বাড়ানো প্রয়োজন।

গত ২৪ ঘণ্টায় শিলচর মেডিক্যালে মৃত্যু ছয়জনের

শিলচর (অসম), ২৬ আগস্ট (হি.স.) : গত ২৪ ঘণ্টায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আরও ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচ জন কাছাড় জেলার এবং একজন করিমগঞ্জ জেলার বাসিন্দা। গত কয়েকদিন থেকে বরাক উপত্যকার তিন জেলার মধ্যে করোনার ছোবলে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে বাড়ছে উদ্বেগ।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজের উপাধ্যক্ষ ডা. ভাস্কর গুপ্ত সংবাদ মাধ্যমকে এই তথ্য দিয়ে জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ছয়জনের মৃত্যু হলেও স্টেট ডেথ অডিট বোর্ডের তরফে এখনও এ ব্যাপারে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। তবে নিহতদের দেহে করোনার সংক্রমণ ছিল। মৃতদের যাবতীয় কাগজপত্র স্টেট ডেথ অডিট বোর্ডের কাছে পাঠানো হয়েছে, জানান ডা. গুপ্ত।

এদিকে জেলা স্বাস্থ্য দফতরের এক সূত্র জানিয়েছে, ১৯০ জনকে স্ক্যান করা হয়েছে। এর মধ্যে পুরুষ ৯৩ জন এবং মহিলা ৯১ জন। আর স্যাম্পল কালেকশন করা হয়েছে ১,১৫০ জনের। টেস্ট করা হয়েছে ৭১০ জনের। এখন পর্যন্ত শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে সেম্পল টেস্ট করা হয়েছে ৮০ হাজার ১৬১-টি। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় ভরতি হয়েছেন ২৬ জন রোগী। এই সময়ের মধ্যে ডিসচার্জ করা হয়েছে ২৭ জনকে। বর্তমানে শিলচর মেডিক্যাল কলেজের আইসিইউতে ১৬ জন রোগী রয়েছেন। বর্তমানে তিনজন রোগী ভেন্টিলেশন সাপোর্টে আছেন বলে জানানো হয়েছে। এছাড়া ২১ জন রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

করোনায় আক্রান্ত উত্তরপ্রদেশের পঞ্চায়েতমন্ত্রী

লখনউ, ২৬ আগস্ট (হি. স.): উত্তরপ্রদেশে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনার মারণ দৌরাত্ম্য।প্রত্যেকদিন লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।রাজ্যের পঞ্চায়েতিরাজ মন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিং চৌধুরী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। নিজের আক্রান্ত হওয়ার খবর টুইটারে বুধবার সকালে জানিয়েছেন ভূপেন্দ্র সিং চৌধুরী।

প্রাথমিক লক্ষণ তার শরীরে ফুটে ওঠার পর তৎক্ষণাৎ তিনি করোনা পরীক্ষা করিয়ে ছিলেন। তাতে তার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।তার সংস্পর্শে আসা প্রত্যেককে করোনা পরীক্ষা করানোর আবেদন জানিয়েছেন রাজ্যের এই মন্ত্রী। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বুধবারের আগে মঙ্গলবার নিজের টুইট বার্তায় রাজ্যবাসীকে করোনা থেকে সতর্ক থাকতে বলেছিলেন ভূপেন্দ্র সিংহ চৌধুরী। প্রসঙ্গত করোনা একাধিক মন্ত্রী উত্তরপ্রদেশে আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে দুইজন মন্ত্রীকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। গত

ছয়ের পাতায়

হিমাচলের কুল্লুতে মিক্সিং প্ল্যান্টে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, হতাহতের খবর নেই

শিমলা, ২৬ আগস্ট (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের কুল্লু জেলায় মিক্সিং প্ল্যান্টে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। বুধবার সকালে কুল্লু জেলার বাজাউরা এলাকায় অবস্থিত মিক্সিং প্ল্যান্টে ভয়াবহ আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের দু”টি ইঞ্জিন। আগুন এতটাই দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে যে দমকল কর্মীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে এসেছে আগুন।

দমকল সূত্রের খবর, বুধবার সকালে বাজাউরা এলাকায় অবস্থিত মিক্সিং প্ল্যান্টে ভয়াবহ আগুন লাগে। আগুনের লেলিহান শিখায় মিক্সিং প্লান্টের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। তবে, দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর নিয়ন্ত্রণে এসেছে আগুন। আগুনের সূত্রের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

হৃদরোগ জনিত অসুস্থতা, হাসপাতালে ভর্তি গোয়ার স্পিকার রাজেশ পাটনেকর

পানাজি, ২৬ আগস্ট (হি.স.): হৃদরোগ জনিত অসুস্থতায় হাসপাতালে ভর্তি হলেন গোয়া বিধানসভার স্পিকার রাজেশ পাটনেকর। অসুস্থ রাজেশ পাটনেকরকে বুধবার গোয়া মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকালে নিজ বাসভবন থেকেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় বিধানসভার স্পিকারকে।

সূত্রের খবর, রাজেশ পাটনেকরের শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল রয়েছে। চিকিৎসকদের একটি টিম তাঁর শারীরিক অবস্থার দিকে সর্বদা নজর রাখছে। পরে স্পিকারকে দেখতে হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রী বিশ্বজিৎ রাণে।

রাজ্যে ইংরেজি, হিন্দি ও উর্দুতে শতাধিক সরকারি শিক্ষক নিয়োগ

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি. স.): করোনা মহামারিতে যখন ব্যাবসা বাণিজ্য বা চাকরির বাজারে মন্দা চলেছে তখন কিছু সুখবর।পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিকে শতাধিক ইংরেজি, হিন্দি ও উর্দু শিক্ষক নিয়োগ হবে। মিউনিসিপালিটি সার্ভিস কমিশন-এর মাধ্যমে এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল পশিমবঙ্গ সরকার।আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ অগস্ট। শূন্য পদ ও যোগ্যতা: ১. ইংরাজি শিক্ষক - শূন্যপদ: ১৪৯ টি শিক্ষাগত যোগ্যতা: ১) পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিল থেকে কমপক্ষে ৫০ু নম্বর নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ। জাতীয় শিক্ষক শিক্ষাব্যবস্থার (এনসিটিই) দ্বারা যথাযথ ভাবে অনুমোদিত প্রাথমিক শিক্ষায় ০২ বছরের ডিপ্লোমা।অথবা ক) পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিলের অধীনে কমপক্ষে ৫০ু নম্বর সহ উচ্চ মাধ্যমিক পাশ এবং ০৪ বছরের বি এল এড।

খ) পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিলের অধীনে কমপক্ষে ৫০ু নম্বর সহ উচ্চ মাধ্যমিক পাস এবং এডুকেশন এ ডিপ্লোমা (বিশেষ শিক্ষা)। গ) স্নাতক এবং প্রাথমিক শিক্ষায় ০২ বছরের ডিপ্লোমা ন ঘ) প্রার্থীর উচ্চমাধ্যমিক বা ইংরেজিতে অনার্স বা ইংরেজিতে এমএ পর্যন্ত সমস্ত পর্যায় প্রথম ভাষা ইংরেজি থাকতে হবে। ঙ) প্রার্থীকে অবশ্যই শিক্ষকের যোগ্যতা পরীক্ষা (টেট) পাশ (রাজ্য / কেন্দ্রীয় বোর্ড) হতে হবে। হিন্দি শিক্ষক - শূন্যপদ: ১৯ টি শিক্ষাগত যোগ্যতা: ১) পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিলের অধীনে কমপক্ষে ৫০ু নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক পাস এবং জাতীয় শিক্ষক শিক্ষাব্যবস্থার (এনসিটিই) দ্বার থমিকাশিকা অথবা ১) পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিলের অধীনে কমপক্ষে ৫০ু নম্বর সহ উচ্চ মাধ্যমিক পাশ এবং ৪ বছরের বিএল.এড় ২) পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিলের অধীনে কমপক্ষে ৫০ু নম্বর-সহ উচ্চ মাধ্যমিক পাশ বা এবং এডুকেশনে ডিপ্লোমা (বিশেষ শিক্ষা). ৩) স্নাতক এবং প্রাথমিক শিক্ষায় ২ বছরের ডিপ্লোমা। প্রার্থীকে অবশ্যই শিক্ষক যোগ্যতা পরীক্ষা (টিইটি) যোগ্য (রাজ্য / কেন্দ্রীয়) হতে হবে। উর্দু শিক্ষক - শূন্যপদের সংখ্যা: ৩৩ টি শিক্ষাগত যোগ্যতা: ১) পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিলের অধীনে কমপক্ষে ৫০ু নম্বর সহ উচ্চ মাধ্যমিক পাশ এবং জাতীয় শিক্ষক শিক্ষাব্যবস্থার (এন সি টি ই) যথাযথভাবে অনুমোদিত প্রাথমিক শিক্ষায় দুই বছরের ডিপ্লোমা। অথবা ১) পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিলের অধীনে কমপক্ষে ৫০ু নম্বর সহ উচ্চ মাধ্যমিক পাশ এবং বি এল এড ডিগ্রি। ২) পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিলের অধীনে কমপক্ষে ৫০ু নম্বর সহ উচ্চ মাধ্যমিক পাশ এবং এডুকেশনে ডিপ্লোমা (বিশেষ শিক্ষা)। ৩) স্নাতক এবং প্রাথমিক শিক্ষায় ০২ বছরের ডিপ্লোমা। প্রার্থীকে অবশ্যই শিক্ষক যোগ্যতা পরীক্ষা (টিইটি) যোগ্য (রাজ্য / কেন্দ্রীয়) হতে হবে। বয়স সীমা :। ০১/০১/২০২০ তারিখের মধ্যে প্রার্থীর বয়স ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে. তবে ওবিসি এর ক্ষেত্রে ৩ বছর ও এস সি / এস টি ক্ষেত্রে ৫ বছর বয়সসীমায় ছাড় দেওয়া হচ্ছে।পি ডব্লিউ ডি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য বয়সের উচ্চসীমা ৪৫ বছর। শূন্যপদগুলি কলকাতা পৌর নিগমের অধীনে।পুরুষ এবং মহিলা উভয় প্রার্থীই আবেদন করতে পারবেন।প্রার্থী বাছাই: নিয়োগের পদ্ধতি এবং সিলেবাস পরবর্তী সময়ে অফিশিয়াল ওয়েবসাইট-এ জানানো হবে। বিস্তারিত জানতে পশ্চিমবঙ্গ পৌর পরিষেবা কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ. এমএসসি ডব্লিউ বি. ওআরজি এ চোখ রাখুন. আবেদন ফি: প্রার্থীদের ২২০ টাকা দিতে হবে. এস সি / তফশিলী উপজাতি এবং বিশেষভাবে সক্ষম প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি ৭০ টাকা। ডেবিট / ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিং ব্যবহার করে অনলাইন আবেদন ফরম জমা দেওয়ার সময় অনলাইন মোডের মাধ্যমে ফি প্রদান করা যেতে পার কের ম্নর অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ: ৩১/০৮/২০২০।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এখনই ট্রেন ! আতঙ্কে জনতার সিংহভাগ

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি.স.): আনলকডাউনের এক নতুন পর্ব শুরু হতে চলেছে। কথা চলছে ট্রেন চালু করার।ট্রেনের নিত্যযাত্রীরা ইতিমধ্যে ট্রেন চালুর দাবিতে সরব হয়েছেন। কিন্তু নীতিনির্দারকরা যেন এক পা এগিয়ে দু''পা পিছিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা সঙ্কিত, সন্দিগ্ধ।এ ব্যাপারে কী ভাবছেন আমজনতা।যোগাযোগ করেছিলাম সমাজের বিভিন্ন শ্রেনীর কয়েকজনের সঙ্গে।একজনের মন্তব্য, শর্তাধীনে চালানো যেতে পারে। বাকিরা ট্রেন চালানোর ঘোর বিরোধী।আয়ুষ দফতরের পদস্থ কর্মী সুমিত সুরের মতে, “দেখতে দেখতে লকডাউন পাঁচ মাস পেরোলো, যানবাহনের অভাব নিত্যসঙ্গী।কারণ সরকারি বেসরকারি বেশিরভাগ অফিস প্রায় খুলেছে।সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে ও ভিড় এড়াতে গ্যালপিং ট্রেন চালানো উচিত।তাতে জনগনের রেহাই মিলবে।বহুকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি করেছেন, এখন কলকাতাবাসী অলোক সরকার।তাঁর মতে, ‘‘সেপ্টেম্বরে ট্রেন চালু হলে অবশ্যই বিপর্যয় নেমে আসবে।এমনিতেই বেশির ভাগ মানুষ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছেন না, তার ওপর ট্রেন চলতে শুরু করলে অবাধ মেলামেশার সুযোগ তৈরি হবে।সুতরাং, হু হু করে রোগ ছড়াবে।আমার মনে হয় এটা অনেকটা বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরোর মত হয়ে যাবে।আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের দেশের অনেকেই স্বাস্থ্য সচেতন নন; কারণ প্রকৃত শিক্ষার অভাব রয়েছে।বিদেশের মানুষ অনেক বেশি স্বাস্থ্য সচেতন, তা সত্ত্বেও সেখানে লকডাউন তুলে দেবার পর সংক্রমণ ভীষণ বেড়ে যাচ্ছে।আমাদের উচিত ওদের দেখে শিক্ষা নেওয়া।আমার মতে ভ্যাকসিন আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভালো।’সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাসের মতে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে পর্যাপ্ত পরিসংখ্যান নেই। করোনা পরীক্ষার সংখ্যাও খুবই কম।যেখানে আমেরিকার মত দেশ প্রতি হাজার মানুষ পিছু করোনা টেষ্ট করিয়েছে ১৫৬ জনের। সেখানে আমাদের দেশে টেষ্ট হয়েছে মাত্র ১৮ জনের।এত কম সংখ্যক তথ্য এবং অসত্য তথ্য দিয়ে করোনার মত অতিমারির পরিস্থিতি পর্যালোচনা সম্ভব নয়। ফলে বৈজ্ঞানীক দৃষ্টিভঙ্গিতে বলার মত বাস্তব পরিস্থিতি বতর্মানে আমাদের দেশে নেই। লক্ষনীয় করোনা পর্বের প্রথম থেকেই কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় সরকারই তথ্য গোপন এবং অসত্য তথ্য তৈরিতেই বেশি ব্যস্ত থেকেছে।আর করোনা নিয়ন্ত্রণে একের পর এক অবৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য দেশের কোটি কোটি মানুষ আজ ভয়ংকর বিপদের মধ্যে পড়েছে।আগামী দিনেও লোকাল ট্রেন চালানোর মত পদক্ষেপ গ্রহনের পূর্বে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, এপিডেমিওলজিস্ট, ভাইরোলজিস্ট এবং আমাদের মত চিকিৎসক সংগঠনের মতামত না নিলে তা হবে দেশের জনগণের সাথে আরও বড় প্রতারণা।’ জাতীয় গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্কের (নাবার্ড) অন্যতম প্রাক্তন আধিকারিক বিদ্যুৎ বসুর মতে, এখনও ট্রেন চালানোর মত পরিবেশ তৈরি হয়নি।ট্রেনে গ্রাম এবং শহরতলীর লোকেরা বেশি যাতায়াত করে।তারা যদি এই কারণে সংক্রামিত হয় তবে তাঁদের জেলায়, ব্লকে করোনা চিকিৎসার সব ব্যবস্থা আছে তো? তাঁরা যদি শহরের হাসপাতালে ভিড় করেন, কী অবস্থা হবে? একই মত একটি বাংলা দৈনিকের সাংবাদিক মধুছন্দা চক্রবর্তীর। তাঁর কথায়, ’বাংলায় প্রবাদ আছে বজ্র আঁটুনি ফোসকা গেরো .... সেপ্টেম্বর থেকে ট্রেন চালালে সেটাই হবে ... এই যে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাসের নিয়ম শৃংখলা করোনার শৃংখল ভাঙতে তার কোন উপযোগিতাই থাকবে না .. কারন করোনা কার্ভ সেপ্টেম্বর থেকে নিম্নমুখী হবে তার কোন বিজ্ঞানসম্মত প্রমান নেই ... এখনও দৈনিক সংক্রমনের নিরিখে ভারত এক নম্বরে পৃথিবীতে .... ট্রেন চালালে সামাজিক দূরত্ব বজায় থাকবে না ... মানুষ নিয়ম ভাঙ্গার আনন্দে দূরত্ব বিধি অমান্য করবে .... তাছাড়া অক্টোবরে পুজো .... ট্রেন চালালে শহরতলির তো বটেই শহরের মানুষও পুজো দেখতে বের হবে। লোকাল ট্রেন চললে মেট্রো পরিষেবাতেও বিশৃংখল অবস্থা তোইরি হবে..তাই করোনা পরিসিতি নিয়ন্ত্রনে আসার আগে অর্থনীতির দোহাই দিয়ে ট্রেন চালানো উচিত নয় ... কারন করোনা মড়কের মতো হয়ে গেলে চিকিৎসা করাতে এমনিতেই অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়বে .. তাই ট্রেন সচল করে জীবন অচল করার কোন মানেই হয় না। ’ এই মত সমর্থন করেছেন পশ্চিমবঙ্গ গৃহমালিক সমিতির সম্পাদক সুকুমার রক্ষিত। তাঁর মতে, “ট্রেন চালু হলে সংক্রমণ বাড়বে। স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত যখন খুলবে তখন ট্রেন চালু করা ভাল।“একটি নামী সংবাদপত্রের গ্রন্থাগারিক উৎপল কুমার সিনহা ট্রেনযাত্রী। কিন্তু চাননা এখনই ট্রেন চলুক। তাঁর মতে, “আমি লোকাল ট্রেন চালানোর বিরুদ্ধে। শহরতলির ট্রেনে যেরকম ভিড় হয়, করোনা ছড়ানোর আশঙ্কা অনেকটাই বেড়ে যাবে। সেটা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না।’পঞ্চসায়র শিক্ষানিকেতনের সহ প্রধান শিক্ষিকা সুপর্ণা চক্রবর্তীর কথায়,’ আমাদের দেশে সবচাইতে বেশি যাত্রী পরিবহন করে ট্রেন। অন্যান্য যে সব যান যেমন বাস বা অটোয় যাত্রী সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা সম্ভব। কিন্তু ট্রেনের ক্ষেত্রে সেটা করা কার্যত অসম্ভব। ফলে এই অতিমারীর সময়ে সোস্যাল ডিসটেন্স মেইনটেইন করা কোনও ভাবেই সম্ভবপর হবে না। তাছাড়া স্টেশনে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা হও দুরূহ হয়ে পড়বে। সে ক্ষেত্রে অনেক বেশি মানুষের সংক্রামিত হবার আশঙ্কা রয়েছে। যা বর্তমান পরিস্থিতিতে একেবারেই কাম্য নয়।

বৃষ্টির জল জমে বেহাল শহরের বিভিন্ন রাস্তা

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি স): বেশ কয়েকদিন ধরেই যখন-তখন নামছে বৃষ্টি। আগামী কয়েকদিন রাজ্য জুড়ে প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। এরই মাঝে গত কয়েক দিনের বৃষ্টিতে বেহাল দশা শহর ও শহরতলীর রাস্তা গুলোর।শহরের একাধিক রাস্তায় খানাখন্দে ভরে গিয়েছে।

খানা খন্দে ভরা রাস্তায় জমে রয়েছে জল। জল জমে থাকায় চরম সমস্যায় পড়ছে যাত্রীরা। যে কোনও মুহুর্তে ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। পাশাপাশি গাড়ির গতি শ্লথ ফলে অনেকক্ষন সময় লাগছে একটি রাস্তা পেরোতে। গুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তা বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ে। কিন্তু গত কয়েক দিনের বৃষ্টিতে পিচ উঠে কঙ্কালসার অবস্থা হয়েছে বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেস ওয়ের। কলকাতা বিমানবন্দরের সঙ্গে বালি যুক্ত হয়েছে এই এক্সপ্রেসওয়ের মাধ্যমে। কিন্তু যাত্রীদের তরফে অভিযোগ,আগে থেকেই রাস্তা খারাপ ছিল। তার মধ্যে দিনের অধিকাংশ সময়েই রাস্তা দিয়ে পণ্যবাহী লরি চলাচল করে। তার জেরে খারাপ রাস্তায় প্রায়শই দুঘটনা ঘটছেফলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তার হাল বেহাল। বৃষ্টির জেরে খানাখন্দে ভরে গিয়েছে রাস্তা। ফলে যেকোন মুহূর্তে ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। তার জেরে চূড়ান্ত অসুবিধার মধ্যে পরতে হচ্ছে। ফলে গাড়ির গতি শ্লথ। অন্যদিকে চরম খারাপ অবস্থা ইএম বাইপাসের। কলকাতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তা এটি। সেই রাস্তাও খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। যার জেরে গাড়ির গতি হয়ে যাচ্ছে শ্লথ। হচ্ছে যানজট। ক্ষোভে ফুঁসছে নিত্যযাত্রীরা।

পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে মেট্রো, হটস্পটের উড়ান চলতে পারে, ইঙ্গিত মমতার

কলকাতা, ২৬ আগস্ট(হি. স.): আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লক ডাউন বাড়ানো হয়েছে রাজ্যে। তবে পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে চাইলে কলকাতা মেট্রো এবং হটস্পট থেকে সপ্তাহে তিনদিন বিমান চলতে পারে। বুধবার নবান্ন থেকে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন মমতা জানান, করোনা সংক্রমণের কারণে মুম্বাই, দিল্লি, পুনে, চেন্নাই, সুরাট আমেদাবাদ থেকে উড়ান চলাচল বন্ধ ছিল। কিন্তু ১ সেপ্টেম্বর থেকে সপ্তাহে তিন দিন এই হটস্পট গুলি থেকে উড়ান চলতে পারে। পাশাপাশি কলকাতায় পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনে মেট্রো চলতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মেট্রো চলার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ’মেট্রো যদি সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনে চালাতে পারে তাহলে আমাদের কোন অসুবিধা নেই। সেগুলো পরে রেলের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করা হবে।’ এ বিষয়ে মেট্রো কর্তৃপক্ষ রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে চাইলে আলোচনা করতে পারে। পাশাপাশি মেট্রো চালু হলে প্রথমদিকে এক-চতুর্থাংশ মেট্রো চালানো যেতে পারে বলে এদিন পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

বাংলাদেশ থেকে নতুন করে হিন্দু বিতাড়নের পরিকল্পনার প্রতিবাদে তথাগত রায়

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি.স.): বাংলাদেশ থেকে নতুন করে হিন্দু বিতাড়নের পরিকল্পনার প্রতিবাদে সরব হলেন তথাগত রায়।বুধবার তিনি টুইটে লিখেছেন, বাংলাদেশের মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) দেলওয়ারা হোসেন বলেছেন, যে সব হিন্দু সরকারি পদে আছেন, তাঁদের পিছনে লাথি মেরে একে একে ভারতে পাঠানো হবে। আশ্চর্য, পশ্চিমবাংলার কিছু অংশে হিন্দুদের এ রকম হচ্ছে। এই সঙ্গে চলছে ব্যাপক অনুপ্রবেশ।বাঙালি হিন্দুদের কপালে যে কী আছে! এই সঙ্গে যুক্ত দেলওয়ারা হোসেনের ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে তিনি অভিযোগ তুলছেন ১৫-২০ লক্ষ হিন্দু কর্মী ভারতের এজেন্ট।তাঁদের নাম — তালিকা তৈরি হয়েছে।পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সাহায্যে একে একে তাঁদের ভারতে পাঠানো হবে।হিন্দুশূন্য করতে জাতিগত আক্রমণের পরিকল্পনা চলছে।

সারা ভারত সেভ এডুকেশন কমিটির সপ্তাহব্যাপী প্রতিবাদ কর্মসূচী শেষ

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি. স.) : শেষ হল সারা ভারত সেভ এডুকেশন কমিটির আহ্বানে সপ্তাহব্যাপী জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০—র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্মসূচী। বুধবার সংগঠনের তরফে জানানো হয়, ১৯-২৫ আগস্ট সপ্তাহব্যাপী জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ —র বিরুদ্ধে রাজ্যে রাজ্যে যে অনলাইন প্রতিবাদ কর্মসূচি ছিল তাতে এই রাজ্যে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে। ১৯ তারিখ ছাত্র দিবসে চার হাজার ছাত্র-ছাত্রী, ২০ তারিখে যুব দিবসে দুহাজার যুবক, ২১ তারিখ অভিভাবক দিবসে সাড়ে তিন হাজার অভিভাবক, ২২ তারিখ মহিলা দিবসে আড়াই হাজার মা-বোন, ২৩ তারিখ শিক্ষক দিবসে সাড়ে চার হাজার শিক্ষক-অধ্যাপক, ২৪ তারিখ শ্রমিক দিবসে তিন হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকা সমেত নানা কল-কারখানার শ্রমিক এবং শেষ দিন সেভ এডুকেশন দিবসে পাঁচ হাজারের বেশি শিক্ষক-অধ্যাপক সমেত শিক্ষাপ্রেমী মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

বীরচন্দ্র মনুতে বিদ্যুতের ৩৩ কেভি সাবস্টেশনের শিলান্যাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৬ আগস্ট।। বুধবার বিকেল আনুমানিক ৩ ঘটিকায় শান্তিরবাজার বীরচন্দ্র মনু লাসিক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে ৩৩ কেভি বিদ্যুতের সাবস্টেশনের শুভ শিলান্যাস করলেন ত্রিপুরার উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মন। আজকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপমুখ্যমন্ত্র যীষ্ণু দেববর্মন, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বগাফা ব্লকের বি এস সি চেয়ারম্যান গৌরি শংকর রিয়াং, বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা শান্তির বাজার পৌর পরিষদের কাউন্সিলার শ্যামলাল দেবনাথ, বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাস সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। আজকে এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতেগিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী জানান সকলের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য। তিনি জানান শুধুমাত্র বিদ্যুৎ নয় সেই বিদ্যুৎতের গুনগতমান সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়াহবে। তাই কোয়ালিটি যুক্ত বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে বীরচন্দ্র মনু লাসি ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় ৩৩ কেভি বিদ্যুৎতের সাব স্টেশন নির্মানকরাহচ্ছে। আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যেই এই সাবস্টেশনের নির্মানকাজ শেষ হবে বলে জানান উপমুখ্যমন্ত্রী। উপমুখ্যমন্ত্রী নিজ ভাষনের মধ্যদিয়ে আরাইবছরে রাজ্যসরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর কথা সকলের সামনে তুলেধরেন।

চেষ্টা

● প্রথম পাতার পর

উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মদ ও বিষ খাওয়া অবস্থায় জানতে পেরে ওয়াশ করতে বাধ্য হয়। জানা যায় পারিবারিক কলহ এর জেরে মদের সাথে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। তবে বর্তমানে তার সম্পূর্ণ চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। এ ব্যাপারে দমকলকর্মীরা আমাদের জানায়।

বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

বলেও আশ্বাস দেন। তারপরই কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা বিক্ষোভ কর্মসূচী প্রত্যাহার করে নেয়। রানির বাজারে কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী বীরজিৎ সিনহার উপর হামলার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুই জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ।

রানিরবাজার থানার পুলিশ বুধবার দুপুরে তাদের গ্রেপ্তার করেছে। প্রসঙ্গত মঙ্গলবার রাতে আগরতলা থেকে বাড়ি ফেরার সময় কংগ্রেস নেতা বীরজিৎ সিনহার গাড়িতে হামলা করে কিছু দুষ্কৃতী। তাদের গাড়িতে ঢিল ছোড়া হয়। তাদের উদ্দেশ্য করে গালাগাল করা হয়। ঘটনায় সামান্য আহত হন বিরজিৎ সিনহার একজন দেহরক্ষী। রাতেই বিরজিৎ সিনহা ঘটনার বিস্তারিত জানিয়ে রানির বাজার থানায় অভিযোগ করেছিলেন। পুলিশ মামলা নিয়ে বুধবার দুই জনকে গ্রেফতার করে বলে জানা গেছে। জিরানিয়া মহাকুমার পুলিশ সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

অরুণাচলে

● প্রথম পাতার পর

১৩ জন, মিয়াও টাউনশিপে সাতজন এবং টিকে ইঞ্জিনিয়ারিঙের চারজন শ্রমিক রয়েছেন। এদিকে, ইটানগরে সবচেয়ে বেশি ২৩ জনের সন্ধান মিলেছে। এছাড়া পূর্ব সিয়াঙে ১৬ জনের মধ্যে ১৫ জন সেনা জওয়ান এবং একজন ট্রাক চালক রয়েছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকের কথায়, রাজস্থান, উত্তরাখণ্ড থেকে একজন করে এবং অসম ফেরত দুজনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। লংদিং জেলায় দুই করোনা আক্রান্ত অসম এবং নাগাল্যান্ড থেকে ফিরেছেন। অসম ফেরত করোনা আক্রান্তের সংস্পর্শে অপর একজন সংক্রমিত হয়েছেন। নামসাই জেলায় করোনায় আক্রান্তও অসম থেকে ফিরেছেন। এমন-কি, পাপুমপারে জেলায় দুই করোনা আক্রান্ত অসম থেকে ফিরেছেন।

আজ অরুণাচলে ৮১ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন। সবমিলিয়ে ২৫০৮ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন। পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। বর্তমানে অরুণাচল প্রদেশে ৮৯৯ জন সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন।

৯ জন

আটের পাতার পর

বহুতল ভেঙে পড়ার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, দমকল ও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। গভীর রাত পর্যন্ত উদ্ধারকাজ চালিয়ে ৮ জনকে উদ্ধার করা হয়। ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে উদ্ধার করা হয় দু”টি দেহ। এছাড়াও আরও একজনকে ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়।

পঞ্চায়েতমন্ত্রী

পাচের পাতার পর

১৯ আগস্ট রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারিশিল্পমন্ত্রী চৌধুরী উদায়ভান সিংয়ের শরীরে করোনা সংক্রমণ মিলেছে। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি।এর একদিন আগে ১৮ আগস্ট চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী অতুল গর্গ শরীরও করোনা সংক্রমণ মিলেছিল।

সংক্রমিত ১১,৯৩০

পাচের পাতার পর

পর্যন্ত রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের এবং আক্রান্ত হয়েছেন ৫১১ জন, এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ২১৩ জন ও ১,২৯৬টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৪,২৬৪ এবং সুস্থ হয়েছেন ৭,৪৮৬ জন।

অগ্নিনির্বাপক

● প্রথম পাতার পর

স্টোর, ট্রেনিং স্কুল এবং ওয়ারলেস উইং। এছাড়াও উদয়পুর ও কৈলাসহরে রয়েছে ২টি ডিভিশনাল এম টি ওয়ার্কশপ। প্রধান সচিব আরও জানান, ত্রিপুরা ফায়ার সার্ভিস বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ফায়ার সার্ভিস আইনের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,বর্তমান ফায়ার সার্ভিস অ্যাক্টকে সংশোধন করে রাজ্যে নিজস্ব ত্রিপুরা ফায়ার সার্ভিস অ্যাক্ট চালু করার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের মতো বড় বড় রাজ্যে সর্বশেষ যে অ্যাক্টগুলি রয়েছে সেগুলি পর্যালোচনা করে রাজ্যে ত্রিপুরা ফায়ার সার্ভিস অ্যাক্ট চালু করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরের প্রধান সচিবকে নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের বর্তমান ফায়ার স্টেশনগুলি ছাড়াও রাজ্যের যেখানে ফায়ার স্টেশন স্থাপন করা অত্যন্ত প্রয়োজন তা চিহ্নিত করে নতুন ফায়ার স্টেশন নির্মাণের উদ্যোগ নিতে হবে দপ্তরকে। এক্ষেত্রে রাজ্যের বড় বড় বাজার এলাকা, ব্যবসায় কেন্দ্র, শিল্পাঞ্চল এবং মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং-এর আশেপাশের স্থানকে প্রাধান্য দিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় প্রধান সচিব জানান, এ ডি সি-র সদর খমলুঙ, জম্পইজলা এবং ব'নগরে ৩টি নতুন ফায়ার স্টেশন স্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছে দপ্তর। ইতিমধ্যেই সেগুলির জন্য স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। এছাড়াও আমবাসা এবং মনুঘাটে ২টি ফায়ার স্টেশনের নতুন বিল্ডিং নির্মাণের কাজ চলছে। তিনি আরও জানান বাধারঘাটে ত্রিপুরা ফায়ার ও ইমারজেন্সি সার্ভিসের নিজস্ব ট্রেনিং স্কুলে ফায়ারম্যান ও ড্রাইভারদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ১৪৭ জন কর্মীকে কম্পিউটার, প্রশাসনিক এবং প্রাক'তিক দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

আপতকালীন পরিষেবা প্রদান ছাড়াও ত্রিপুরা ফায়ার এবং ইমার্জেন্সি সার্ভিস বিভিন্ন সচেতনতামূলক ক্যাম্পের আয়োজন করে থাকে এবং বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় ও বাজার এলাকায় নিয়মিতভাবে অগি সুরক্ষা এবং প্রাক'তিক দুর্যোগ মোকাবিলার উপর মহড়া সংগঠিত করা থাকে। ২০১৯ সালে এরকম ৪৬৬টি সচেতনতামূলক ক্যাম্প এবং ৩৫০টি মহড়ার আয়োজন করা হয়েছিল। পর্যালোচনাসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা ফায়ার এণ্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিস থেকে নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট প্রদান প্রক্রিয়াটি সরলীকরণ করার লক্ষ্যে অনলাইন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। ফায়ার সার্ভিসে পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত যে দ্রব্যগুলি রাজ্যেই স্থানীয়ভাবে উৎপাদন হয় সেগুলি সেখান থেকেই ক্রয় করার উপর পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। পর্যালোচনা সভায় প্রধান সচিব বরুণ কুমার সাহু,পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, ত্রিপুরা ফায়ার এণ্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিস বিভাগের ডিরেক্টর জি এস রাও, সচিব প্রশান্ত কুমার গোয়েল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ফেলল সিপিএম

● প্রথম পাতার পর

এই ক্ষেত্রে প্রায় প্রতিদিন পশ্চিম জেলায় করোনা আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা সবচাইতে বেশী। শুধু তাই নয় মৃত্যুর হারেও পশ্চিম জেলা বর্তমানে সর্বোচ্চ মৃত্যুর হার। এই ক্ষেত্রে এদিনের সিপিএম এর ১৬ দফা দাবিতে আন্দোলন কর্মসূচী নিয়ে প্রস্ন উঠেছে। এদিনের কর্মসূচীতে অংশ নেন বিরোধীদলনেতা মানিক সরকার, বিধায়ক বাদল চৌধুরী সহ একাধিক নেতৃত্ব। এদিন ১৬ দফা দাবির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। রাজ্যের সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে দলীয় কর্মীদের অংশ গ্রহণকে অভিনন্দন জানান তিনি। এই দাবি রাজনৈতিক দাবি নয়। বেঁচে থাকার দাবি বলে জানান বিরোধী দলনেতা। পরে পুলিশ তাদের সরিয়ে দেয়। এই দাবি সমস্ত রাজনৈতিক দলের কর্মী সমর্থকদের জন্য। সঙ্কীর্ণতার উর্ধে উঠে গুরুত্বপূর্ণ জরুরী দাবির সমর্থনে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

গ্যাস

● প্রথম পাতার পর

লক্ষ্য করে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক পুলিশ কর্মী বলেন, দুই দলের কর্মীরা আজ প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে তাণ্ডব চালিয়েছেন। ওই সব কর্মী দুই বাইকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তাতে দুটি বাইক আগুন পুড়ে ছাই হয়ে গেছেউ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় বিশাল পুলিশ ও টিএসআর মোতায়েন করা হয়েছে।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে। এলাকায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে।

এদিকে, বুধবার দিন দুপুরে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ফটিকরায় অটো স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় সিপিআইএম পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালিয়েছে কতিপয় দুর্বৃত্ত। অফিসের ভিতরে আচমকা ঢুকে আসবাবপত্র ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। জানা যায় বুধবার দেশব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে ফটিকরায় সিপিআইএমের পক্ষ থেকে ১৬ দফা দাবিতে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হয়।প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল চলাকালে দুর্বৃত্তরা সিপিআইএম পার্টি অফিসে ঢুকে হামলা ভাঙচুর চালিয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সিপিআইএম পার্টি অফিস ভাঙর ঘটনার পর পুলিশের ভূমিকা নিয়েও স্থানীয় জনগণের মনে নানা কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে।দুর্বৃত্তরা সিপিআইএমপার্টি অফিসে ঢুকে হামলা ভাঙচুর চালায় পুলিশ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে বলে অভিযোগ।অবিলম্বে সিপিআইএম পর্টি অফিসে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

রামমাধব

● প্রথম পাতার পর

অংশের জনগনের সার্বিক উন্নয়ন করা রাজ্য সরকারের পক্ষে সহজ হবে।

জন্মদিবস

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। এই উপলক্ষে বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানের এবং জাকজঁমকতার আয়োজন করা হয়নি। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে কুঞ্জবন নির্মলা শিশুগৃহের পক্ষ থেকে জানানো হয় করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে এ বছর মাদার টেরেজার জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ কোনো জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়নি। জনস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখেই এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানানো হয়।

আগরতলায় পৌঁছল রেল

আটের পাতার পর

ধরে রেল পরিষেবা স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। যাত্রীবাহী কোন ধরনের রেল বর্তমানে চলাচল করছে না। তবে পণ্যবাহী রেল চালানোর জন্য রাজ্যের তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছিল। সে অনুযায়ী রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ আগরতলা সঙ্গে পণ্যবাহী রেল চলাচল শুরু করেছে। রাজ্যের সঙ্গে পণ্যবাহী রেল যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় খুশি ব্যবসায়ীসহ সাধারণ মানুষ জন।

কর্মসূচি পালিত

আটের পাতার পর

পর মিছিল ফিরে যায় পার্টি অফিসের সামনে।

চড়িলাম সংযোজনঃ বুধবার বিশালগড় সিপিএম পার্টি অফিসের কার্য্যালয়ে ১৬ দফার আন্দোলন শেষ করেছে বলে জানা গেছে।তবে কঠোরভাবে নিরাপত্তা বেস্টনির মধ্য দিয়ে আন্দোলন সমাপ্তি হয় কার্য্যালয়ের ভেতরে।পুলিশ এবং টিএসআর জওয়ানরা চারিদিকে পার্টি কার্য্যালয়কে নিরাপত্তা দিয়েছে।অন্য দিকে জেলা কমিটির সদস্য পার্থ প্রতিম মজুমদার এর বাড়িতে একটি বাইক রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটি পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে। এতে যদিও কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি কিন্তু আগুন জ্বলতে থাকে অনেকক্ষণ অব্দি। কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ এসে পার্থ প্রতিম মজুমদার এর বাড়িতে যায়। কোন দুষ্কৃতিকারীকে কেউ চিনতে পারিনি। এ বিষয় নিয়ে বিশালগড় থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

মেসির উদ্যম ছড়িয়ে পড়েছে বার্সেলোনায়

স্থগিত থাকা লা লিগা পুনরায় শুরুর অপেক্ষায়। মাঠে ফিরতে মরিয়া লিওনেল মেসি ঘাম ঝরাচ্ছেন সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলনে। জর্দি আলবা জানালেন মেসির উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দলের মধ্যে।
প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে গত মার্চের মাঝামাঝি থেকে স্থগিত ছিল লা লিগা। আগামী ১১ জুন সেভিয়া ও রিয়াল বেতিসের ম্যাচ দিয়ে পুনরায় শুরু হবে স্পেনের শীর্ষ লিগটি।
২৭ রাউন্ড শেষে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ২ পয়েন্ট বেশি নিয়ে লিগের শীর্ষে রয়েছে বার্সেলোনা। পুনরায় শুরু হওয়া লিগে আগামী ১৩ জুন নিজেদের প্রথম ম্যাচে রিয়াল মায়োর্কার বিপক্ষে খেলবে কিকে সেতিয়েনের দল।
ফের মাঠে নামার প্রস্তুতিতে দলকে অধিনায়ক মেসি দারুণভাবে উজ্জীবিত করছেন বলে টিভিই-কে জানান আলবা।
"সে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় এবং সবসময় তাকে পাওয়াটা আমরা উপভোগ করি। দেখছি সে উদ্যম নিয়ে ফিরেছে এবং তা বাকি দলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।"
চলতি লা লিগায় ১৯ গোল নিয়ে গোলদাতার তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন মেসি। ছয়বারের বর্ষসেরা এই আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের পরে আছে রিয়াল মাদ্রিদের ফরাসি ফরোয়ার্ড করিম বেনজেমা (১৪ গোল)।
পুনরায় শুরু হওয়া লিগে বার্সেলোনা আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরবে বলেও আশাবাদ জানান স্প্যানিশ ডিফেন্ডার আলবা।
"আমি বলব, আমাদের খেলোয়াড়রা মানসিক ও শারীরিকভাবে আসলেই ভালোভাবে ফিরেছে। এমনকি আগের চেয়ে আরও বেশি ভালোভাবে ফিরেছে।"

কোভিড-১৯ যখন অ্যান্ডারসনের আশীর্বাদ

সাম্প্রতিক সময়ে চোট খুব ভোগাচ্ছিল জেমস অ্যান্ডারসনকে। বয়সও কম হয়নি। তবে এখনই ক্রিকেট ছাড়ার ইচ্ছে তার নেই। করোনাভাইরাসের কারণে পাওয়া লম্বা বিরতি তাই একরকম আশীর্বাদ হয়ে এসেছে টেস্ট ইতিহাসের সফলতম পেসারের জন্য। শারীরিক ও মানসিকভাবে চাঙা ইংলিশ পেস কিংবদন্তি বলছেন, এই বিশ্রাম তার ক্যারিয়ারকে দীর্ঘায়িত করবে আরও।
আগামী মাসেই ৩৮ পূর্ণ করবেন অ্যান্ডারসন। এই বয়সের বেশ আগেই অবসরে চলে যান বেশির ভাগ পেসার। কিন্তু অ্যান্ডারসন নিজের শেষ দেখছেন না সহসাই। ৫৮৪ টেস্ট উইকেট শিকারি পেসার আরও অনেক দিন চালিয়ে যেতে চান তার অভিযান।
লম্বা বিরতির পর অন্য সতীর্থদের সঙ্গে অ্যান্ডারসনও ফিরেছেন অনুশীলনে। তার বিশ্বাস, টেস্ট ক্যারিয়ারকে এখন লম্বা করতে পারবেন আরও।
" আমার টেস্ট ক্যারিয়ারের শেষ দিকে বাড়তি আরও দু-এক বছর যোগ করবে এই বিরতি। অনুশীলনে ফিরতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। যদিও নেটে খুব বেশি মানুষকে না পাওয়া একটু অদ্ভূত। তার পরও মাঠে ফিরতে পারা, ক্রিকেট খেলতে পারা দারুণ ব্যাপার।"
এই মৌসুমে দর্শকশূন্য মাঠে আন্তর্জাতিক সিরিজ আয়োজনের লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে ইংল্যান্ডের বোর্ড। অ্যান্ডারসনের সতীর্থ ফাস্ট বোলার জফ্রা আর্চার বলেছেন, মাঠে দর্শকের কৃত্রিম আওয়াজের ব্যবস্থা রাখতে। অন্যান্য খেলায় এটির ব্যবহার শুরু হয়েছে এর মধ্যেও। অ্যান্ডারসনও মনে করেন, কৃত্রিম আওয়াজ হতে পারে ভালো বিকল্প।

'কপাল ভালো ইকার্দি আরও ১৫ বছর ইন্টারে থাকেনি'

ইতালির শীর্ষ লিগ সেরি আয় থাকতে ডিফেন্ডারদের খুব ভুগিয়েছিলেন মাউরো ইকার্দি। আর্জেন্টিনার এই ফরোয়ার্ড ইন্টার মিলান ছেড়ে পাকাপাকিভাবে যোগ দিয়েছেন ফ্রান্সের দল পিএসজিতে। এতে কতটা স্বস্তি পেয়েছেন, সে কথা জানিয়েছেন ইউভেন্তুস অধিনায়ক জর্জো কিয়েল্লিনি।
সেরি আতে ইকার্দির সময়টা কেটেছে দুর্দান্ত। ইতালির শীর্ষ লিগে তিনি খেলার সময়টায় তার চেয়ে বেশি গোল করতে পারেননি আর কেউ।
ইতালিতে প্রতিপক্ষের জন্য ইকার্দি কতটা ভয়ঙ্কর ছিলেন, সেটি বোঝাতে ডিফেন্ডার কিয়েল্লিনি তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ইউভেন্তুস 'ভাগ্যবান' যে ইকার্দি আরও ১৫ বছর ইন্টারে থাকেননি!
গত বছরের সেপ্টেম্বরে ইন্টার ছাড়েন ইকার্দি। ধারে খেলতে যান পিএসজিতে। সে সময় বলেছিলেন, তিনি আর কখনও ইন্টারের হয়ে খেলবেন না। তার জায়গায় ইন্টার দলে ভেড়ায় রোমেলু লুকাকুকে। ইকার্দির জার্সি নম্বর দেওয়া হয় বেলজিয়ান স্ট্রাইকারকে।
ইন্টারে যেখানে শেষ করেছিলেন, ইকার্দি সেখান থেকেই শুরু করেন পিএসজিতে। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে মাঝপথে মৌসুম বাতিল হওয়ার আগে লিগ ওয়ানের ক্লাবটির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলে ৩১ ম্যাচে করেন ২০ গোল। জেতেন ফরাসি লিগের শিরোপা।
ইকার্দি ইতালিতে পা রেখেছিলেন সাম্পদোরিয়ার হয়ে। প্রাথমিকভাবে বার্সেলোনা থেকে ধারে এসেছিলেন। পরে চুক্তি করেন পাকাপাকিভাবে। ২০১১-১২ মৌসুমে সাম্পদোরিয়ার যুব দলের হয়ে ২৩ ম্যাচে করেন ১৯ গোল।
দলটির হয়ে পরের মৌসুমে সুযোগ পান সেরি আতে। ইতালির শীর্ষ লিগে নিজের প্রথম মৌসুমে ৩১ ম্যাচে করেন ১০ গোল। ২০১৪-১৫ মৌসুম শুরুর আগে ১ কোটি ৩০ লাখ ইউরোয় যোগ দেন ইন্টারে।
এই দলটির হয়ে ২১৯ ম্যাচে ইকার্দি করেছেন ১২৪ গোল। সাম্পদোরিয়া ও ইন্টারের হয়ে সেরি আতে তার গোল ১২১টি। ইতালির শীর্ষ লিগে তার কাটানো সাত মৌসুমে (২০১২-১৩ থেকে ২০১৮-১৯) যা অন্য যেকোনো খেলোয়াড়ের চেয়ে বেশি।
এই সময়ে নাপোলি, ইউভেন্তুস ও এসি মিলানের হয়ে ১১৭ গোল করে ইকার্দির পরে আছেন আরেক আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার গনসালো হিগুয়াইন। আর কারও গোল সংখ্যা তিন অঙ্কে পৌঁছায়নি।

ইউরো পেছানোয় ইতালির সুবিধা দেখছেন মানচিনি

করোনাভাইরাসের প্রভাবে ইউরো-২০২০ এক বছর পিছিয়ে যাওয়ায় সুবিধা হয়েছে ইতালির, মত রবের্তো মানচিনির। এক বছরে দল আরও অভিজ্ঞ হয়ে উঠবে বলে মনে করেন এই ইতালিয়ান কোচ।
করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের আগে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ইতালির প্রস্তুতির সময় চোটে পড়েন মিডফিল্ডার নিকোলো জানিওলো ও জর্জো কিয়েল্লিনি। এরই মাঝে সেরে উঠেছেন ইউভেন্তুস ডিফেন্ডার কিয়েল্লিনি। একই পথে আছেন নিকোলো। তরুণ আরও যারা জাতীয় দলে আছেন তারা বাড়তি এক বছরে আরও অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন বলে গাজ্জেত্তা দেল্লো স্পোর্তকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানান মানচিনি। "ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ছেলেরা আরও অভিজ্ঞ হয়ে উঠবে, যদিও অল্প সময়ের মধ্যে তাদের খেলতে হবে অনেক ম্যাচ। তাদের শারীরিক অবস্থার প্রতি আমাদের গভীর মনোযোগ দিতে হবে। আমি ছেলেদের কাছ থেকে শুনেছি, তারা সবাই খেলায় ফিরতে চায়।"
তিন মাসের বেশি সময় বন্ধ থাকার পর আগামী ২০ জুন আবার শুরু হচ্ছে সেরি আ। এ নিয়ে নিজের ভাবনা জানান ম্যানচেস্টার সিটির সাবেক এই কোচ।
"অনেক খেলোয়াড় পুরোপরি ফিট থাকবে না। শুরুতে মানিয়ে নেওয়া কঠিন হবে।"
রাশিয়া বিশ্বকাপে চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইতালি জায়গা পেতে ব্যর্থ হওয়ার পর কোচ জামপিয়েরো ভেনতুরার স্থলাভিষিক্ত হন মানচিনি। তার অধীনে ১০ ম্যাচে শতভাগ জয়ে ইউরোর মূল পর্ব নিশ্চিত করে ইতালি।
এ বছরের জুন-জুলাইয়ে হওয়ার কথা ছিল ইউরো-২০২০, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে তা এক বছর পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে খেলতে চান ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপজয়ী পেসার

ইংল্যান্ড জাতীয় দলের দরজা আপাতত বন্ধ লিয়াম প্লাঙ্কেটের জন্য। তাই ভাবতে হচ্ছে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে। অদূর ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে খেলার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী এই ইংলিশ পেসার।
গত বিশ্বকাপজয়ী ইংল্যান্ড দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন প্লাঙ্কেট। দেশের মাটিতে হওয়া বিশ্বকাপের পর থেকে জাতীয় দলের বাইরে আছেন তিনি। বিশ্বকাপের পরই বোর্ডের চুক্তি থেকে বাদ পড়েন। কিছুদিন আগে ঘোষিত ইংল্যান্ডের ৫৫ সদস্যের ট্রেনিং ক্যাম্পের দলেও রাখা হয়নি ৩৫ বছর বয়সী এই পেসারকে।
প্লাঙ্কেটের স্ত্রী আমেরিকান। সেকারণেই মূলত যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে খেলার আশা দেখছেন বলে বিবিসি রেডিও ৫-কে জানান তিনি।
"সেখানে (যুক্তরাষ্ট্র) ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত থাকাটা হবে দারুণ কিছু। আমার সন্তানরাও সম্ভবত আমেরিকান হবে, তাই তাদের এটি বলাটা দারুণ হবে যে আমি ইংল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে খেলেছি।"
গত বছর ওয়ানডে স্ট্যাটাস পাওয়া যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে খেলার যোগ্যতা অর্জনের জন্য অবশ্য সেখানে তিন বছর বসবাস করতে হবে প্লাঙ্কেটকে। সেটির জন্য তিনি প্রস্তুত বলেই ইঙ্গিত পাওয়া গেল তার কথায়। "আমি ইংলিশ এবং সবসময় ইংলিশম্যান থাকব। কিন্তু আমি এখনও ফিট এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলার সুযোগ আমার সামনে আছে। তাহলে কেন আমি তা গ্রহণ করব না?"
"আমি যদি সেখানে যাই এবং যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পেয়ে যাই কিংবা গ্রিন কার্ড পাই, তাহলে আমি অন্তত (সেখানকার ক্রিকেটের) উন্নতিতে সহায়তা করতে পারব, বিশেষ করে যখন আমি সদ্য ইংল্যান্ডের হয়ে খেলা শেষ করেছি।"

বর্ণবাদের শিকার হয়েছি আমিও: গেইল

যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের নির্যাতনে কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যু প্রবলভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে ক্রীড়াঙ্গনকেও। ফুটবল মাঠে চলছে প্রতিবাদ। এবার ক্রিকেট তারকা ক্রিস গেইল বললেন, ক্রিকেটেও আছে বর্ণবাদের কালো থাবা। তিনি নিজেই হয়েছেন এটির শিকার।
গত বছর নিউ জিল্যান্ড সফরে গিয়ে বর্ণবাদের শিকার হয়েছিলেন ইংলিশ পেসার জফ্রা আর্চার। সেটি নিয়ে তখন আলোড়ন উঠেছিল অনেক। এটির পরেও বর্ণবাদের শিকার হয়েছিলেন বলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিযোগ করেছিলেন বারবাডোজে জন্ম নেওয়া এই ক্রিকেটার।
গেইল অবশ্য সুনির্দিষ্ট করে বলেননি, কবে বা কোথায় তিনি বর্ণবাদের শিকার হয়েছেন। তবে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলতে গিয়ে এই অভিজ্ঞতা হতে পারে বলে ইঙ্গিত আছে তার কথায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সোমবার রাতে তার অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন গেইল।
" আমি বিশ্বজুড়ে ভ্রমণ করেছি এবং বর্ণবিদ্বেষ মূলক মন্তব্য আমাকেও শুনতে হয়েছে, কারণ আমি কালো। বিশ্বাস করুন, এই তালিকা চলতেই থাকবে।"
" বর্ণবাদ শুধু ফুটবলে নয়, ক্রিকেটেও আছে। এমনকি অনেক সময় দলের মধ্যেও আমাকে বাজে অভিজ্ঞতার শিকার হতে হয়েছে আমি কালো বলে।"
ফ্লয়েডের হত্যার প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিবাদের আগুন। সেই উত্তাপ স্পর্শ করেছে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনকে। যুক্তরাষ্ট্রের অনেক ক্রীড়াবিদ তো বটেই, এমনকি জার্মান বুন্ডেসলিগার ম্যাচে প্রতিবাদ জানিয়েছেন অনেক। বিশ্বের নানা খেলার আরও অনেক ক্রীড়াবিদও প্রতিবাদ করে চলেছেন নিজেদের জায়গা থেকে।

তিন সপ্তাহে তিন টেস্ট খেলবে ইংল্যান্ড-উইন্ডিজ

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের সূচি চূড়ান্ত করেছে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। অপেক্ষা এখন সরকারের অনুমোদনের, যেটিকে বলা যেতে পারে কেবল আনুষ্ঠানিকতা। পরিকল্পনামতো সবকিছু এগোলে, করোনাভাইরাস বিরতির পর এই সিরিজ দিয়েই মাঠে ফিরছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট।
সূচি অনুযায়ী ২১ দিনের মধ্যে তিনটি টেস্ট ম্যাচ খেলবে দুই দল। আগামী ৮ জুলাই সাউথ্যাম্পটনে শুরু হবে প্রথম টেস্ট। পরের দুই ম্যাচ হবে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে, ১৬ জুলাই ও ২৪ জুলাই থেকে। সব ম্যাচই হবে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে ও জীবাণুমুক্ত পরিবেশে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ইংল্যান্ড পৌঁছার কথা ৯ জুন। শুরুতে ক্যারিবিয়ানরা থাকবেন ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে। সেখানে দুই সপ্তাহ কোয়ারেন্টিনে থাকার পর এক সপ্তাহ অনুশীলন করবেন তারা। এরপর প্রথম টেস্ট খেলতে যাবেন তারা সাউথ্যাম্পটনে।
ইসিবি মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, টেস্ট সিরিজের ভেন্যু চূড়ান্ত করা হয়েছে জীবাণুমুক্ত পরিবেশ, মেডিকেল স্ক্রিনিং, সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার সুবিধাসহ পারিপার্শ্বিক সবকিছু বিবেচনায়।
ইসিবির স্পেশাল অপারেশনস ডিরেক্টর স্টিভ এলওয়ার্দি বলেছেন, ক্রিকেট মাঠে ফেরাতে এখন তারা অপেক্ষা করছেন চূড়ান্ত ধাপের জন্য।
"সরকার ও আমাদের চিকিৎসক দলের সঙ্গে আমরা নিয়মিত আলোচনা করছি। এগুলো আমাদের প্রস্তাবিত তারিখ এবং তা নির্ভর করছে সরকারের অনুমোদনের ওপর।"
আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্ভুক্ত এই সিরিজটি হওয়ার কথা ছিল মূলত ৪ জুন থেকে। ভেন্যু ছিল দা ওভাল, এজবাস্টন ও লর্ডস। কিন্তু করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে তা স্থগিত হয়ে যায়।
পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া ও আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের সূচি পরবর্তীতে নির্ধারণ করা হবে বলে জানিয়েছে ইসিবি।

রিয়ালের নজর '১১ ফাইনালে'

শিরোপা জিততে হলে টপকাতে হবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনাকে। লা লিগা মৌসুমে নিজেদের বাকি ম্যাচগুলোর প্রতিটিকে তাই ফাইনালের সঙ্গে তুলনা করেছেন রিয়াল মাদ্রিদের লুকাস ভাসকেস।
করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে প্রায় তিন মাসের বিরতি শেষে অনেক নিয়মের ঘেরাটোপে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে আগামী ১১ জুন পুনরায় শুরু হচ্ছে স্প্যানিশ লা লিগা। লিগে বাকি আছে ১১ রাউন্ডের খেলা। শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার চেয়ে ২ পয়েন্ট পিছিয়ে আছে রিয়াল। প্রতিটি ম্যাচ তাই সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ের দলটির কাছে মহাগুরুত্বপূর্ণ। রিয়াল মাদ্রিদ টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লিগের বাকি ম্যাচগুলো নিয়ে নিজের ভাবনা জানান ২৮ বছর বয়সী ভাসকেস।
"আমাদের ১১টি ফাইনাল বাকি আছে, আমরা এটাকে এভাবেই দেখি। আশা করি লা লিগা জিততে আমরা ১১টি জয় পাব।"
করোনাভাইরাস লকডাউনের পর সোমবার প্রথমবারের মতো পূর্ণাঙ্গ দলীয় অনুশীলন করে রিয়াল। সাফল্যের জন্য সতীর্থরা সবাই কঠোর পরিশ্রম করছে বলে জানান এই স্প্যানিশ মিডফিল্ডার।
"শারীরিক কাজের মতো মানসিক দিকও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি ভালো অবস্থায় থেকে আমরা প্রতিযোগিতায় ফিরতে পারব।"
রিয়াল পর পর দুটি ম্যাচ খেলবে নিজেদের মাঠে। ১৪ জুন এইবারের বিপক্ষে খেলার চার দিন পর ভালেন্সিয়ার বিপক্ষে খেলবে জিনেদিন জিদানের দল।

রোনালদো-দিবালাদের প্রথম ম্যাচ ২২ জুন

শেষ তিন রাউন্ড ছাড়া সেরি আর বাকি ম্যাচগুলোর সূচি দিয়েছে লিগ কর্তৃপক্ষ। পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা ইউভেন্তুসের প্রথম ম্যাচ আগামী ২২ জুন।
২০ জুন থেকে লিগ পুনরায় শুরুর কথা জানানো হয়েছিল আগেই। সোমবার সূচি প্রকাশ করে জানানো হয়, লিগ শেষ হবে ২ অগাস্ট।
গত ৯ মার্চ থেকে স্থগিত থাকা লিগে সব ক্লাবের এখনও বাকি অন্তত ১২টি করে ম্যাচ। কয়েকটি ক্লাবের একটি করে ম্যাচ বেশি বাকি আছে। লিগ পুনরায় শুরু হওয়ার পর প্রায় প্রতিদিনই খেলা আছে। শুধুমাত্র পাঁচ দিন কোনো ম্যাচ নেই।করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে আগে স্থগিত হওয়া চার ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফিরবে ইতালির শীর্ষ লিগ। ২০ জুন স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় মুখোমুখি হবে তোরিনো ও পার্মা এবং ভেরোনা ও কাইয়ারি। রাতে সাম্পদোরিয়াকে আতিথ্য দেবে তৃতীয় স্থানে থাকা ইন্টার মিলান, অন্য ম্যাচে খেলবে আতালান্তা ও সাস্সুয়োলো।২২ জুন ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো, পাওলো দিবালা, জর্জো কিয়েল্লিনিরা খেলবেন বোলোনিয়ার মাঠে। দুই দিন পর নিজেদের প্রথম ম্যাচে আতালান্তার মাঠে খেলতে যাবে পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে থাকা লাৎসিও। ইউভেন্তুস নিজেদের মাঠে প্রথম ম্যাচ খেলবে ২৬ জুন লেসের বিপক্ষে।২৬ ম্যাচে ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে আছে টানা নবম শিরোপার দৌড়ে থাকা ইউভেন্তুস। সমান ম্যাচে তাদের চেয়ে ১ পয়েন্ট কম লাৎসিওর।

ফ্লয়েড হত্যার প্রতিবাদে শামিল লিভারপুল

অ্যানফিল্ডে মাঠের মাঝবৃত্তে লিভারপুল দলের সবাই। ভার্জিল ভন ডাইক, জেমস মিলনার, অ্যান্ড্রু রবার্টসনরা বসে আছেন হাঁটু গেড়ে। এভাবেই যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের নির্যাতনে জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর প্রতিবাদ জানিয়েছেন ইংলিশ ক্লাবটির ফুটবলাররা।নিজেদের মাঠে সোমবার লিভারপুলের অনুশীলনের সময়ের দৃশ্য এটি। যেখানে ছিলেন দলটির ২৯ জন খেলোয়াড়। পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ওই ছবি পোস্ট করে লিভারপুল লিখেছে, 'একতাই বল।' মিলনার, ভন ডাইকসহ দলের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়ও ছবিটি টুইটারে দিয়েছেন। বর্ণবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সবাইকে এক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মার্কাস র‍্যাশফোর্ড ও পল পগবাও। পুলিশ হেফাজতে একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তির হত্যার প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিবাদের আগুন।

স্যানচো হতে পারে 'ম্যানইউর রোনালদো'

ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো চলে যাওয়ার পর হারানো রঙ এখনও ফিরে পায়নি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। তবে জেডন স্যানচোকে দেখার পর থেকে নতুন করে আশা দেখছেন ওয়েস ব্রাউন। ইউনাইটেডের সাবেক এই ডিফেন্ডারের মনে হচ্ছে স্যানচোকে দলে ভেড়াতে পারলে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ফিরবে হারানো সুদিন।
স্যানচো বর্তমানে আলো ছড়াচ্ছেন জার্মান বুন্ডেসলিগার দল বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের জার্সিতে। রোববার পাডেরবর্নের বিপক্ষে দলের ৬-১ গোলে জেতা ম্যাচে হ্যাটট্রিক উপহার দেন তরুণ এই মিডফিল্ডার।
গুঞ্জন আছে ২০ বছর বয়সী স্যানচোকে দলে নিতে আগ্রহী ইউনাইটেড। এই গুঞ্জন সত্যি করে তাকে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে আনার এটাই মোক্ষম সময় বলে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড টিভিকে বলেছেন ব্রাউন।
"সে মেধাবী এবং শিহরণ জাগানিয়া। এই ক্লাবে আমাদের ঠিক তার মতো একজনই দরকার। এমন খেলোয়াড় আমাদের বিগত বছরগুলোতে ছিল এবং আমি নিশ্চিত যদি আমরা তার সঙ্গে চুক্তি করতে পারি, তাহলে সে ক্লাবে আগের উন্মাদনা ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। এটা দলের জন্য ভালো হবে।"
"অতীতে আমাদের এরকম খেলোয়াড় ছিল.ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর মতো। এরা সেই মাপের খেলোয়াড়, যারা তিন-চার ডিফেন্ডারকে ছিটকে দেয় এবং অন্য সতীর্থদের জন্য ম্যাচটা সহজ করে দেয়।"
২০০৩ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ছিলেন রোনালদো। দলকে দিয়েছেন মুঠোভরে। পেয়েছেন নিজেও। রিয়াল মাদ্রিদে পাড়ি জমানোর আগে ইউনাইটেডের হয়ে তিনটি প্রিমিয়ার লিগ, দুটি লিগ কাপ, একটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপসহ আরও অনেক শিরোপা জিতেছিলেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড।

পরের মৌসুমে বার্সেলোনাতেই থাকছেন মেসি

চুক্তিতে অদ্ভুত একটা শর্ত আছে, মৌসুম শেষে ইচ্ছে হলেই বার্সেলোনা ছাড়তে পারেন লিওনেল মেসি। তবে তা করতে দলকে জানাতে হবে ১ জুনের আগে। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড অবশ্য এমন কিছু করেননি। এতে নিশ্চিত হয়ে গেছে, পরের মৌসুমে থাকছেন বার্সেলোনাতেই।
কাতালান দলটির সঙ্গে ৩২ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডের বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ২০২১ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত। রেকর্ড ছয় বারের বর্ষসেরা ফুটবলারকে রাখতে তাই অদূর ভবিষ্যতে নতুন চুক্তি করতে হবে বার্সেলোনাকে।
বার্সেলোনা সব সময়ই নিশ্চিত, মেসি কখনই এই শর্ত কার্যকর করবেন না। তারকা এই ফুটবলারের সঙ্গে নতুন চুক্তির ব্যাপারেও আশাবাদী ক্লাবটি।

থুতুকে না, দর্শককে হ্যাঁ

করোনাভাইরাস সংক্রমণের মাঝেই ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হতে যাচ্ছে ক্যারিবীয় অঞ্চলে। ভিন্সি প্রিমিয়ার লিগ নামের এই টি-টেন টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে ২২ মে
প্রাণহীন ক্রীড়াঙ্গন ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। ইউরোপের বিভিন্ন ক্লাব প্রতিযগিতা জুনে শুরু হতে যাচ্ছে। বুন্দেসলিগা তো এই সপ্তাহেই শুরু হবে। ক্রিকেটও খুব একটা পিছিয়ে থাকছে না। করোনাভাইরাস সংক্রমণের মাঝেই ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হতে যাচ্ছে ক্যারিবীয় অঞ্চলে। ভিন্সি প্রিমিয়ার লিগ নামের এই টি-টেন টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে ২২ মে।বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাস সংক্রমনে সব ধরণের ক্রীড়া প্রতিযগিতা থেমে গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসায় এবং অর্থনীতিকে চাঙা করতে ফুটবল লিগ চালু করতে যাচ্ছে জার্মানি, স্পেন, যুক্তরাজ্য ও ইতালি। ভিপিএল অবশ্য এত ঝামেলার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে না। ক্যারিবীয় অঞ্চলে করোনা সংক্রমণের প্রকোপ খুব বেশি নয়। সেন্ট ভিন্সেন্ট অ্যান্ড গ্র্যানাডিনসে এখন পর্যন্ত ১৭জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে ১২জনই সেরে উঠেছেন। এ কারণেই ১০ দিন ব্যাপী এই টুর্নামেন্টে দর্শক ঢোকার ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে না।সেন্ট ভিনসেন্টের আগেই ক্রিকেট ফিরেছে ভানুয়াতুতে। পূর্ণ সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ক্যারিবীয়রাই প্রথম যারা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজন করল। শুধু আয়োজনেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, স্টেডিয়ামে দর্শক আসার আহবানও জানাচ্ছে। তবে আইসিসির নতুন এক নিয়ম মেনে খেলা শুরু করছে তারা, আর সেটা হলো বলে থুতু মাখানো যাবে না।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 11/EE/ PWD(R&B)/STB/2020-21 dated, 21-08-2020

The Executive Engineer, Santirbazar Division, PWD(R&B), Santirbazar, South Tripura invites on behalf of the `Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 10-09-2020 for the following work:- "Construction of 10 bedded Primary Health Centre (PHC) including 10(ten) Nos. Staff Quarters [Typedreqklarter - 04 units (one block - twin double storey), Type-II quarter - 04 units (one block - twin double storey) and Type-III, quarter - 02 units (one block - twin single storey) J at Durpabari under Bagafa Block, South Tr'pura District / SH: Building portion including internal water supply and sanitary installation / Balance work. Estimated Cost:- Rs. 3,61,32,758.00, Earnest money:- Rs. 3,61,328.00, Time for Completion:- 24 (twenty four) months.
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*
For more details kindly visit. https://tripuratenders.gov.in
For and on bdhalf of the Governor of Tripura.
ICA/C-1461/2020-21

(Er. Tapas Marak)
Executive Engineer, Santirbazar
Division, PWD(R&B)
Santirbazar, South Tripura

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নদিয়া, তীব্রতা মাত্র ৪.১

কলকাতা, ২৬ আগস্ট (হি.স.): মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলা। বুধবার সকালে ৪.১ তীব্রতার মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয় নদিয়া জেলায়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, বুধবার সকাল ৭.৫৪ মিনিট নাগাদ ৪.১ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলায়।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি আরও জানিয়েছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে। মৃদু ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

মহারাষ্ট্রে পাঁচ-তলা বহুতল ভেঙে মৃত্যু বেড়ে ১৫, খোঁজ নেই আরও একজনের

রায়গড় (মহারাষ্ট্র), ২৬ আগস্ট (হি.স.): মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলায় পাঁচ-তলা বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় উদ্ধার হয়েছে আরও দু”টি দেহ, সবমিলিয়ে বহুতল ভেঙে ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে মোট ১৫ জনের। এখনও একজন ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন। গত সোমবার সন্ধ্যা ৬.৫০ মিনিট নাগাদ রায়গড় জেলার মাহাদ তালুকার অন্তর্গত কাজলপুরা এলাকায় অবস্থিত একটি পাঁচ-তলা বহুতল তাসের ঘরের মতো হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যান অসংখ্য মানুষ।

মঙ্গলবার গভীর রাত পর্যন্ত উদ্ধারকাজ চালানোর পর ১৩ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। বুধবার সকালের মধ্যে আরও দু”টি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সবমিলিয়ে মোট ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৭ জন পুরুষ এবং ৮ জন মহিলা। উদ্ধারকারী দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এখনও একজন নিখোঁজ রয়েছেন।

তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৭৮০, সুস্থ হয়েছেন ৮৫,২২৩ জন

হায়দরাবাদ, ২৬ আগস্ট (হি.স.): তেলেঙ্গানার করোনা-পরিস্থিতি প্রতিদিনই ভাবিয়ে তুলেছে। তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৩,০১৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ১০ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ১,০৬০ জন। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল, যথাক্রমে-১,১১,৬৮৮ এবং ৭৮০।

বুধবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৩,০১৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ১০ জনের। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৮৫,২২৩ জন। মঙ্গলবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২৫,৬৮৫।

মধ্যপ্রদেশে দোতলা বাড়ি ভেঙে মৃত্যু দু”জনের, প্রাণে বেচেঁছেন ৯ জন

ভোপাল, ২৬ আগস্ট (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের দেওয়াস শহরে দোতলা বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু”জনের। এছাড়াও প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে ৯ জনকে। মঙ্গলবার বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে দেওয়াস শহরের লাল গেট এলাকার কাছে আচমকাই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে একটি দোতলা বাড়ি।

ছয়ের পাতায় দেখুন

বুধবার মাদার টেরেসার জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

১৬ দফা দাবীতে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সিপিএমের আন্দোলন কর্মসূচি পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৬ আগস্ট।। সিপিআইএম দলের রাজ্যব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বুধবার তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির কার্যালয়ের সামনে সিপিআইএম দলীয় কর্মীরা ১৬ দফা দাবির সমর্থনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করার জন্য জড়ো হয় সকাল ১০ টা নাগাদ।খবর যায় পুলিশে।পরে পুলিশ ও টি এস আর ঘটনাস্থলে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য অনুমতি আছে কিনা জানতে চান সিপিআইএম কর্মী সমর্থক দের কাছে। ততক্ষনে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন তেলিয়ামুড়ার এসডিপিও ভি.জগদীশ্বর রেড্ডি।পরে পুলিশ এবং সিপিআইএম কর্মীদের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ চলে। বিক্ষোভ প্রদর্শনে বৈধ অনুমতি না থাকার কারণে এবং পরিস্থিতি যাতে উতপ্ত না হয় সেদিকে নজর রেখে পুলিশ অবশেষে সিপিআইএম কর্মী সমর্থক দের গ্রেফতার হওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। পরবর্তী সময় টিএসআর -এর ক্যান্টার বাস এবং পাবলিক বাসে করে সিপিআইএম কর্মী সমর্থক দের গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয় তেলিয়ামুড়া চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্রে (টাউন হলে) নিয়ে রাখা হয়।

প্রসাশনের একটি সূত্রে জানা যায় সিপিআইএম দলের আটককৃত কর্মী সমর্থক দের এদিন বিকাল ৫ টা নাগাদ এদের ছেড়ে দেওয়া হবে মহকুমা প্রশাসনের আদেশ মূলে।

বিলোনিয়া সংযোজন ঃ কোভিদ অতি মারি প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পরিবর্তে , লকডাউন এর আড়ালে গরিব শ্রমজীবী জনগণের উপর মোদি সরকারের নামিয়ে আনা আক্রমণ, ঢালাওভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বেসরকারিকরণ, গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া সহ স্বৈরাচারী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলো সিপিআইএম। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আহব্বানে বুধবারে রাজ্য জুড়ে ছিলো ষোল দফা দাবিতে প্রতিবাদ দিবসের কর্মসূচি। জীবন-জীবিকার তাগিদে ১৬ দফা দাবি আদায়ের রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ দিবসের কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বিলোনিয়াতেও পার্টির ডাকে আহ্বান করা হয় প্রতিবাদ দিবস। রাতের অন্ধকারের সন্ত্রাশ ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করে দাবি আদায়ের আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য সকাল থেকে কর্মী সমর্থক ও সাধারণ অংশের মানুষেরা জড়ো হতে থাকে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা অফিসের সামনে।

সাড়ে দশটা বাজার সাথে সাথে পার্টির মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত ও দক্ষিণ জেলার পার্টির জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদারের নেতৃত্বে অফিস থেকে দাবি দিবসের প্রতিবাদ দিবসের মিছিল বের হয়ে জগন্নাথ বাড়ির সামনে আসতেই রনসাজে সজ্জিত পুলিশ রনংদেহি মনোভাব নিয়ে মিছিল আটকে দেয়। আন্দোলন কারীদের মিছিল পুলিশ আটকে দেওয়ার পর পুলিশের বাঁধা ঠেলে সামনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ আবারো বাঁধা দেয়। এরপর শুরু হয়ে যায় পুলিশের সাথে আন্দোলনকারীদের বাকবিতণ্ডা। এরপর পুলিশের বাঁধা পেয়ে আন্দোলন কারীরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। মিছিলে বাঁধা পেয়ে পার্টির মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত সহ আন্দোলন কারীরা পুলিশকে প্রশ্ন করে , বিজেপি যখন মিছিল করে , সভা করে , তখন কেন বাঁধা দেয় না পুলিশ।যখন সিপিআইএম এর নেতাকর্মীরা সমর্থকরা আক্রান্ত হয় তখন কেন পুলিশ বাঁধা দেয় না। পুলিশের কাজ কি সিপিআইএম এর আন্দোলন বাঁধা দেওয়া। আমাদের মিছিল মিটিং বন্ধ করতে হলে বিজেপির মিছিল মিটিং ও বন্ধ করতে হবে। কিন্তু আজকে আমরা মিছিল নিয়ে ফিরে যাচ্ছি , আগামী দিন আমরা কোন বাঁধা মানবো না বলে হুঁশিয়ারি দেন আন্দোলন কারীরা।

পুলিশের বাঁধা পেয়ে কিছুক্ষন রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখানোর

ছয়ের পাতায় দেখুন

সংশোধনাগারের আবাসিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার সহ রাজ্যের বিভিন্ন সংশোধনাগারে যে সমস্ত আবাসিক রয়েছেন তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে এই চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। এ সংক্রান্ত একটি সরকারি নোটিফিকেশনও জারি করা হয়েছে। আজ সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে আয়োজিত স্বরাষ্ট্র (কারা) দপ্তরের পর্যালোচনা বৈঠকে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার সংশোধনাগারের আবাসিকদের সু-স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি তিনি সংশোধনাগারের আবাসিকদের নিয়মিত ব্যবধানে কাউন্সিলিং করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন যাতে সংশোধনাগারে তাদের আচার আচরণ যথাযথ থাকে। এজন্য জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের সহযোগিতা নেওয়ার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতিতে সংশোধনাগারে নেওয়ার পূর্বে আবাসিকদের কোভিড-১৯ টেস্ট করিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। যাতে আগে থেকে কোভিড-১৯ পজিটিভ থাকলে তার থেকে সংশোধনাগারে সংক্রমণ না ছড়ায়। সংশোধনাগার নির্মাণ করার জন্য পূর্বে চিহ্নিত করা জমি বর্তমানেও অব্যবহৃত থাকলে তা কিভাবে কাজে লাগানো যায় সে বিষয়েও চিন্তা ভাবনা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন। মুখ্যমন্ত্রী সংশোধনাগারের বিদেশী আবাসিকদের সাজা শেষে তাদের নিজ দেশে পাঠানোর পূর্বে ডিটেনশন সেন্টারে রাখার ক্ষেত্রে সাবমের পুরোনো অব্যবহৃত সংশোধনাগারের বিল্ডিং-এ ডিটেনশন সেন্টার গড়ে তোলা যায় কিনা সে বিষয়ে খতিয়ে দেখার জন্য কারা দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। সংশোধনাগারের আবাসিকদের নিয়মিত খেলাধূলা, শরীর চর্চা, সাংস্ক’তিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদির সাথে যুক্ত থাকার জন্য একটি রুটিন করে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পর্যালোচনা সভায় স্বরাষ্ট্র (কারা) দপ্তরের প্রধান সচিব বরুণ কুমার সাহু কারা দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচিগুলি বিস্তারিত তুলে ধরে জানান, বর্তমানে রাজ্যে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার ছাড়াও কৈলাসহর এবং উদয়পুরে জেলা সংশোধনাগার এবং ১০টি মহকুমায় উপ-সংশোধনাগার রয়েছে। এছাড়াও মহিলা সংশোধনাগারটি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের মধ্যেই রয়েছে। তিনি জানান, কৈলাসহর জেলা সংশোধনাগারে নতুন কমপ্লে’ গড়ে তোলার কাজ এগিয়ে চলেছে। এছাড়াও ধর্মনগরে উপ-সংশোধনাগারের নির্মাণ কাজও অব্যাহত রয়েছে। দপ্তরের প্রধান সচিব রাজ্যের জেলাগুলিতে প্রযুক্তিগত বিভিন্ন সুবিধার কথাও তুলে ধরেন। তিনি জানান, সংশোধনাগারগুলিতে কম্পিউটার রয়েছে। পাশাপাশি সিসি টিভি ক্যামেরাও অধিকাংশ সংশোধনাগারে রয়েছে। সংশোধনাগারে সাইকোলজিস্ট পাঠানোর বিষয়টিও সভায় আলোচনায় প্রাধান্য পায়। সংশোধনাগারে আবাসিকদের চিকিৎসার জন্য রাজ্যে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল রয়েছে। ই-প্রিজন সিস্টেম সম্পর্কে অবহিত করে প্রধান সচিব জানান, বর্তমানে এন আই সি’র সহযোগিতায় অনলাইন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কতজন আবাসিক সংশোধনাগারে রয়েছে তা খুব সহজেই জানা যাচ্ছে। সভায় প্রধান সচিব কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতিতে সংশোধনাগারে যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা বিস্তারিত উত্থাপন করেন।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ সচিব প্রশান্ত কুমার গোয়েল, পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব দীপা ডি. নায়ার, আই জি প্রিজন অদিতি মজমদার, স্বাস্থ্য অধিকর্তা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অটল টানেলের কাজ সমাপ্ত অপেক্ষায় এখন উদ্বোধনের

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (হি. স.) : হিমাচল প্রদেশের রোতাং পাসের কাছে ৯ কিলোমিটার বিস্তৃত অটল টানেলের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত। এখন শুধুমাত্র উদ্বোধনের অপেক্ষা। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে সামরিক দিক থেকে এই টানেল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই টানেলের নির্মাণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে ৮. ৮ কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকাজুড়ে বানানোর পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু নির্মাণকার্য শেষ হওয়ার পর জিপিএস রিডিং এ দেখা গেল এটি ৯ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে তৈরি হয়েছে। উচ্চতার নিরিখে গোটা বিশ্বের মধ্যে এক অনন্য স্থান অর্জন করেছে এই টানেল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০ হাজার ফুট উঁচুতে হিমালয়ের কোলে অটল টানেলটি নির্মাণ করা হয়েছে। এর নির্মাণকার্য শেষ হওয়ার ফলে হিমাচল প্রদেশের মানালি থেকে কেন্দ্রশাসিত লাদাখের লেহ পর্যন্ত দূরত্ব কমে দাঁড়িয়েছে ৪৬ কিলোমিটার। আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি করা এই টানেলের অনেক সুযোগ সুবিধা এবং নিরাপত্তার দিকটি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে টানেলের মধ্যেই একটি এস্কেপ টানেল রয়েছে।এই টানেল এর মধ্যে প্রতি ১৫০ মিটারে একটি করে টেলিফোন, প্রতি ৬০ মিটারে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, প্রতি ৫০০ মিটারে আপৎকালীন দরজা, প্রতি ২৫০ মিটার প্রতি এক কিলোমিটারে বায়ুর মান মাপার জন্য ব্যবস্থা। টানেলের মধ্যে সর্বোচ্চ ৮০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা গতি দেখে যান চলাচল করতে পারবে। একসঙ্গে পাঁচ হাজার যান চলাচলে সক্ষম এই টানেল।বারো মাস এই টানেল কে ব্যবহার করা যাবে।

ই রিস্কা চালক সংঘের সেক্রেটারিকে মারধর, থানায় ধরণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২৬ আগস্ট।। কাঞ্চনপুর থানার প্রাইভেট বোলেরো গাড়ি ভাড়া চালক রবিন্ত্র কুমার দেবনাথ (৪৫)। বাড়ি কাঞ্চনপুরের রবীন্দ্রনগর সিপিএমের ক্যাডার। গতকাল রাতে আটটা নাগাদ কাঞ্চনপুর থানার পুলিশ ছিলেন উনি গাড়ী চালক মোবাইল ডিউটিতে বের হন। দশদা রোডে ডিভিশন এলাকায় দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। রবিন্দ্রি কুমার দেবনাথ হঠাৎ গাড়ি বন্ধ করে নেমে ই রিস্কা চালক সংঘের কাঞ্চনপুর বিভাগীয় সম্পাদক কমল নাথের উপর মারধর করেন। তাই আজ কমল নাথ কাঞ্চনপুর থানায় একটি এফআইআর করেন রবীন্দ্র কুমার নাথ এর উপরে। আসামীকে গ্রেফতার করার দাবিতে ই রিস্কা চালক সংগঠনের কর্মীরা কাঞ্চনপুর থানায় ধরনা।

তেলিয়ামুড়ায় দুই নেশা সেবনকারী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৬ আগস্ট।। করুণা অতিমারীর সময় কালেও ড্রাগস পাচার বানিজ্য ও ড্রাগস সেবন কারীদের আঁতুর ঘরে পরিনত হয়েছে গোটা তেলিয়ামুড়া। দুই ড্রাগস সেবনকারী কে আটক করলো তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ স্থানীয় অম্পি চৌমুনী এলাকা থেকে মঙ্গলবার রাতে। ধৃত দুই যুবকের নাম কমলেশ দেববর্মা ও জয়দ্বীপ চৌধুরী। ধৃত দুই যুবকের বাড়ি মোহড়পারা এবং দশমীঘাট এলাকায়। তেলিয়ামুড়া থানার একটি সূত্র থেকে জানা যায় মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ টা নাগাদ কয়েকজন যুবক অম্পি চৌমুনি এলাকায় ঘোরাফেরা করতে থাকে। এ বিষয়টি অম্পি চৌমনী তে থাকা ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের সন্দেহ হয়।পরে এই বিষয়টি ট্রাফিক পুলিশ রা তেলিয়ামুড়া থানায় জানালে পুলিশ এসে দুজনকে আটক করতে সক্ষম হলেও বাকিরা পালিয়ে যায়।পরে খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া এসডিপিও ভি. জগদীশ্বর রেড্ডি এই ধৃত যুবকদের নিয়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালালেও- নীট ফল শূন্য।এদিকে পুলিশ ধৃত দুই যুবকের কাছ থেকে আংশিক পরিমাণ ড্রাগস উদ্ধার করে বলে থানা সূত্রে জানা যায়। এদিকে পুলিশ ধৃত দুই যুবককে বুধবার খোয়াই আদালতে পাঠায়।

ওড়িশায় মৃত্যু বেড়ে ৪৪১, করোনা-আক্রান্ত ৮৭ হাজারের বেশি

ভুবনেশ্বর, ২৬ আগস্ট (হি.স.): ওড়িশায় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ওড়িশায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৩৭১ জন। ফলে ওড়িশায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮৭,৬০২। রাজ্যে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে আরও ১৩ জনের, ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪৪১। বুধবার সকালে ওড়িশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৩,৩৭১ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮৭,৬০২।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ওড়িশার ১১টি জেলায় আক্রান্তের আক্রান্তের সংখ্যা ১০০-রও বেশি। খুরদায় আক্রান্তের সংখ্যা ৫৪৭, কটকে ৩৫৭, গঞ্জামে ১৯৬, জাজপুরে ১৭৩, নয়াগড়ে ১৭১, সুন্দরগড়ে ১৫৪, রায়াগড়ে ১৪৬, পুরীতে আক্রান্তের সংখ্যা ১৪৪, মালকানগিরিতে ১৩৪, ভদ্রকে ১১৪ এবং সম্বলপুরে ১০৭ জন প্রাণঘাতী ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। ওড়িশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ২৭,৬৩৮ এবং করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ৫৬,৪৭০ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৩ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ৪৪১-এ পৌঁছেছে।

বিজেপির শান্তির বাজার মন্ডলের নবনিযুক্ত সভাপতিকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৬ আগস্ট।। আজ ৩৬ শান্তির বাজার মন্ডল বিজেপির কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে ৩৬ শান্তরি বাজার বিধানসভার নবনিযুক্ত মন্ডল সভাপতি শ্যামলাল দেবনাথকে বরনকরে নেওয়াহলো। শ্যামলাল দেবনাথ বিগত ২৫ বছর বামআমলে বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে বামেদের বিরুদ্ধে লড়াইকরেগেছে। বর্তমানে শ্যামলাল দেবনাথ বিজেপির দক্ষিন জেলার সাধারন সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেগেছেন। অবশেষে শান্তির বাজার বিজেপির হাল ফেরাতে মন্ডলের দায়িত্ব দেওয়াহয়েছে শ্যামলাল দেবনাথকে। বিগত দিনে শান্তির বাজার কিছু ছদ্মবেশী বিজেপি কর্মী নিজেদের স্বার্থে কাজকরেগেছে। লোকজনের জন্য উনারা কোনো প্রকার কাজ করেনি। উনারা নিজেদের স্বার্থে কখনো কংগ্রেস কখনো তৃনমূল আবার কখনো বিজেপিতে যোগদান করেন। এই সকল কর্মীদের জন্য শান্তির বাজারে বিজেপির উপর লোকজন আস্থা হারিয়েছিলো। বিগত দিনে শান্তির বাজারের মন্ডলের দায়িত্বেছিলো অশোক সেন। তিনি এই সকল কর্মীদের জন্য সঠিকভাবে কাজকরতে নাপারায় বিগত দুইমাস আগে নিজের স্ব ইচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন। অবশেষে শান্তির বাজার বিজেপিকে পার্টিকে শক্তিশালী করেগড়ে তোলার লক্ষ্যে পুরানো বিজেপি কর্মী শ্যামলাল দেবনাথকে দায়িত্ব দেওয়াহলো। এইনিয়ে শ্যামলাল দেনাথ জানান তিনি জনগনের হয়ে কাজ করবেন এবং কোনোপ্রকার অন্যায়কে পশ্রয় দেওয়াহবো বলে জানান। আজকের এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখত গিয়ে বিধায়ক শঙ্কর রায় জানান সকলকে ঐক্যদ্ধহয়ে কাজকরতেহবে। আর দলের বিরুদ্ধে নিজ স্বার্থে যে সকল লোকজন কাজ করবে তাদের প্রতি দল কঠোর পদক্ষেপ গ্রহন করবে। আজকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির দক্ষিন জেলার সভাপতি তথা বিধায়ক শঙ্কর রায়, বিজেপির দক্ষিন জেলার প্রাক্তন সভাপতি তথা দক্ষিন জেলার সহ সভাপতি বিভিষন দাস, বগাফা ব্লকের বি এস সি চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন ডেপুটি স্পীকার গৌরিশঙ্কর রিয়াং সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।

ধর্মনগরে নাশকতার আগুনে পুড়ল বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৬ আগস্ট।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের বড়ুয়া কান্দি গ্রামের ৬ নং ওয়ার্ডে বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। অগ্নিকাণ্ডে বসত ঘর সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। দমকল বাহিনীর তৎপরতায় বাজের আরো চারটি ঘর অগ্নিকান্ডের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে বাণীর সবকটি ঘরে কেরোসিন ঢেলে দুর্বৃত্তরা অগ্নিসংযোগ করে। এটি একটি নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ড বলে দাবি করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনও পর্যন্ত এই নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।অবিলম্বে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জড়িতদের খুঁজে বের করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোরালো দাবি উঠেছে।এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বুধবার সকালে আপৎকালীন আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।পরবর্তীকালে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের পর আরও আর্থিক সাহায্য প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হবে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

গুয়াহাটি থেকে পণ্য নিয়ে আগরতলায় পৌঁছল রেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ আগস্ট।। গৌহাটি এবং আগরতলার মধ্যে গতকাল থেকে পণ্যবাহী রেল পরিষেবা চালু হয়েছে। বুধবার ভোররাতে গোহাটি থেকে আসা পণ্যবাহী রেল আগরতলা রেল স্টেশনে এসে পৌঁছায়। বুধবার সকাল থেকেই পণ্যবাহীরেলওয়ে করে আসা বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী আনলোডিং এর কাজ শুরু হয়।সপ্তাহে কম করেও দু-তিনদিন গোহাটি থেকে আগরতলা পণ্যবাহী রেল চলাচল করবে বলে রেলওয়ে দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। উল্লেখ্য করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে গত কয়েক মাস

ছয়ের পাতায় দেখুন

সিপিএম নেতার বাড়িতে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৬ আগস্ট।। বুধবার সিপাহীজলা জেলার প্রাক্তন সভাধিপতি ফখরুদ্দিন আহমেদের ভাই ফারুক আহমেদের বাড়ির সামনে দিন দুপুরে হঠাৎ করে একটি গাড়ি এসে দাঁড়ায়। কিছু বুঝে উঠার আগেই গাড়িতে থাকা দুষ্কৃতিকারীরা বাড়ির মধ্যে একটি বোমা নিক্ষেপ করে।বাড়িতে বোমা ফাটার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ির লোকেরা চিৎকার শুরু করেন। তারা ভয়ে অন্যত্র দৌড়ে পালিয়ে যেতে শুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেয়া হয় বিশালগড় থানায়।কিন্তু প্রায় ৩ ঘন্টা সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়নি।অন্যদিকে বর্তমানে সিপিএম দল শাসক দলকে বদনাম করার উদ্দেশ্যে এরকম ভাবে নিজেরা নিজেদের দলের কর্মীদের উপর আক্রমণ সংগঠিত করছেন এবং বোমা নিক্ষেপ করছেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন রাজনৈতিক তথ্যবিজ্ঞ মহলের একাংশ। আবার একাংশ মনে করেন মানুষ যাতে সিপিআইএমের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ না করতে পারে তার জন্য ভয় ভীতি প্রদর্শন করতে এ ধরনের নাশকতামূলক কাজ করছে শাসক দলের দুষ্কৃতীরা।বুধবার বিশালগড় মহকুমা সিপিএম পার্টি অফিসে যখন ১৬ দফা দাবি নিয়ে আন্দোলন চলছিল ঠিক সেই সময়ই বিশালগড় পৌর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন পূর্ণিমা চক্রবর্তীর বাড়িতে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করা হয়। অন্যদিকে বিশালগড় সিপিআইএম সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য এবং জেলা কমিটির সদস্য পার্থ প্রতিম মজুমদার এবং সন্তোষ বিশ্বাস এর বাড়িতে রাতের আধারে দুস্কৃতিকারীরা বোমা নিক্ষেপ করে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বিশালগড় থানায় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্যরা মামলা দায়ের করেছেন। উক্ত ঘটনাগুলির পরিপেক্ষিতে এখন অব্দি কোন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ প্রশাসন। বিশালগড় মহকুমা জুড়ে নতুন করে বোমা নিক্ষেপের অপসংস্কৃতির আমদানি হওয়ায় সাধারণ জনমনে অজানা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করছেন বুদ্ধিজীবী মহল।

৩২ লক্ষ ছাড়াল করোনা-সংক্রমণ, ভারতে মৃত্যু বেড়ে ৫৯,৪৪৯ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট (হি.স.): ভারতে আগুনের গতিতে বেড়েই চলেছে কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রকোপ। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৩২ লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ। সুস্থতার সংখ্যাও বেড়েছে। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩২,৩৪,৪৭৫-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১,০৫৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৬৭,১৫১ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫৯,৪৪৯ জন এবং মোট সংক্রমিত ৩২,৩৪,৪৭৫ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৪,৬৭,৭৫৯ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৭ লক্ষ ০৭ হাজার ২৬৭।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৫৯,৪৪৯ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্র প্রদেশে ৩,৪৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ৫ জন, অসমে ২৬০ জন, বিহারে ৫১৯ জনের, চণ্ডীগড়ে ৪০ জন, ছত্তিশগড়ে ২২১ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু”জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৪,৩৩০ জনের, গোয়া ১৫৭ জন, গুজরাটে ২,৯২৮ জনের, হরিয়ানায় ৬২৩ জনের, হিমাচল প্রদেশে ৩০ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৬৩৮ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৩৪৭ জনের, কর্ণাটকে ৪,৯৫৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ২৪৪ জন, লাদাখে ২৪ জন, মধ্যপ্রদেশে ১,২৬৫ জন, মহারাষ্ট্রে ২২,৭৯৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ২৪ জন, মেঘালয়ে ৮ জন, নাগাল্যান্ডে ৯ জন, ওড়িশায় ৪২৮ জনের, পুদুচেরিতে ১৭২ জন, পঞ্জাবে ১,১৭৮ জন, রাজস্থানে ৯৮০ জনের, সিকিমে ৩ জন, তামিলনাড়ুতে ৬,৭২১ জন, তেলেঙ্গানায় ৭৮০ জন, ত্রিপুরায় ৮৩ জন, উত্তরাখণ্ডে ২১৩ জন, উত্তর প্রদেশে ৩,০৫৯ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ২,৯০৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৮৪ শতাংশ মানুষের, সুস্থ হয়েছেন ৭৬.৩০ শতাংশ মানুষ এবং চিকিৎসাধীন ২১.৮৭ শতাংশ মানুষ। ভারতে নিত্যদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা। ২৫ আগস্ট পর্যন্ত ভারতে মোট ৩,৭৬,৫১,৫১২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, শুধুমাত্র ২৫ আগস্ট সারাদিনে ৮,২৩,৯৯২টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।